প্রজ্ঞা–ভাবনা

কল্পতরু ধর্মীয় বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূলবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি মুক্তিকামী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Kbangsha Bhikkhu

প্রজ্ঞা-ভাবনা

শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবির

PRAGGABHABANA

২০-০১-১৯৯৫ ইং-

গ্রন্থ-পরিচয়

আচার্য্য বুদ্ধঘোষ-কৃত বিসুদ্ধিমগ্‌গ বিখ্যাত বৌদ্ধ গ্রন্থ। পালি অর্থকথা সাহিত্যে ইহার স্থান অদ্বিতীয়। এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াই বুদ্ধঘোষ স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। এই বিশাল গ্রন্থ বস্তুত মাত্র একটি গাথারই অর্থ-বর্ণনা বা ব্যাখ্যা। ইহার সার সঙ্কলনের চেষ্টা আমি বহুদিন হইতে করিয়া আসিতেছি। এই "পঞ্‌ঞা-ভাবনা" সেই দীর্ঘ চেষ্টারই ফল।

মূলের সহিত অনুবাদ সংযোজিত করিয়াছি। আক্ষরিক অনুবাদ করি নাই। তথাপি সর্ব্বত্র তাহা সুখবোধ্য হইয়াছে কিনা জানিনা। স্থূলত বিসুদ্ধিমগ্‌গের পরিভাষারূপেই "পঞ্‌ঞা-ভাবনা" বাঙ্গালী পাঠকের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে। বৌদ্ধ জ্ঞান-সাধনার দিক্ হইতেই সমগ্র গ্রন্থের অবতারণা করা হইয়াছে। যদি এই সাধনার দিক্ পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তাহা হইলেই জানিব, আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে।

আমার সহবিহারী সুলেখক শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ স্থবির গ্রন্থের প্রুফসংশোধন কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। আমার প্রিয় অন্তেবাসী শ্রীমান প্রিয়দর্শী ভিক্ষু এই গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্য করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছে। মদীয় বাল্যসুহৃদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি অধ্যাপক শ্রীযুত বেণী মাধব বড়ুয়া মহাশয় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়া, বিশেষত ইহার ভূমিকা লিখিয়া আমার প্রভূত উপকার করিয়াছেন। আমি উভয়ের নিকট ঋণী রহিলাম। ইতি—

কলিকাতা,
৩০ ভাদ্র, ২৪৮০ বুদ্ধাব্দ
১৫।৯।১৯৩৬

শ্রীবংশদীপ মহাস্থবির

ভূমিকা

নালন্দা-বিদ্যাভবনের উপাধ্যায় শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবির আমার সহাধ্যায়ী ও বাল্যবন্ধু এবং তিনিই এই পুস্তকের গ্রন্থকার। তাঁহারই আগ্রহাতিশয্যে আমি ইহার ভূমিকা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

তাঁহার পুস্তকের পালি নাম "পঞ্ঞা-ভাবনা" এবং বাংলা নাম "প্রজ্ঞা-ভাবনা।" ইহা বস্তুত আচার্য্য বুদ্ধঘোষ-কৃত সুপ্রসিদ্ধ বিসুদ্ধিমগ্‌গ নামক মহাগ্রন্থেরই তৃতীয় অংশ পঞ্ঞা-নিদ্দেসের সার বা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। মহাস্থবির মহোদয় মূলের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গানুবাদ প্রদান করিয়া তাঁহার পুস্তকখানিকে সকল শ্রেণীর পাঠকের উপযোগী করিয়াছেন।

বুদ্ধঘোষের বিশুদ্ধিমার্গ তিন অংশে বিভক্ত, যথা—শীল-নির্দ্দেশ, চিত্ত-নির্দ্দেশ বা সমাধি-নির্দ্দেশ, এবং প্রজ্ঞা-নির্দ্দেশ। শীল-নির্দ্দেশের আলোচ্য বিষয় শীল-বিশুদ্ধি, চিত্ত-নির্দ্দেশের আলোচ্য বিষয় চিত্ত-বিশুদ্ধি, এবং প্রজ্ঞা-নির্দ্দেশের আলোচ্য বিষয় দৃষ্টিবিশুদ্ধি। বিশুদ্ধি নির্ব্বাণও বটে, নির্ব্বাণ লাভের প্রকৃষ্ট উপায়ও বটে। বিশুদ্ধি-মার্গ অর্থে যাহা বিশুদ্ধির পথ।

বুদ্ধঘোষের বিসুদ্ধিমগ্‌গের ন্যায় অপর একটি পালি গ্রন্থ ছিল। উহার নাম বিমুত্তিমগ্‌গ। আচার্য্য উপতিষ্যই বিমুত্তিমগ্‌গের গ্রন্থকাররূপে পরিচিত। সম্প্রতি জাপান হইতে বিমুত্তিমগ্‌গের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে। এই বিমুত্তিমগ্‌গ সম্বন্ধে সন্দর্ভ লিখিয়া অধ্যাপক বাপট্ যশস্বী হইয়াছেন। অধ্যাপক বাপট্ সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, উপতিষ্য-কৃত বিমুত্তিমগ্‌গ বুদ্ধঘোষ-কৃত বিসুদ্ধিমগ্‌গের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বুদ্ধঘোষ তাঁহার গ্রন্থের কোথায়ও বিমুত্তি-মগ্‌গের নামোল্লেখ করেন নাই। বিষয়-বিন্যাসে উভয়গ্রন্থ একই।

আচার্য্য বুদ্ধঘোষের সমসাময়িক চোলদেশবাসী আচার্য্য বুদ্ধদত্ত-কৃত অভিধম্মাবতারেও আমরা সপ্ত বিশুদ্ধির আলোচনা দেখিতে পাই। বুদ্ধদত্তের গ্রন্থে চিত্ত-বিশুদ্ধির বিশদ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয় নাই।

বিসুদ্ধিমগ্‌গ এবং অভিধম্মাবতারে আলোচিত সপ্ত বিশুদ্ধির উৎপত্তি অনুসন্ধান করিলে মজ্ঝিম-নিকায়ের রথবিনীত-সুত্তই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই রথবিনীত-সুত্তই ধর্ম্মাশোকের ভাব্রুলিপিতে উপতিস-পসিন'

(উপতিষ্য-প্রশ্ন) নামে বৌদ্ধ মাত্রের নিত্যপাঠ্য সূত্ররূপে উল্লিখিত হইয়াছে। রথবিনীত-সূত্রে আয়ুষ্মান্ শারীপুত্র বা উপতিষ্য প্রশ্ন-জিজ্ঞাসাচ্ছলে সপ্ত বিশুদ্ধি উপস্থিত করিয়াছেন। সপ্ত বিশুদ্ধি, যথা—শীল-বিশুদ্ধি, চিত্ত-বিশুদ্ধি দৃষ্টি-বিশুদ্ধি, শঙ্কা-উত্তরণ-বিশুদ্ধি, মার্গামার্গজ্ঞানদর্শন-বিশুদ্ধি, প্রতিপদজ্ঞান-দর্শন বিশুদ্ধি ও জ্ঞানদর্শন-বিশুদ্ধি। এই সূত্রে আয়ুষ্মান্ শারীপুত্র ও আয়ুষ্মান্ পূর্ণ মৈত্রায়ণীপুত্র, এই দুই মহারথী সপ্ত-বিশুদ্ধির বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। প্রশ্নকর্ত্তা শারীপুত্র, উত্তরদাতা পূর্ণ মৈত্রায়ণীপুত্র।

শারীপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূর্ণ! তুমি কি শীল-বিশুদ্ধির জন্যই ভগবদ্ শাসনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছ?" উত্তর হইল, "না।" "তবে কি তুমি চিত্ত-বিশুদ্ধির জন্যই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছ?" উত্তর হইল, "না।" "তুমি কি দৃষ্টি-বিশুদ্ধির জন্যই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছ?" পুনরায় উত্তর হইল "না।" অবশিষ্ট চারি-বিশুদ্ধি সম্বন্ধেও পূর্ণ মৈত্রায়ণীপুত্রের উত্তর হইল, "না।" শারীপুত্রের শেষপ্রশ্ন হইল, "তবে তুমি কি জন্য ভগবদ্ শাসনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছ (কিমত্থং চরহাবুসো ভগবতি ব্রহ্মচরিযং বুস্স-তীতি)?" এইবার পূর্ণ মৈত্রায়ণীপুত্র বলিলেন, "অনুৎপাদ পরিনির্ব্বাণ লাভের জন্যই আমি ভগবদ্ শাসনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছি (অনুপাদা-পরিনিব্বানত্থং)।"

পুনরায় শারীপুত্র জানিতে চাহিলেন, "তবে কি, পূর্ণ! তুমি বলিতে চাও, শীল-বিশুদ্ধিই তোমার লক্ষিত পরিনির্ব্বাণ?" উত্তর হইল, "না।" অবশিষ্ট ছয় বিশুদ্ধি সম্বন্ধেও একইরূপ উত্তর হইল, "না।" "তবে কি, পূর্ণ! তুমি বলিবে, এই সপ্তবিশুদ্ধি ব্যতিরেকে তোমার লক্ষিত পরিনির্ব্বাণ লভ্য?" এইবারও উত্তর হইল, "না।" 'যদি তুমি এ সকল প্রশ্নের উত্তরে 'না'ই বলিলে, তবে এ বিষয়ে তোমার অভিপ্রায় কি খুলিয়া বল।" আয়ুষ্মান্ পূর্ণ মৈত্রায়ণীপুত্র নিম্ন অভিমত প্রকাশ করিতে গিয়া বলিলেন :—

"যদি শীল-বিশুদ্ধিই আমার লক্ষিত পরিনির্ব্বাণ হয়, তাহা হইলে সউপাদান অবস্থায় যে অনুৎপাদ-পরিনির্ব্বাণ লভ্য হইবে। চিত্ত-বিশুদ্ধি, দৃষ্টি-বিশুদ্ধি, প্রভৃতি অবশিষ্ট ছয় বিশুদ্ধি সম্বন্ধেও এইরূপ। আর যদি এই সপ্ত-বিশুদ্ধি-সাধন ব্যতীত অনুৎপাদ-পরিনির্ব্বাণ লভ্য হইত, তাহা হইলে যে জগতের যে কোনও লোক তাহা লাভ করিতে পারিত। আমার বলিবার উদ্দেশ্য, শীল-বিশুদ্ধির গতি চিত্ত-বিশুদ্ধি পর্য্যন্ত; চিত্ত-বিশুদ্ধির গতি শঙ্কা-উত্তরণ-বিশুদ্ধি পর্য্যন্ত; শেষোক্ত বিশুদ্ধির গতি মার্গামার্গ-জ্ঞানদর্শন-বিশুদ্ধি

পর্য্যন্ত ; এই বিশুদ্ধির গতি প্রতিপদজ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি পর্য্যন্ত ; প্রতিপদজ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধির গতি জ্ঞান দর্শন-বিশুদ্ধি পর্য্যন্ত ; এবং জ্ঞানদর্শন-বিশুদ্ধির গতি অনুৎপাদ-পরিনির্ব্বাণ পর্য্যন্ত।"

প্রজ্ঞা-ভাবনার প্রধান আলোচ্য বিষয় সপ্তবিশুদ্ধি ও দশবিধ বিদর্শন-জ্ঞান। বস্তুত প্রজ্ঞা বিদর্শন-জ্ঞানেরই নামান্তর। দশবিধ বিদর্শন-জ্ঞান, যথা-সংমর্শন-জ্ঞান, উদয়-ব্যয়-জ্ঞান, ভঙ্গ-জ্ঞান, ভয়-জ্ঞান, আদীনব-জ্ঞান, নির্ব্বেদ-জ্ঞান, মুমুক্ষা-জ্ঞান, প্রতিসংখ্যা-জ্ঞান, সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞান ও অনুলোম-জ্ঞান। সপ্তবিশুদ্ধির সহিত এই দশবিধ বিদর্শন-জ্ঞান যুক্ত করিয়া গ্রন্থকার আচার্য্য বুদ্ধঘোষের নিয়মে প্রজ্ঞা-ভাবনা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সপ্তবিশুদ্ধির ন্যায় দশবিধ বিদর্শন-জ্ঞানও সোপান-শ্রেণীর ন্যায় স্তরে স্তরে সজ্জিত। সংস্কার-ধর্ম্ম-মাত্রই অনিত্য, দুঃখাত্মক এবং অনাত্মা, এইরূপ উপলব্ধিতেই প্রজ্ঞাভাবনার সার্থকতা। অতএব গ্রন্থের প্রতি অংশে যাবতীয় সংস্কার-ধর্ম্মের উক্ত লক্ষণ-ত্রয় পাঠকের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, প্রজ্ঞা-ভাবনা এক বিশিষ্ট বৌদ্ধসাধন-পন্থা, যদ্দ্বারা সংস্কার-ধর্ম্মের উক্ত ত্রি-লক্ষণ উপলব্ধি করা যাইতে পারে। এই সাধন-পন্থা অবলম্বন করিয়াই শ্রাবকযানী বৌদ্ধগণ যোগানুশীলন করেন। যিনি এইরূপ যোগানুশীলন করেন তিনি যোগী বা যোগাচারী। স্রোতাপত্তি-মার্গ, স্রোতাপত্তি-ফল, সকৃদাগামী-মার্গ, সকৃদাগামী-ফল, অনাগামী-মার্গ, অনাগামী-ফল, অর্হত্ব-মার্গ এবং অর্হত্ব-ফল, বৌদ্ধ সাধনার এই অষ্ট স্তর। এই অষ্টস্তরভেদে যোগাচারী অষ্ট আর্য্যপুরুষে বিভক্ত। স্রোতা-পত্তি-মার্গে উন্নীত হইলে যোগী সপ্তজন্মের মধ্যে নির্ব্বাণ বা বিমুক্তি লাভে নিশ্চিত হইতে পারেন। তৃষ্ণা বা বাসনার ক্ষয়েই নির্ব্বাণ বা বিমুক্তি লব্ধ হয়। এই তৃষ্ণা বা বাসনা অবিদ্যামূলক। অতএব অবিদ্যারও মূলোচ্ছেদ করা আবশ্যক। সংস্কার-ধর্ম্মের প্রতি আসক্তিই তৃষ্ণা বা বাসনা। এই আসক্তির মূলে অস্মিতা বা আমিত্ব-জ্ঞান। এই অস্মিতা পরিহারের পক্ষে সংস্কার-ধর্ম্মের উক্ত ত্রিলক্ষণ উপলব্ধি করা বিশিষ্ট উপায়। নিত্য, সুখ ও আত্মা, এক প্রকার চিন্তা। অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা, অন্যপ্রকার চিন্তা। প্রথম প্রকার চিন্তা স্রোত-অনুগামী বা গতানুগতিক। দ্বিতীয় চিন্তা স্রোত-প্রতিকূলগামী। ভব-স্রোত-প্রতিকূলে গমন করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করাই প্রজ্ঞা-ভাবনার লক্ষ্য। দুঃখের বিষয়, কি বিশুদ্ধি-মগ্‌গে, কি প্রজ্ঞা-ভাবনায়, নির্ব্বাণ বা বিমুক্তির স্বরূপ বিশেষভাবে প্রদর্শিত হয় নাই।

তন্মধ্যে পথের সন্ধানই আছে, গন্তব্যস্থানের পরিচয় অতি অল্প, নাই বলিলেও চলে।

সংস্কার-ধর্ম্ম কি? গ্রন্থকার বলিয়াছেন, সংস্কার-ধর্ম্ম অর্থে পঞ্চ-স্কন্ধ বা পঞ্চ-উপাদান-স্কন্ধ :—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। উপাদান অর্থে যাহা আসক্তির কারণ বা আসক্তির উপজীব্য। এই পঞ্চ-স্কন্ধের সংক্ষিপ্ত নাম নাম-রূপ। গ্রন্থকার আচার্য্য বুদ্ধঘোষের নিয়মে বৌদ্ধ নামরূপ-তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। অন্ধ-পঙ্গুর উপমাদ্বারা নাম-রূপের সম্বন্ধ সূচিত হইয়াছে। পাঠক অবগত আছেন যে, সাংখ্য-দর্শনেও অন্ধ-পঙ্গুর দৃষ্টান্তে পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে উপমা এক হইলেও বৌদ্ধ চিন্তা ও সাংখ্যচিন্তার মূলগতি বিভিন্ন। বৌদ্ধ-দর্শনে ব্যক্তিনিরপেক্ষ ভাবে সত্যের স্বরূপ নিরাকরণ করিবার চেষ্টা আছে। অবশ্য ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ব্যক্তিকে উপেক্ষা করা হয় নাই। সংস্কার-ধর্ম্মের উৎপত্তি, স্থিতি ও নিরোধের নিয়মই ধর্ম্মতা এবং এই ধর্ম্মতার উপলব্ধিতেই জ্ঞানোদয়। অতএব বৌদ্ধ চিন্তায় নিয়ন্তা অপেক্ষা নিয়মের, কর্ত্তা অপেক্ষা কর্ম্মের এবং গন্তা অপেক্ষা গমনেরই সার্থকতা অধিক। এই জন্য প্রাচীনেরা বলিয়াছেন :—

কম্মস্স কারকো নত্থি, বিপাকস্স চ বেদকো,
সুদ্ধ-ধম্মা পবত্তন্তি এতেবং সম্মদস্সনং।
এবং কম্মে বিপাকে চ বত্তমানে সহেতুকে,
বীজ-রুক্খাদিকানং ব পুব্বকোটি ন ঞায়তি।

গ্রন্থকার উদ্ধৃত গাথাদ্বয়ের অনুবাদ করিয়াছেন :—"কর্ম্মের কর্ত্তা নাই এবং ফলের (বিপাকের) ভোক্তা (সুখ-দুঃখ-ভোগী) নাই। কেবল সংস্কার-ধর্ম্মই (নামরূপ মাত্র) বিদ্যমান। ইহাই সম্যক্ দর্শন বা যথাযথ দর্শন। এইরূপ অবিদ্যাদি হেতু সহ কর্ম্ম ও ইহার বিপাক (পরিণামী ফল) বিদ্যমান থাকায় বীজ ও বৃক্ষাদির সম্বন্ধের ন্যায় ইহার (হেতুফলের) পূর্ব্বকোটি (আদি) দৃষ্ট হয় না,—ইহা অনাদি।"

সংসার অনাদি, অতএব ইহার আদ্যন্ত আমাদের পক্ষে দুর্জ্ঞেয়, একথাও যেমন সত্য, ধর্ম্মতা বা হেতু বশে উৎপত্তি ও নিরোধের নিয়ম জ্ঞাত থাকিলে সমস্তই আমাদের নিকট জ্ঞাত, ইহাও তেমন সত্য। হেতু একমাত্র কারণ নহে। প্রত্যয়-সামগ্রী বা বহু কারণের সমবায়ে সংস্কার-ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। উৎপত্তি হইলে ইহার নিরোধ ঘটিবেই। সংক্ষেপে ইহাই বৌদ্ধ প্রতীত্য-সমুৎপাদ-তত্ত্ব। এই তত্ত্ব গ্রহণ করিলে কতকগুলি ধাতুর অস্তিত্ব স্বীকার

করিতে হয়। ধাতু অর্থে যাহা আপনাপন স্বভাবে স্থিত। এই ধাতু-সমূহের সংযোগ-বিয়োগেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঘটিয়া থাকে। এই সংযোগ-বিয়োগ নিয়মের অতীত হইতে পারিলে চিত্তের বিমুক্তি বা নির্ব্বাণ হয়।

বৌদ্ধ সাধকের সম্মুখে যে অনন্ত পদ আছে তাহা সদসতের অতীত, ভাবাভাবের অতীত, রূপারূপের অতীত, জাগতিক সুখদুঃখের অতীত। তাহা জাগতিক অভিজ্ঞতার ভাষায় অবর্ণনীয়। তথাপি তাহা উচ্ছেদ নহে, বিনাশ নহে, ধ্বংস নহে, নৈরাশ্য নহে। নির্ব্বেদ-জ্ঞান অংশে নিম্নোক্ত ভাবে গ্রন্থকার ইহার আভাষ প্রদান করিয়াছেন:

"যেমন চিত্রকূট পর্ব্বতের পাদদেশে রমণীয় পবিত্র মহা সরোবরে কেলিরত সুবর্ণ রাজহংস চণ্ডালগ্রামদ্বারে দুর্গন্ধ অশুচিপূর্ণ ক্ষুদ্রজলাশয়ে রমিত হয় না, হিমালয়ের সপ্তমহাসরোবরেই রমিত হয়, তেমন যোগীও ত্রিলোকগত অনিত্য সংস্কার-ধর্ম্মে রমিত হন না, ধ্যানসুখে অভিরত বলিয়া বিদর্শনারামেই রমিত হন। যেমন সুবর্ণপিঞ্জরাবদ্ধ মৃগরাজ সিংহ সুবর্ণপিঞ্জরে রমিত হয় না, ত্রিসহস্র-যোজন-বিস্তৃত হিমালয় পর্ব্বতেই রমিত হয়, তেমন যোগীও ত্রিবিধ সুগতি-ভবে (কাম, রূপ ও অরূপ ভেদে সুগতিতে) রমিত হন না, ধ্যান-পরায়ণ বলিয়া তিনি বিদর্শন-ভাবনাতেই রমিত হন।"

বিমুক্ত পুরুষের অবস্থা সম্বন্ধে মজ্ঝিম-নিকায়ের অলগদ্দূপমসুত্তে ভগবান্ বুদ্ধ বলিতেছেন—

"এবং বিমুত্তচিত্তং খো ভিক্খবে ভিক্খুং সইন্দা দেবা সব্রহ্মা সপজাপতিকা অন্বেসন্তা নাধিগচ্ছন্তি। ইদং নিস্সিতং তথাগতস্স বিঞ্ঞাণন্তি। তং কিস্স হেতু? দিট্ঠেবাহং ভিক্খবে ধম্মে তথাগতং অননুবেজ্জো'তি বদামি।

"এবংবাদিং খো মং ভিক্খবে এবমক্খাযিং একে সমণব্রাহ্মণা অসতা তুচ্ছা মুসা অভূতেন অত্তাচিক্খন্তি: বেনযিকো সমণো গোতমো সত্তো সত্তস্স উচ্ছেদং বিনাসং বিভবং পঞ্ঞাপেতী'তি।

"যথা চাহং ভিক্খবে ন, যথা চাহং ভিক্খবে ন বদামি তথা মং তে ভোন্তো সমণ-ব্রাহ্মণা অসতা তুচ্ছা মুসা অভূতেন অত্তাচিক্খন্তি।"

"হে ভিক্ষুগণ! এহেন বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুকে ইন্দ্রপ্রমুখ, ব্রহ্মাপ্রমুখ, প্রজাপতিপ্রমুখ দেবগণ ও ব্রহ্মগণ অনুধাবন করিয়া ধরিতে পারে না। ইহাই তথাগতের নির্গত (বিমুক্ত) বিজ্ঞান। ইহার কারণ কি? হে

ভিক্ষুগণ! আমি এই প্রত্যক্ষজীবনেই তথাগতকে অনন্তবেদ্য (অনধিগম্য) বলিয়া প্রকাশ করি।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি এইরূপ মতবাদী, এই মত প্রকাশ করি, অথচ কতিপয় শ্রমণব্রাহ্মণ অযথা এই বলিয়া আমার অপবাদ করে: 'বৈনাশী শ্রমণ গৌতম সত্ত্ব-বিশিষ্ট সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ, বিভব (অনস্তিত্ব) নির্দ্দেশ করেন।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি যাহা বলি তাহা গ্রহণ না করিয়া এবং আমি যাহা বলিনা তাহা গ্রহণ করিয়া এই মহানুভব শ্রমণব্রাহ্মণগণ আমার এইরূপ অপবাদ করেন—যাহা অসত্য, তুচ্ছ, মিথ্যা এবং অভূত।"

'প্রজ্ঞা-ভাবনা' বাংলা সাহিত্যে একটি প্রকৃষ্ট দান। এই প্রজ্ঞা-ভাবনা পাঠে আচার্য্য বুদ্ধঘোষের 'বিসুদ্ধিমগ্‌গ' গ্রন্থের সারমর্ম্ম বাঙ্গালী পাঠক অবগত হইতে পারিবেন। আমি মনে করি, মহাস্থবির মহোদয় তাঁহার 'প্রজ্ঞা-ভাবনা' প্রকাশ করিয়া জ্ঞানপিপাসু পাঠকের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। ইতি—

কলিকাতা,
১২।৯।৩৬।

শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া
পালি অধ্যাপক,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিষয়-সূচী

বিষয় পৃঃ

উদ্দেশ ১

প্রজ্ঞাসম্বন্ধে

প্রশ্ন ও উত্তর

নির্দ্দেশ ৮

বিদর্শন-প্রজ্ঞার ভূমি-বিভাগ (১) ৮

স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, ইন্দ্রিয়, সত্য এবং

প্রতীত্যসমুৎপাদ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা

বিদর্শন-প্রজ্ঞার মূল-বিভাগ (২) ৮

১। শীল-বিশুদ্ধি

২। চিত্ত-বিশুদ্ধি

বিদর্শন-প্রজ্ঞার শরীর বিভাগ (৩) ৯

৩। দৃষ্টি-বিশুদ্ধি ৯

নাম-রূপের বিচার

৪। শঙ্কা-উত্তরণ-বিশুদ্ধি ২১

নাম-রূপের হেতু সম্বন্ধে বিচার

৫। মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি ২৯

মার্গামার্গের মীমাংসা

(ক) সংমর্শন-জ্ঞান ২৯

(খ) উদয়-ব্যয়-জ্ঞান ৩৩

বিষয় পৃঃ

৬। প্রতিপদ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি ৪৪
উদয়-ব্যয়-জ্ঞানাদি অষ্ট বিধ বিদর্শন-জ্ঞান ও
নবম অনুলোম-জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা

(গ) ভঙ্গ-জ্ঞান ... ৪৭
(ঘ) ভয়-জ্ঞান ... ৫১
(ঙ) আদীনব-জ্ঞান ৫৪
(চ) নির্ব্বেদ-জ্ঞান ৫৬
(ছ) মুমুক্ষা-জ্ঞান ৫৭
(জ) প্রতিসংখ্যা-জ্ঞান ৫৮
(ঝ) সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞান ... ৬২
(ঞ) অনুলোম-জ্ঞান ৬৬
৭। জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি ৬৯
স্রোতাপত্তি-মার্গাদি ভেদে
চতুর্ব্বিধ মার্গস্থ জ্ঞান সম্বন্ধে
আলোচনা
সকৃদাগামী-মার্গ-ফলাদি ... ৭২
অধিগম

পঞ্ঞা-ভাবনা

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স

উদ্দেস-বারো

সাধুনং হি হিতত্থায বন্দিত্বা রতনত্তযং
ভাসিস্সামি সমাসেন পঞ্ঞাভাবনমুত্তমং।

এত্থ পন তস্সা পঞ্ঞা-ভাবনায ইদং পঞ্হকম্মং হোতি। কা পঞ্ঞা? কেনট্ঠেন পঞ্ঞা? কতিবিধা পঞ্ঞা? কথং ভাবেতব্বা? তত্রিদং বিস্সজ্জনং ঃ—

কা পঞ্ঞা'তি? পঞ্ঞা বহুবিধা, নানপ্পকারা, ইধ পন কুসল-চিত্ত-সম্পযুত্তং বিপস্সনা-ঞাণং পঞ্ঞা'তি অধিপ্পেতং। কেনট্ঠেন পঞ্ঞা'তি? পজাননট্ঠেন পঞ্ঞা। কিমিদং পজাননং নাম? সংজানন-

---

প্রজ্ঞা-ভাবনা

উদ্দেশ

ত্রিরত্নকে বন্দনা করিয়া সাধুগণের হিতের জন্য সংক্ষেপে সর্ব্বোত্তম প্রজ্ঞা-ভাবনা-বিধি বিবৃত করিতেছি।

প্রশ্ন উঠিতেছে—প্রজ্ঞা কি? কি অর্থে প্রজ্ঞা শব্দ ব্যবহৃত হয়? প্রজ্ঞা কত প্রকার? এবং কিরূপেই বা প্রজ্ঞা-ভাবনা করিতে হয়? নিম্নে যথাক্রমে এই চারি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা যাইতেছে।

প্রথম, প্রজ্ঞা কি? প্রজ্ঞা বহুবিধ, নানা প্রকার হইলেও এস্থলে মাত্র কুশলচিত্ত-সম্প্রযুক্ত বিদর্শন-জ্ঞানই প্রজ্ঞা।

দ্বিতীয়, কি অর্থে প্রজ্ঞা শব্দ ব্যবহৃত হয়? প্রজাননা অর্থেই প্রজ্ঞা শব্দ ব্যবহৃত হয়। প্রজাননা কিরূপ? প্রকৃষ্টরূপে জানা, সংজাননা ও বিজাননা হইতে বিশিষ্টতরভাবে জানা। সংজাননা, বিজাননা ও প্রজাননা অর্থে সংজ্ঞা,

বিজাননাকার-বিসিট্ঠং নানপ্পকারতো জাননং। সঞ্ঞা-বিঞ্ঞাণ-পঞ্ঞাণং হি সমানে পি জাননভাবে, তেসু সঞ্ঞা নীলং পীতকন্তি আরম্মণ-সংজাননমত্তমেব হোতি। অনিচ্চং দুক্খং অনত্তন্তি লক্খণপটিবেধং পাপেতুং ন সক্কোতি। বিঞ্ঞাণং হি নীলং পীতকন্তি আরম্মণঞ্চ জানাতি লক্খণপটিবেধং চ পাপেতি, উস্সক্কিত্বা পন মগ্গপাতুভাবং পাপেতুং ন সক্কোতি, পঞ্ঞা পন বুত্তনযবসেন আরম্মণং চ জানাতি, লক্খণপটিবেধং চ পাপেতি, উস্সক্কিত্বা মগ্গপাতুভাবং চ পাপেতি। যথা হি হেরঞ্ঞিক-ফলকে ঠপিতং কহাপণরাসিং একো অজাতবুদ্ধি দারকো, একো গামিক-পুরিসো একো চ হেরঞ্ঞিকো 'তি তীসু জনেসু পস্সমানেসু অজাতবুদ্ধি দারকো কহাপণানং চিত্ত-বিচিত্ত-দীঘ-চতুরস্স-পরিমণ্ডল-ভাবমত্তমেব জানাতি, ইদং মনুস্সানং উপভোগ-পরিভোগ-রতন-সম্মতন্তি ন জানাতি, গামিক-পুরিসো

বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞা এই তিন সংজ্ঞার উৎপত্তি। সংজ্ঞাত্রয়ের মূল জ্ঞা ধাতুর অর্থ জানা। তাহাদের ধাতুগত অর্থ সমান হইলেও, উপসর্গযোগে তাহাদের প্রত্যেকের অর্থের বৈশিষ্ট্য সাধিত হইয়াছে; সংজ্ঞায় যে ভাবে জানা বিজ্ঞানে ঠিক্ সেই ভাবে জানা নয়; বিজ্ঞানে যেভাবে জানা প্রজ্ঞায় ঠিক্ সেই ভাবে জানা নয়। সংজ্ঞার দ্বারা সংজাননা মাত্র সাধিত হয়। নীলপীতাদি বর্ণ, রূপ-রস-শব্দ-গন্ধাদি আলম্বন বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়, চক্ষু, শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে যেভাবে প্রতিভাত হয় মাত্র সেই প্রতীতি-রূপ গ্রহণ করাই সংজাননা। সংজ্ঞা জ্ঞানের পূর্ব্বাভাষ বা প্রথম সূচনা মাত্র। সংজ্ঞার সংজাননা দ্বারা সংস্কার বা সৃষ্ট পদার্থ (হেতুবশে উৎপন্ন ধর্ম্ম) মাত্রেই অনিত্য, দুঃখাত্মক ও অনাত্মলক্ষণযুক্ত এই জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। সংজাননা দ্বারা অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম এই লক্ষণত্রয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করা যায় না। বিজ্ঞানের লক্ষণ বিজাননা, বিশেষভাবে জানা। বিজ্ঞানের বিজাননা দ্বারা নীলপীতাদি বর্ণ, রূপ-রস-শব্দ-গন্ধাদি আলম্বন বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি জানিতে এবং সংস্কার মাত্রের অনিত্যাদি লক্ষণত্রয়ের স্বরূপ-জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারা যায়, কিন্তু তদূর্দ্ধ মার্গ-জ্ঞান লাভ করা যায় না। প্রজ্ঞার প্রজাননা দ্বারা সেই লোকোত্তরমার্গ-জ্ঞানও আয়ত্ত হয়। উপমা দ্বারা সংজ্ঞা, বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রভেদ প্রদর্শিত হইতেছে।

চিত্ত-বিচিত্তভাবং চ জানাতি, ইদং মনুস্সানং উপভোগ-পরিভোগ-রতন-সম্মতন্তি চ জানাতি, অযং ছেকো, অযং কূটো, অযং অদ্ধ-সারো'তি ইদং বিভাগং পন ন জানাতি, হেরঞ্ঞিকো পন সব্বে-পি তে পকারে জানাতি, জানন্তো চ কহাপণং ওলোকেত্বা পি জানাতি, আকোটিতস্স সদ্দং সুত্বাপি, গন্ধং ঘায়িত্বাপি, রসং সায়িত্বাপি, হত্থেন ধারয়িত্বাপি জানাতি, অসুকস্মিং নাম গামে বা নিগমে বা নগরে বা পব্বতে বা নদীতীরে বা কতো'তি পি জানাতি, অসুকাচরিয়েন কতো 'তি পি জানাতি, এবং সম্পদমিদং

তিন ব্যক্তি একত্রে কোন আধারে স্থাপিত মুদ্রাগুলি দেখিতে গেল। তন্মধ্যে এক জন স্বল্পবুদ্ধি বালক, এক জন গ্রাম্য লোক এবং অন্য জন দক্ষ রূপকার। প্রথম ব্যক্তি স্বল্পবুদ্ধি বালক মুদ্রাগুলির চিত্র-বিচিত্ররূপ অথবা দীর্ঘ-চতুষ্কোণ কিংবা গোল আকারটি মাত্র দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল, মুদ্রাগুলি যে মানুষের পক্ষে নিত্য ব্যবহার্য্য, অতি প্রয়োজনীয় বস্তু তাহা জানিতে সমর্থ হইল না। দ্বিতীয় ব্যক্তি গ্রাম্য পুরুষ শুধু মুদ্রাগুলির বিভিন্নরূপ এবং আকার জানিতে পারিল না, মুদ্রাগুলি যে মানুষের পক্ষে নিত্য ব্যবহার্য্য, অতি প্রয়োজনীয় বস্তু তাহাও জানিতে পারিল, অথচ যথাযথ পরীক্ষা ও বিচার করিয়া মুদ্রাগুলি বিভাগ করিতে পারিল না তাহাদের মধ্যে কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ, কোন্‌টি কৃত্রিম, কোন্‌টী বা অকৃত্রিম। তৃতীয় ব্যক্তি দক্ষ রূপকার মুদ্রাগুলির রূপ, আকার, ব্যবহার সমস্তই জানিল, তদুপরি মুদ্রার রূপ দেখিয়া, শব্দ শুনিয়া, রস আস্বাদন করিয়া এবং অঙ্গ স্পর্শ করিয়া জানিতে সমর্থ হইল মুদ্রাগুলি ভাল কি মন্দ, কাহার দ্বারা অথবা কোন্ স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে।

এই উপমা বক্ষ্যমাণ বিষয়ে প্রয়োগ করিলে বুঝিতে হইবে, স্বল্পবুদ্ধি বালকের মুদ্রাদর্শন ও মুদ্রাজ্ঞানের ন্যায় সংজ্ঞার সংজাননা, গ্রাম্য পুরুষের মুদ্রাদর্শন ও মুদ্রাজ্ঞানের ন্যায় বিজ্ঞানের বিজাননা এবং দক্ষ রূপকারের মুদ্রা-দর্শন ও মুদ্রা-জ্ঞানের ন্যায় প্রজ্ঞার প্রজাননা। বর্ণ, গন্ধ, রস, শব্দ ইত্যাদি আলম্বন বা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় সমূহের সঙ্কেত বা প্রতীতি মাত্র জানাই সংজ্ঞার কার্য্য। সংজ্ঞা দ্বারা তাহার অধিক জানিবার উপায় নাই। বিজ্ঞান দ্বারা শুধু বর্ণগন্ধাদি আলম্বন সমূহ যে যে ভাবে প্রতীত হয় শুধু তাহা

বেদিতব্বং। তত্থ সঞ্ঞা হি অজাতবুদ্ধিনো দারকস্স কহাপণ-দস্সনং বিয হোতি, নীলাদিবসেন আরম্মণস্স উপট্ঠানাকারমত্তগ্গহণতো। বিঞ্ঞাণং হি গামিক-পুরিসস্স কহাপণ-দস্সনমিব, নীলাদিবসেন আরম্মণাকার-গহণতো। উদ্ধম্পি চ লক্খণ-পটিবেধ-সম্পাপনতো। পঞ্ঞা পন হেরঞ্ঞিকস্স কহাপণ-দস্সনমিব হোতি। নীলাদিবসেন আরম্মণাকারং গহেত্বা লক্খণ-পটিবেধং চ পাপেত্বা ততো উদ্ধম্পি মগ্গ-পাতুভাব-পাপনতো। তস্মা যদেতং সংজানন-বিজাননাকারবিসিট্ঠং নানপ্পকারতো জাননং ইদং পজাননন্তি বেদিতব্বং। ইদং সন্ধায হি

জানা নহে, তদ্দ্বারা সংস্কার বা সৃষ্ট পদার্থের অথবা হেতুবশে উৎপন্ন বস্তুমাত্রের অনিত্যাদি লক্ষণত্রয়ও জানা যায়, তদ্দ্বারা ততোধিক কিছু জানিতে পারা যায় না। প্রজ্ঞা দ্বারা বর্ণগন্ধাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়গুলির প্রতীতি-জ্ঞান যেরূপ সম্ভব হয়, সংস্কার মাত্রের অনিত্যাদি লক্ষণত্রয়ের জ্ঞানও যেরূপ সম্ভব হয়, তদ্দ্বারা তদধিক লোকোত্তরমার্গ-জ্ঞানও লাভ করিতে পারা যায়। এই কারণেই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সংজাননা এবং বিজাননা হইতে বিশিষ্টতরভাবে জানাই প্রজাননা এবং এই প্রজাননা অর্থেই প্রজ্ঞা।

তৃতীয়, প্রজ্ঞা কত প্রকার? বিদর্শন-জ্ঞান যত প্রকার প্রজ্ঞা তত প্রকার। এস্থলে প্রজ্ঞা ও বিদর্শন-জ্ঞান তুল্যার্থবাচক। বস্তুত বিদর্শন-জ্ঞানই প্রজ্ঞা। বিবিধাকারে সংস্কার বা যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর দর্শন বা বিচার করা অর্থে বিদর্শন, এবং বিদর্শনরূপ জ্ঞানই বিদর্শন-জ্ঞান। বিদর্শন-জ্ঞান দশ প্রকার, যথা—(১) সংমর্শন-জ্ঞান, (২) উদয়-ব্যয়-জ্ঞান, (৩) ভঙ্গ-জ্ঞান, (৪) ভয়-জ্ঞান, (৫) আদীনব-জ্ঞান, (৬) নির্ব্বেদ-জ্ঞান, (৭) মুমুক্ষা-জ্ঞান, (৮)প্রতিসঙ্খ্যা-জ্ঞান, (৯) সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞান এবং (১০) অনুলোম-জ্ঞান।

(১) **সংমর্শন জ্ঞান**। সংস্কার জাতীয় ধর্ম্ম বা ধ্যেয় বস্তু মাত্রেই অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম এই ত্রিলক্ষণযুক্ত। এই লক্ষণ ত্রয় জ্ঞানত গ্রহণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ দর্শন বা বিচার করিলে তাহা হইতে যে প্রথম জ্ঞান জন্মে তাহাই সংমর্শন-জ্ঞান।

(২) **উদয়ব্যয় জ্ঞান**। সংমর্শন-জ্ঞানের পরিণতিতেই উদয়-ব্যয়-জ্ঞান। সংস্কার জাতীয় সর্ব্ব ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিনাশ মাত্র দর্শন বা বিচার করাই উদয়-ব্যয়-জ্ঞানের কার্য্য।

এতং বুত্তং পজাননট্ঠেন পঞ্ঞা' তি। কতিবিধা পঞ্ঞা' তি? এত্থ পন সা পঞ্ঞা বিপস্সনা-ঞাণ-বসেন দস্সীযতে। অনিচ্চাদিবসেন বিবিধাকারেন সংখারধম্মে পস্সতী 'তি বিপস্সনা, সা এব ঞাণং বিপস্সনা-ঞাণং। তং পন বিপস্সনা-ঞাণং দসবিধং হোতি। সেয্যথীদং সম্মসন-ঞাণং, উদযব্বয-ঞাণং, ভঙ্গ-ঞাণং, ভয-ঞাণং, আদীনব-ঞাণং, নিব্বিদা-ঞাণং, মুঞ্চিতুকম্যতা-ঞাণং, পটিসংখা-ঞাণং, সংখারুপেক্খা-ঞাণং, অনুলোম-ঞাণং চা তি।

---

(৩) **ভঙ্গ-জ্ঞান**। উদয়-ব্যয়-জ্ঞানের পরিণতিতেই ভঙ্গ-জ্ঞান। সংস্কার-জাতীয় সর্ব্ব ধর্ম্মের বিনাশ বা ধ্বংস মাত্র দর্শন বা বিচার করাই ভঙ্গ-জ্ঞানের লক্ষ্য।

(৪) **ভয়-জ্ঞান**। ভঙ্গ-জ্ঞানের ফলে ভয়-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। বিদর্শনভাবনাকারী যোগী ভঙ্গ-জ্ঞানের সাহায্যে কাম, রূপ ও অরূপ এই ত্রিলোকের ক্ষণভঙ্গুরতা উপলব্ধি করিয়া ত্রিভবকে ভীতির চক্ষে দর্শন করেন, ত্রিলোকে কোথাও স্বস্তি বা নিরাপদ অবস্থা দেখিতে পান না।

(৫) **আদীনব-জ্ঞান**। ভয়-জ্ঞানে সংস্কারজাতীয় সর্ব্ব ধর্ম্মের অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম এই ত্রিলক্ষণ পুনঃ পুনঃ দর্শন করিবার ফলে আদীনব-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। আদীনব-জ্ঞান দ্বারা যোগী দেখিতে পান সংস্কারজাতীয় সর্ব্ব ধর্ম্ম দোষে পরিপূর্ণ, গুণে নহে। আদীনব অর্থে উপদ্রব।

(৬) **নির্ব্বেদ-জ্ঞান**। আদীনব-জ্ঞানের পরিণতিতে নির্ব্বেদ-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। নির্ব্বেদ-জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সংস্কারজাতীয় সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রতি যোগীর মনে তীব্র উদাসীনতার সঞ্চার হয়, তজ্জাতীয় কোন ধর্ম্মে তাঁহার চিত্ত রমিত হয় না, ত্রিলোকই যেন ভীষণ অশান্তির স্থান বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

(৭) **মুমুক্ষা-জ্ঞান**। নির্ব্বেদ-জ্ঞানের পরিণতিতে মুমুক্ষা-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মুক্তি-কাম্যতাই মুমুক্ষা। নির্ব্বেদ-জ্ঞান পরিণতি লাভ করিলে যোগীর চিত্তে ভয়সঙ্কুল ও বিপজ্জনক ত্রিভব হইতে মুক্ত হইবার তীব্র আকাঙ্খা জাগে।

(৮) **প্রতিসংখ্যা-জ্ঞান**। মুমুক্ষা-জ্ঞানের পরিণতিতে প্রতিসংখ্যা-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। প্রতিসংখ্যা মুক্তির উপায় বা কৌশল। প্রতিসংখ্যা-জ্ঞান দ্বারা যোগী মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করেন।

ইমেহি দস বিপস্সনা-ঞাণেহি সদ্ধিং সত্তবিসুদ্ধিযো যোজেত্বা পটিপাটিযা দস্সেস্সাম। সত্তবিসুদ্ধিযো নাম সীল-বিসুদ্ধি, চিত্ত-বিসুদ্ধি, দিট্ঠি-বিসুদ্ধি, কংখা-বিতরণ-বিসুদ্ধি, মগ্গামগ্গঞাণ-দস্সন-বিসুদ্ধি, পটিপদাঞাণদস্সন-বিসুদ্ধি, ঞাণদস্সন-বিসুদ্ধি চে-তি। কথং ভাবেতব্বা তি? এত্থ পন যস্স ইমায পঞ্ঞায খন্ধ-আযতন-ধাতু-ইন্দ্রিয-সচ্চ-পটিচ্চসমুপ্পাদাদি-ভেদা ধম্মা ভূমি। সীল-বিসুদ্ধি,

---

(৯) **সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞান**। প্রতিসংখ্যা-জ্ঞানের পরিণতিতে সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞানের উদয়ে যোগী সংস্কার-নামীয় সর্ব্ব ধর্ম্মের, সমস্ত ত্রিলোকের প্রতি নিরপেক্ষভাব প্রাপ্ত হন।

(১০) **অনুলোম-জ্ঞান**। সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞানের পরিণতিতে অনুলোম-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অনুলোম-জ্ঞান উদয়-ব্যয়-জ্ঞান হইতে ক্রমান্বয়ে পূর্ব্বোক্ত আট প্রকার জ্ঞানেরই অনুকূল, এমন কি তদূর্দ্ধ সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম্ম আয়ত্ত করিবার পক্ষেও অনুকূল। এই জ্ঞান লৌকিক বিদর্শন-জ্ঞানের চরম অবস্থা। এই জ্ঞান উদিত হইলে যোগী লোকোত্তর স্রোতাপত্তি-মার্গ-জ্ঞানের সমীপে উপনীত হন।

বস্তুত, উপরে বর্ণিত দশ প্রকার লৌকিক বিদর্শন-জ্ঞান যেন স্তরে স্তরে সোপানে আরোহণ করিবার ভাবে সজ্জিত এবং এই সোপানের সর্ব্বোচ্চ স্তরের পরেই লোকোত্তরমার্গ-জ্ঞান-স্তর আরম্ভ। লোকোত্তর মার্গ-জ্ঞানের অষ্ট স্তর, যথা:—স্রোতাপত্তি মার্গ-জ্ঞান ও ফল-জ্ঞান, সকৃদাগামী মার্গ-জ্ঞান ও ফল-জ্ঞান, অনাগামী মার্গ-জ্ঞান ও ফল-জ্ঞান, এবং অর্হত্ব মার্গ-জ্ঞান ও ফল-জ্ঞান। এই আট প্রকার লোকোত্তর জ্ঞানও স্তরে স্তরে সোপানে আরোহণ করিবার ভাবে সজ্জিত। এই লোকোত্তর জ্ঞান-মার্গ সোজাসুজি নির্ব্বাণ অবস্থা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, নির্ব্বাণই ইহার শেষ গন্তব্য স্থান। এই জ্ঞান-মার্গের চরম সীমায় উপনীত হইলে জীবের জন্ম-মৃত্যুর শেষ কারণসমূহ সমূলে বিনষ্ট হয়। জীব মহানির্ব্বাণ লাভ করে, যেখানে জন্ম নাই, জরা নাই, ব্যাধি নাই, মৃত্যু নাই, দুঃখ নাই এবং যেখানে আছে কেবল শান্তি, চির শান্তি, চির সুখ। এই কারণে ভগবান বলিয়াছেন:—"নিব্বানং পরমংসুখং"।

নিম্নে দশবিধ বিদর্শন-জ্ঞানের সহিত সপ্ত-বিশুদ্ধি সংযুক্ত করিয়া ক্রমে প্রজ্ঞা-ভাবনা-বিধি প্রদর্শিত হইতেছে। শীল-বিশুদ্ধি, চিত্ত-বিশুদ্ধি, দৃষ্টি-বিশুদ্ধি,

চিত্ত-বিসুদ্ধি চে তি ইমা দ্বে বিসুদ্ধিযো মূলং। দিট্ঠি-বিসুদ্ধি, কংখা-বিতরণ-বিসুদ্ধি, মগ্গামগ্গঞাণদস্সন-বিসুদ্ধি, পটিপদাঞাণ-দস্সন-বিসুদ্ধি, ঞাণদস্সন-বিসুদ্ধি চে তি ইমা পঞ্চবিসুদ্ধিযো সরীরং। তস্মা তেসু ভূমিভূতেসু ধম্মেসু উগ্গহ-পরিপুচ্ছাবসেন ঞাণ-পরিচযং কত্বা মূলভূতা দ্বে বিসুদ্ধিযো সম্পাদেত্বা সরীরভূতা পঞ্চবিসুদ্ধিযো সম্পাদেন্তেন ভাবেতব্বা; অযমেত্থ সংখেপো।

কঙ্খা-উত্তরণ-বিশুদ্ধি, মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি, প্রতিপদা-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি এবং জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি লইয়াই সপ্ত-বিশুদ্ধি।

চতুর্থ, কিরূপে প্রজ্ঞা-ভাবনা করিতে হয়? প্রজ্ঞার ভূমি, মূল ও শরীর নির্ণয় করিয়াই প্রজ্ঞা-ভাবনা করিতে হয়। স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, ইন্দ্রিয়, সত্য, প্রতীত্যসমুৎপাদাদি ধর্ম্মই প্রজ্ঞার ভূমি। শীল-বিশুদ্ধি এবং চিত্ত-বিশুদ্ধিই প্রজ্ঞার মূল। দৃষ্টি-বিশুদ্ধি, শঙ্কা-উত্তরণ-বিশুদ্ধি, মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি, প্রতিপদা-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি এবং জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধিই প্রজ্ঞার শরীর। প্রথমত, প্রজ্ঞার ভূমিস্বরূপ বিষয়গুলি উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া তাহাতে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, প্রজ্ঞার মূলস্বরূপ দ্বিবিধ বিশুদ্ধি সম্পাদন করিতে হইবে। তৃতীয়ত, প্রজ্ঞার শরীরস্বরূপ পঞ্চ বিশুদ্ধি সম্পাদন করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্ঞা-ভাবনা করিবার নিয়ম। কাজেই প্রজ্ঞার ভূমি, মূল এবং শরীর লইয়া জ্ঞান-সাধনার ত্রিবিধ স্তর। ইহা প্রজ্ঞা-ভাবনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। নিম্নে বিশদ বর্ণনা করা যাইতেছে।

নিদ্দেস-বারো

১। ভূমি-বিভাগো

অযং পন বিত্থারো ঃ—তত্থ সত্তন্নং বিসুদ্ধীনং ভূমি-মূল-সরীরবসেন তযো বিভাগা কতা। এত্থ ভূমিবিভাগে পন খন্ধা' তি পঞ্চক্খন্ধা, রূপক্খন্ধাদি-বসেন। আযতনন্তি দ্বাদস-আযতনানি, চক্খুরাযতনাদি-বসেন। ধাতূ তি অট্ঠারস ধাতুযো, চক্খুধাত্বাদি-বসেন। ইন্দ্রিযন্তি বাবীসতি ইন্দ্রিযানি, চক্খুরিন্দ্রিযাদি-বসেন। সচ্চন্তি চত্তারি অরিযসচ্চানি, দুক্খ-অরিযসচ্চাদি-বসেন। পটিচ্চ-সমুপ্পাদা ধম্মা চে তি। তেসং বিত্থার-নযো বিসুদ্ধিমগ্গ-অভি-ধম্মত্থসংগহাদিতো গহেতব্বো 'তি।

বিপস্সনাপঞ্ঞায ভূমি-বিভাগো নিট্ঠিতো

২। মূল-বিভাগো

ততো পরং মূল-বিভাগে সীল-বিসুদ্ধি নাম সুপরিসুদ্ধং পাতিমোক্খ-সংবরাদি চতুব্বিধং সীলং। তং চ বিসুদ্ধি-মগ্গে

নির্দ্দেশ

১। বিদর্শন-প্রজ্ঞার ভূমি-বিভাগ

স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, ইন্দ্রিয়, সত্য এবং প্রতীত্যসমুৎপাদ ধর্ম্মই প্রজ্ঞার ভূমি। তন্মধ্যে স্কন্ধ—রূপস্কন্ধাদিভেদে পঞ্চ স্কন্ধ ; আয়তন—চক্ষু-আয়তনাদি-ভেদে দ্বাদশ আয়তন ; ধাতু—চক্ষু-ধাতু আদি অষ্টাদশ ধাতু ; ইন্দ্রিয়—চক্ষু ইন্দ্রিয়াদিভেদে দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয় ; সত্য—দুঃখ আর্য্যসত্যাদি ভেদে চতুরার্য্য সত্য ; প্রতীত্যসমুৎপাদ ধর্ম্ম। এই পারমার্থিক বিষয়গুলি অবলম্বন করিয়া প্রজ্ঞা-ভাবনা করিতে হয়, এই অর্থেই তাহারা প্রজ্ঞার ভূমিস্বরূপ। সংক্ষেপে প্রজ্ঞার ভূমি-বিভাগ বর্ণিত হইল। ইহার বিশদ আলোচনা 'বিশুদ্ধি-মার্গ', 'অভিধর্ম্মত্থ-সঙ্গহ', প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

২। বিদর্শন-প্রজ্ঞার মূল-বিভাগ

শীল-বিশুদ্ধি এবং চিত্ত-বিশুদ্ধিই বিদর্শন-প্রজ্ঞার মূল। প্রাতিমোক্ষ-সংবর, ইন্দ্রিয়-সংবর প্রভৃতি চারি প্রকার শীল র্পূ করিয়াই শীল-বিশুদ্ধি

সীলনিদ্দেসে বিত্থারিতমেব। চিত্ত-বিসুদ্ধি নাম স-উপচার-অট্ঠ-সমাপত্তিযো। তা'পি চিত্ত-সীসেন বুত্তে সমাধি-নিদ্দেসে সব্বাকারেন বিত্থারিতা এব। তস্মা তা বিত্থারিত-নযেনেব বেদিতব্বা।

বিপস্সনা-পঞ্ঞায মূল-বিভাগো নিট্ঠিতো।

———০———

৩। বিপস্সনা-পঞ্ঞায সরীর-বিভাগো

দিট্ঠি-বিসুদ্ধি—১

তদনন্তরং পঞ্ঞায সরীরবিভাগে তাব নাম-রূপানং যথাবদস্সনং দিট্ঠি-বিসুদ্ধি নাম। তং সম্পাদেতুকামেন সমথ-যানিকেন তাব ঠপেত্বা নেবসঞ্ঞা-নাসঞ্ঞাযতনং অবসেসরূপারূপাবচরজ্ঝানানং অঞ্ঞতরজ্ঝানতো বুট্ঠায বিতক্কাদীনি ঝানঙ্গানি তংসম্পযুত্তা চ ধম্মা (চেতসিকা ধম্মা) লক্খণ-রসাদিবসেন পরিগ্গহেতব্বা। পরিগ্গহেত্বা সব্বপ্পেতং আরম্মণাভিমুখং নমনতো নমনট্ঠেন নামন্তি ববত্থপেতব্বং। ততো যথা নাম পুরিসো অন্তোগেহে সপ্পং দিস্বা তং অনুবন্ধমানো তস্স আসযং পস্সতি, এবমেব অযম্পি যোগাবচরো তং

সম্পাদিত হয়। অষ্ট সমাপত্তি পূর্ণ করিয়া চিত্ত-বিশুদ্ধি সম্পাদিত হয়। তন্মধ্যে শীল-বিশুদ্ধি আচার্য্য বুদ্ধঘোষ কৃত 'বিশুদ্ধি-মার্গ' নামক গ্রন্থের 'শীল-নিদ্দেসে' এবং চিত্ত-বিশুদ্ধি ঐ গ্রন্থের 'সমাধি-নিদ্দেসে' বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

———০———

৩। বিদর্শন-প্রজ্ঞার-শরীর-বিভাগ

দৃষ্টি-বিশুদ্ধি—১

দৃষ্টি-বিশুদ্ধি, শঙ্কা-উত্তরণ-বিশুদ্ধি, মার্গামার্গ-জ্ঞান -দর্শন-বিশুদ্ধি, প্রতিপদা-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি এবং জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধিই প্রজ্ঞার শরীর।

প্রথম, **দৃষ্টি বিশুদ্ধি**। নাম-রূপের যথাযথ দর্শন দ্বারা দৃষ্টি-বিশুদ্ধি সাধিত হয়। যথাযথ দর্শন অর্থে যথাসত্য দর্শন, অবিপরীত দর্শন, সম্যক্ দর্শন। দর্শন বা দৃষ্টি অর্থে জ্ঞান এবং এই জ্ঞানের বিশুদ্ধিই দৃষ্টি-বিশুদ্ধি। দৃষ্টি-বিশুদ্ধি সাধনের দ্বিবিধ যান বা পন্থা,যথা—শমথ-যান ও বিদর্শন-যান। শমথ-যান ধ্যান-মার্গ বা যোগ-পন্থা এবং বিদর্শন-যান দর্শন-মার্গ বা জ্ঞান-পন্থা। শমথ-যানী

নামং উপপরিক্খন্তো 'ইদং নামং কিং নিস্সায পবত্ততী'তি পরিযেসমানো তস্স নিস্সযং হদযরূপং পস্সতি। ততো হদযরূপস্স নিস্সযভূতানি চত্তারি মহাভূতরূপানি মহাভূতনিস্সিতানি চ সেসুপাদায রূপানী'তি অট্ঠবীসতিবিধং রূপং পরিগণ্হতি। সো সব্বম্পেতং রুপ্পনতো রূপন্তি ববত্থপেতি। ততো নমন-লক্খণং নামং, রুপ্পন-লক্খণং রূপন্তি সংখেপতো নাম-রূপং ববত্থপেতি।

সুদ্ধ-বিপস্সনা-যানিকো পন অযমেব বা সমথ-যানিকো পঞ্চক্খন্ধবসেন সংখেপতো নাম-রূপং ববত্থপেতি। কথং? ইধ ভিক্খু ইমস্মিং সরীরে কম্ম-চিত্ত-উতু-আহারজবসেন চতুসমুট্ঠানা, চতস্সো ধাতুযো, তং নিস্সিতো বণ্ণো, গন্ধো, রসো, ওজো; চক্খুপ্পসাদাদযো পঞ্চপসাদা; বত্থুরূপং, ভাবো, জীবিতিন্দ্রিযং; চিত্ত-উতুবসেন দ্বি-সমুট্ঠানো সদ্দো'তি। ইমানি সত্তরস রূপানি সম্মসনূপগ-রূপানি নিপ্ফন্নানি রূপরূপানি নামা তি। কাযবিঞ্ঞত্তি, বচীবিঞ্ঞত্তি, আকাস-ধাতু, রূপস্স লহুতা, রূপস্স মুদুতা, রূপস্স কম্মঞ্ঞতা, রূপস্স উপচযো, রূপস্স সন্ততি, রূপস্স জরতা, রূপস্স অনিচ্চতা'তি ইমানি

বা যোগাচারী নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন নামক চতুর্থ অরূপাবচর ধ্যান ব্যতীত অবশিষ্ট রূপাবচর ও অরূপাবচর ধ্যানসমূহের অন্যতম ধ্যান হইতে উঠিয়া বা ধ্যান সমাপ্ত করিয়া বিতর্ক-বিচারাদি ধ্যানের অঙ্গসমূহ এবং তৎসংযুক্ত অন্যান্য চৈতসিক ধর্ম্ম, প্রত্যেকের স্বলক্ষণ ও রসাদি জ্ঞানপূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিবেন। তাহার পর এই ধ্যানচিত্ত এবং তৎসংযুক্ত চৈতসিক ধর্ম্মসমূহ স্বভাবত আলম্বনাভিমুখে (বিষয়ের প্রতি) নমিত হয়, এই অর্থে তাহারা নাম-সংজ্ঞার অধীন। তিনি এইরূপে জ্ঞানপূর্ব্বক বিষয়টি বিচার করিয়া জানিবেন। উপমা—যেমন কোন পুরুষ গৃহাভ্যন্তরে সর্প দেখিয়া এবং সেই পলায়মান সর্পের অনুসরণ করিয়া তাহার আশ্রয়স্থান বা গর্ত্ত দেখিতে পায়, তেমন যোগাচারীও নিবিষ্টচিত্তে জ্ঞানপূর্ব্বক চিন্তা করেন—নমনধর্ম্মী 'নাম' কোন্ বস্তুকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়, কোন্ বস্তুতেই বা অবস্থান করে? এইরূপে চিন্তা করিয়া তিনি জানিতে পারেন যে, তাহা হৃদয়-বাস্তুতে অবস্থান করে। তাহার পর তিনি জ্ঞানপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া আরও জানিতে পারেন যে, এই সূক্ষ্ম হৃদয়-বাস্তুর আশ্রয়ভূত চারি মহাভূত রূপ এবং চারি

পন দস-রূপানি ন সম্মসনূপগানি, আকার-বিকার-অন্তরপরিচ্ছেদ-মত্ততো রূপস্তি সংখং গতস্তি। ইতি সব্বানি এতানি সত্তবীসতি রূপানি রূপক্খন্ধো নাম।

সুখবেদনা, দুক্খবেদনা, উপেক্খাবেদনা, সোমনস্সবেদনা, দোমনস্সবেদনা'তি পঞ্চবেদনা বেদনাক্খন্ধো নাম। রূপসঞ্ঞা, সদ্দসঞ্ঞা, গন্ধসঞ্ঞা, রসসঞ্ঞা, ফোট্ঠব্বসঞ্ঞা, ধম্মসঞ্ঞা'তি ছ সঞ্ঞাযো সঞ্ঞাক্খন্ধো নাম।

ঠপেত্বা পন বেদনা-সঞ্ঞং অবসেসা পঞ্ঞাস চেতসিকা ধম্মা সংখারক্খন্ধো নাম। একাসীতি লোকিযচিত্তানি বিঞ্ঞাণক্খন্ধো নাম। লোকুত্তরচিত্তানি পন নেব সুক্ক-বিপস্সকস্স ন সমথযানিকস্স পরিগ্গহং গচ্ছন্তি অনধিগতত্তা। তস্মা তানি এথ ন গহিতানি। তত্থ রূপক্খন্ধো রূপং নাম, বেদনাদযো চত্তারো অরূপিনো খন্ধা নামন্তি বুচ্চতি। এবং সো যোগাবচরো পঞ্চক্খন্ধবসেন নাম-রূপং ববত্থপেতি। অপরো পন যং কিঞ্চি রূপং সব্বং তং চত্তারি

মহাভূত রূপের আশ্রয়ে অন্যান্য উৎপাদ্য রূপ। এইরূপে তিনি আটাশ প্রকার 'রূপধর্ম্ম' দেখিতে পান। তারপর তিনি জ্ঞানপূর্ব্বক বিচার করেন—রূপের লক্ষণ রূপ্যন (পরিবর্ত্তনশীলতা) এবং রূপ্যন অর্থেই রূপ মাত্রের নাম 'রূপ'। নমন লক্ষণ-হেতু 'নাম' এবং রূপ্যন লক্ষণ-হেতু 'রূপ'। এইরূপে তিনি জ্ঞানপূর্ব্বক সংক্ষেপে 'নাম-রূপ' বিচার করেন, বিভাগ করেন। শুদ্ধ বিদর্শনযানী এবং শমথযানী পঞ্চস্কন্ধ বশে সংক্ষেপে এইরূপে 'নাম-রূপ' বিচার করেন :—এই শরীরে কর্ম্মজ, ঋতুজ, চিত্তজ ও আহারজ ভেদে চারি প্রকার সমুত্থানশীল ধাতু (পৃথিবী, অপ্, তেজ ও বায়ু), এই ধাতু সমুহের আশ্রয়ে উৎপন্ন বর্ণ, গন্ধ, রস, ওজঃ, চক্ষু-প্রসাদ, শ্রোত্র-প্রসাদ, ঘ্রাণ-প্রসাদ জিহ্বা-প্রসাদ, কায়-প্রসাদ, হৃদয়-বাস্তু, পুরুষত্ব, জীবিতেন্দ্রিয় এবং চিত্তজ-ঋতুজ বশে দ্বিসমুত্থানজ শব্দ, এই সতর প্রকার রূপধর্ম্ম বিদর্শন-ভাবনার যোগ্য। এই সকল রূপধর্ম্ম সংমর্শন-রূপ, নিষ্পন্ন-রূপ এবং রূপ-রূপ নামেও অভিহিত হয়। কায়-বিজ্ঞপ্তি, বাক্-বিজ্ঞপ্তি, আকাশ-ধাতু, রূপের লঘুতা, রূপের মৃদুতা, রূপের কর্ম্মণ্যতা, রূপের উপচয় (উদয়),

মহাভূতানি, চতুন্নং চ মহাভূতানং উপাদায রূপস্তি, এবং সংখিত্তেনেব ইমস্মিং অত্তভাবে রূপং পরিগ্গহেত্বা তথা সব্বেপি চিত্ত-চেতসিকে ধম্মে একতো কত্বা নামস্তি পরিগ্গহেত্বা, ইতি 'ইদং চ নামং, ইদং চ রূপং, ইদং বুচ্চতি নাম-রূপস্তি' সংখেপতো নাম-রূপং ববত্থপেতি। সচে পন তস্স যোগিনো তেন তেন মুখেন রূপং পরিগ্গহেত্বা অরূপং পরিগণ্হন্তস্স সুখুমত্তা অরূপং ন উপট্ঠাতি,তেন যোগিনা ধুরনিক্খেপং অকত্বা রূপমেব পুনপ্পুনং সম্মসিতব্বং পরিগ্গহেতব্বং ববত্থপেতব্বং। যথা যথা হি অস্স রূপং সুবিক্খালিতং হোতি নিজ্জটং সুপরিসুদ্ধং পাকটং তথা তথা তদারম্মণা অরূপ-ধম্মা সযমেব পাকটা হোন্তি। যথাহি নাম চক্খুমতো পুরিসস্স অপরিসুদ্ধে আদাসে মুখনিমিত্তং ওলোকেন্তস্স নিমিত্তং ন পঞ্জ্ঞাযতি, সো 'নিমিত্তং ন পঞ্জ্ঞাযতী' তি ন আদাসং ছড্ডেতি; অথ খো তং আদাসং পুনপ্পুনং পরিমজ্জতি, তস্স বিসুদ্ধে আদাসে নিমিত্তং সযমেব পাকটং হোতি, এবমেব

রূপের সন্ততি (স্থিতি), রূপের জরতা (জীর্ণভাব) এবং রূপের অনিত্যতা, এই দশ প্রকার রূপধর্ম্ম বিদর্শন ভাবনার অযোগ্য, যেহেতু এসকল রূপধর্ম্ম উপাদান নয়, উপাদানবিশিষ্ট রূপধর্ম্ম সমূহের আকৃতি-বিকৃতি বা অন্তর পরিচ্ছেদ মাত্র। এই কারণেই তাহারা রূপধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। অতএব 'স্ত্রীত্ব' এই রূপধর্ম্ম ব্যতীত সাতাশ প্রকার রূপধর্ম্মকে রূপস্কন্ধ বলা হয়। সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা, উপেক্ষা-বেদনা, সৌমনস্য-বেদনা ও দৌর্ম্মনস্য-বেদনা এই পঞ্চ বেদনাকে বেদনাস্কন্ধ বলা হয়। রূপ-সংজ্ঞা, শব্দ-সংজ্ঞা, গন্ধ-সংজ্ঞা, রস-সংজ্ঞা, স্পর্শ-সংজ্ঞা ও ধর্ম্ম-সংজ্ঞা এই ছয় প্রকার সংজ্ঞাকে সংজ্ঞাস্কন্ধ বলা হয়। বেদনা ও সংজ্ঞা বাদ দিয়া অবশিষ্ট পঞ্চাশ প্রকার চৈতসিক ধর্ম্মকে সংস্কারস্কন্ধ বলা হয়। একাশী প্রকার লৌকিক চিত্তকে বিজ্ঞানস্কন্ধ বলা হয়। এখনও লোকোত্তরমার্গ-ফল লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া লোকোত্তর চিত্তগুলি শুদ্ধ বিদর্শনযানী বা শমথযানীর জ্ঞানের গোচরীভূত নহে। অতএব রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান স্কন্ধভেদে পঞ্চস্কন্ধ। এই পঞ্চস্কন্ধ আবার দুই ভাগে বিভক্ত, যথা :—নাম ও রূপ। রূপস্কন্ধ 'রূপ' এবং বেদনা স্কন্ধাদি অবশিষ্ট চারি স্কন্ধ 'নাম'। এই রূপে যোগাচারী পঞ্চস্কন্ধকে 'নাম-রূপে' বিভাগ করিয়া বিচার করেন। কোন

সম্পদমিদং দট্ঠব্বং। সুপরিসুদ্ধ-রূপপরিগ্গহেনেব অরূপধম্ম-পরিগ্গহায যোগো কাতব্বো, ন ইতরেন। সচে হি অস্স একস্মিং রূপধম্মে উপট্ঠিতে দ্বীসু তীসু বা, সেসরূপানি পহায অরূপ-ধম্ম-পরিগ্গহং আরভতি, সো কম্মট্ঠানতো পরিহাযতি। পঠবী-কসিন-ভাবনায বুত্তপ্পকারা পব্বতেয্যা গাবী বিয। সুবিসুদ্ধে সব্বেপি রূপধম্মে পরিগ্গহেত্বা পচ্ছা অরূপধম্ম-পরিগ্গহায যোগং করোন্তস্স কম্মট্ঠানং বুদ্ধিং বিরূল্হিং বেপুল্লং পাপুনাতি। সো যোগাবচরো এবং সব্বেপি তেভূমকে সংখারধম্মে খগ্গেন সমুগ্গং বিবরমানো বিয যমকং তালক্খন্ধং ফালযমানো বিয চ নামং চ রূপং চাতি দ্বেধা ববত্থপেতি। নাম-রূপমত্ততো উদ্ধং অঞ্ঞো সত্তো বা

কোন যোগাচারী সংক্ষেপে এইরূপে নাম-রূপের বিচার করেন :—এই শরীরে পরমার্থত চতুর্মহাভূত রূপ এবং তাহাদের আশ্রয়ে উৎপত্তিশীল রূপ-সমূহ (উপাদায় রূপসমূহ), তাহারাই একত্রে 'রূপ' নামে এবং চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম্মসমূহ একত্রে 'নাম' নামে অভিহিত হয়। সুতরাং এই দেহ 'নাম-রূপ' সমষ্টি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যদি যোগী রূপধর্ম্ম জ্ঞানপূর্ব্বক বিচার করিয়া অরূপধর্ম্ম (চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম্ম) জ্ঞানগোচর করিয়া বিচার করিতে অসমর্থ হন, তবে তিনি হতাশ না হইয়া উৎসাহ সহকারে রূপধর্ম্মই পুনঃ পুনঃ বিচার করিবেন। এইরূপে পুনঃ পুনঃ বিচারে রূপধর্ম্ম যতই তাঁহার জ্ঞানপথে পরিশুদ্ধ-রূপে প্রকাশিত হইবে, ততই সেই রূপধর্ম্মাশ্রিত অরূপধর্ম্মসমূহ সহজেই স্বয়ং প্রকটিত হইবে। যেমন কোন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি অপরিশুদ্ধ দর্পণে স্ব মুখের প্রতিবিম্ব স্পষ্ট দেখিতে না পাইলেও সেই দর্পণ পরিত্যাগ না করিয়া তাহা পুনঃ পুনঃ পরিষ্কৃত করিয়া সেই পরিষ্কৃত দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব স্বয়ং প্রকটিত হইয়াছে দেখিতে পান, সেইরূপ যোগাচারীও জ্ঞানপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বিচার করিবেন যাহাতে অরূপধর্ম্মসমূহ জ্ঞানপথে পরিষ্কার ভাবে উদিত হয় এবং উদিত হইলে অরূপধর্ম্মসমূহ সহজেই জ্ঞানগোচর হয়। যদি এক, দুই বা তিনটি মাত্র রূপধর্ম্ম যোগীর জ্ঞানপথে উদিত হয় এবং অপর রূপগুলি পরিত্যাগ করিয়া তিনি অরূপ ধর্ম্মের বিচারে মনোনিবেশ করেন, তাহাতে তাঁহার যোগ-হানি ঘটে। পর্ব্বত হইতে পদস্খলিত হইয়া গাভী যেভাবে ভূপতিত হয়, যোগহানির ফলে তাঁহারও সেই ভাবে

পুগ্গলো বা দেবো বা ব্রহ্মা বা নত্থী'তি নিট্ঠং গচ্ছতি। সো এবং যথা-ভূতং নাম-রূপং ববত্থপেত্বা সুট্ঠুতরং 'সত্তো পুগ্গলো' তি ইমিস্সা লোকসমঞ্ঞায পহানত্থায সত্ত-সম্মোহস্স সমতিক্কমত্থায অসম্মোহ-ভূমিযং চিত্তং ঠপনত্থায নাম-রূপমত্তমেব ইদং 'ন সত্তো ন পুগ্গলো নাম অত্থী'তি এতমত্থং সংসন্দেত্বা ববত্থপেতি। বুত্তং হেতং বজিরায ভিক্খুনিযা :—

যথা হি অঙ্গসম্ভারা হোতি সদ্দো রথো ইতি,
এবং খন্ধেসু সন্তেসু হোতি সত্তো'তি সম্মুতী'তি।

যথা পন অক্খ-চক্ক-পঞ্জর-ঈসাদীসু অঙ্গসম্ভারেসু একেন আকারেন সংঠিতেসু রথো'তি বোহারমত্তং হোতি, পরমত্থতো পন একেকস্মিং অঙ্গে উপপরিক্খীযমানে রথো নাম নত্থি ; যথা হি পন

পতন হয়। সুতরাং প্রথমে সমস্ত রূপধর্ম্ম পরিশুদ্ধাকারে জ্ঞান-গোচর করিয়া পরে অরূপধর্ম্মে মনোনিবেশ করিলে তাঁহার কর্ম্মস্থান ভাবনা সুসিদ্ধ হয়। খড়্গের দ্বারা বাল্ম বিদীর্ণ অথবা যমজ তালবৃক্ষকে দ্বিধা বিভক্ত করিবার ন্যায় যোগী কাম-লোক, রূপ-লোক ও অরূপ-লোক, এই ত্রিলোকের অন্তর্গত যাবতীয় সংস্কার ধর্ম্মকে (রূপ, চিত্ত ও চৈতসিক ধর্ম্মকে) জ্ঞান-অসি দ্বারা 'নাম ও রূপ' এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বিচার করেন। এই শরীরে 'নাম-রূপ' ভিন্ন অন্য জীব, পুরুষ, দেব বা ব্রহ্মা নাই। এই বিষয়ে তিনি সন্দেহমুক্ত হন। নাম-রূপ যথাযথ বিচার করিয়া তিনি 'জীবাত্মা আছে' এই মিথ্যা ধারণা পরিত্যাগ করেন এবং 'আমি, আমার' এই অহংকার বা আমিত্ব-মমত্বরূপ সম্মোহ (ভ্রান্তি, মিথ্যাজ্ঞান) অতিক্রম করিয়া পরমার্থ-ভূমিতে চিত্ত স্থাপন করিবার জন্য 'নাম-রূপ' মাত্র এই দেহ, জীব বা পুদ্গল নয়, এইরূপে চিন্তার সঙ্গতি বিধান করিয়া বিষয়টী মীমাংসা করেন।

যথা হি অঙ্গ-সম্ভারা হোতি সদ্দো রথো ইতি।
এবং খন্ধেসু সন্তেসু হোতি সত্তো'তি সম্মুতি॥

যেমন অক্ষ-দণ্ড, চক্র, পঞ্জর, ঈষাদি অঙ্গ-সম্ভারে নির্ম্মিত আকার-বিশেষকে 'রথ' নামে সচরাচর অভিহিত করা হয়, কিন্তু পরমার্থত এক একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা উপকরণ নিরীক্ষণ করিলে 'রথ' নামে কিছুই পাওয়া যায় না ; অথবা যেমন কাষ্ঠাদি গৃহ-উপকরণে নির্ম্মিত এবং আকাশ-পরিবৃত

কট্ঠাদীসু গেহসম্ভারেসু একেন আকারেন আকাসং পরিবারেত্বা ঠিতেসু গেহস্তি বোহারমত্তং হোতি, পরমত্থতো হি একেকস্মিং অঙ্গসম্ভারে উপপরিক্খীযমানে গেহং নাম নত্থি; যথা চ পন খন্ধ-সাখা-পলাসাদীসু একেন আকারেন ঠিতেসু রুক্খো'তি বোহারমত্তং হোতি, পরমত্থতো হি একেকস্মিং অবযবে উপপরিক্খীযমানে রুক্খো নাম নত্থি; এবমেব পঞ্চসু উপাদানক্খন্ধেসু সত্তেসু 'সত্তো পুগ্গলো' তি বোহার-মত্তং হোতি; পরমত্থতো একেকস্মিং ধম্মে উপপরিক্খীযমানে অম্মী'তি বা অহং ইতি বা'তি গাহস্স বত্থুভূতো সত্তো নাম নত্থি। পরমত্থতো পন নামরূপমত্তমেব অত্থী'তি এবং হি দস্সনং যথাভূতদস্সনং নাম হোতি। যো পনেতং যথাভূত-দস্সনং পহায 'সত্তো অত্থী'তি গণ্হাতি, সো তস্স বিনাসং বা অনুজানেয্য, অবিনাসং বা। অবিনাসং অনুজানন্তো সস্সতে পততি; বিনাসং অনুজানন্তো উচ্ছেদে পততি। কস্মা? খীরত্থযস্স দধিনো বিয তদত্থযস্স অঞ্ঞস্স অভাবতো। সো সস্সতো 'সত্তো'তি

আকারবিশেষকে সচরাচর 'গৃহ' নামে অভিহিত করা হয়, অথচ পরমার্থত এক একটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা উপকরণ নিরীক্ষণ করিলে 'গৃহ' বলিয়া কিছুই নাই, কিংবা যেমন স্কন্ধ, শাখা, প্রশাখা ও পল্লবাদি সংযোগে স্থিত আকারবিশেষকে 'বৃক্ষ' নামে অভিহিত করা হয়, পরন্তু পরমার্থত এক একটী অবয়ব বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিভাগ করিলে বৃক্ষ বলিয়া কিছুই নাই, সেইরূপ পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধ থাকিলে জীব, পুদ্গল, স্ত্রী, পুরুষ, আমি, তুমি, তিনি ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহার মাত্র চলে, কিন্তু পরমার্থত এক একটী উপাদান জ্ঞানপূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলে আমি, তুমি বা তিনি বলিয়া গ্রহণ করিবার বিষয়ীভূত কোন জীব তন্মধ্যে পাওয়া যায় না। পরমার্থ-দৃষ্টিতে 'নাম-রূপ' মাত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ দর্শনই যথাযথ-দর্শন (যথাভূত-দর্শন)। যে এইরূপ যথাযথ-দর্শন পরিত্যাগ করিয়া তদ্বিপরীত দৃষ্টিতে জীব বলিয়া ধারণা করে, সে নিজের বিনাশ কিংবা অবিনাশই দর্শন করে। অবিনাশী দৃষ্টির ফলে সে শাশ্বতবাদে এবং বিনাশী দৃষ্টির ফলে উচ্ছেদ-বাদে পতিত হয়। যেমন দুধের পরিণাম দধি, তেমন শাশ্বত কিংবা উচ্ছেদ গতি ভিন্ন অবিনাশী কিংবা বিনাশী দৃষ্টির অন্য গতি নাই। জীবাত্মা শাশ্বত অর্থাৎ

গণ্হন্তো ওলীযতি নাম। উচ্ছিজ্জতী'তি গণ্হন্তো অতিধাবতি নাম। তেনাহ ভগবা :—"দ্বীহি ভিক্খবে দিট্ঠিগতেহি পরিযুট্ঠিতা দেবমনুস্সা ওলীযন্তি একে, অতিধাবন্তি একে। চক্খুমন্তো ব পস্সন্তি। কথং চ ভিক্খবে ওলীযন্তি একে? ভবারামা ভিক্খবে দেব-মনুস্সা ভবরতা ভবসম্মুদিতা। তেসং ভবনিরোধায ধম্মে দেসিযমানে চিত্তং ন পক্খন্দতি, নপ্পসীদতি, ন সন্তিট্ঠতি, নাধিমুচ্চতি। এবং খো ভিক্খবে ওলীযন্তি একে। কথং চ ভিক্খবে অতিধাবন্তি একে? ভবেনেব খো পনেকে অট্টিযমানা হরাযমানা জিগুচ্ছমানা বিভবং অভিনন্দন্তি, যতো কির ভো অত্তা কাযস্স ভেদা উচ্ছিজ্জতি বিনস্সতি ন হোতি পরম্মরণা, এতং সন্তং এতং পণীতং এতং যথাবন্তি। এবং খো ভিক্খবে অতিধাবন্তি একে। কথং চ ভিক্খবে চক্খুমন্তো ব পস্সন্তি? ইধ ভিক্খবে ভিক্খু ভূতং ভূততো পস্সতি, ভূতং ভূততো দিস্বা ভূতস্স নিব্বিদায বিরাগায নিরোধায পটিপন্নো হোতি। এবং খো ভিক্খবে চক্খুমন্তো

মৃত্যুর পরে জীবাত্মা অবিনাশী, এইরূপ শাশ্বতদৃষ্টি-গ্রহণ করিলে জীবাত্মার প্রতি আসক্ত হইতে হয়, অথবা মৃত্যুর পরে জীবাত্মার বিনাশ হয় এইরূপ উচ্ছেদ-দৃষ্টি গ্রহণ করিলে শাশ্বতদৃষ্টি দূরীভূত হয়। ভগবান বলিয়াছেন—"হে ভিক্ষুগণ! দুই প্রকার দৃষ্টিসম্পন্ন দেব-মনুষ্যের মধ্যে কেহ জীবাত্মার প্রতি আসক্ত হয় এবং কেহ জীবাত্মা পরিণামশীল মনে করিয়া তাহা অতিক্রম করে। চক্ষুষ্মান্ পুরুষ যথার্থ সত্য দেখিতে পান। ভিক্ষুগণ! জীবাত্মার প্রতি কিরূপে আসক্ত হয়? দেব-মনুষ্য সকল ভবারাম, ভব-রত, ভব-সম্মোদিত। তাহাদের নিকট সদ্ধর্ম উপদিষ্ট হইলে তৎপ্রতি তাহাদের চিত্ত ধাবিত হয় না, চিত্ত প্রসন্ন হয় না, তাহাদের চিত্ত অবস্থিত হয় না এবং ভব-রতি ত্যাগ করিতে চাহে না। ভিক্ষুগণ! এইরূপে তাহারা জীবাত্মার প্রতি আসক্ত হয়। ভিক্ষুগণ! কিরূপে জীবাত্মা পরিণামশীল মনে করিয়া তাহা অতিক্রম করে? কেহ কেহ ভবের প্রতি ঘৃণা, লজ্জা ও নিন্দা পোষণ করিয়া বিভব কামনা করে, বিভবে আনন্দ প্রকাশ করে। যেহেতু দেহের বিনাশে আত্মা বিচ্ছিন্ন হয়, বিনষ্ট হয়, মরণের পর আর পুনর্জন্ম হয় না। ইহাই শান্ত, প্রণীত, সত্য। ভিক্ষুগণ! এইরূপে তাহারা জীবাত্মা

পঙ্গন্তী' তি। তস্মা যথা দারুযন্তং সুঞ্ঞং নিজ্জীবং নিরীহকং অথ চ পন রজ্জুসংযোগবসেন গচ্ছতি পি তিট্ঠতি পি সঈহকং সব্যাপারং বিয খাযতি ইতি দট্ঠব্বং।

তেনাহু পোরাণা:—

নামং চ রূপং চ ইধত্থি সচ্চতো,
ন হেত্থ সত্তো মনুজো চ বিজ্জতি।
সুঞ্ঞং ইদং যন্তমিবাভিসংখতং,
দুক্খস্স পুঞ্জো তিণকট্ঠসাদিসো তি।

অপরম্পি বুত্তং—

যমকং নামরূপং চ উভো অঞ্ঞোঞ্ঞনিস্সিতা,
একস্মিং ভিজ্জমানস্মিং উভো ভিজ্জন্তি পচ্চযা তি।

পরিণামশীল মনে করিয়া তাহা অতিক্রম করে। ভিক্ষুগণ! কিরূপে চক্ষুষ্মান্ পুরুষ যথার্থ সত্য দেখিতে পান? ভিক্ষুগণ! সদ্ধর্ম্ম-শাসনে ভিক্ষু ত্রিভবের অন্তর্গত সংস্কারধর্ম্মসমূহকে (নাম-রূপকে) 'অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা' এইরূপ পরমার্থ সত্যের দৃষ্টিতে দেখেন। ভিক্ষুগণ! এইরূপে চক্ষুষ্মান্ পুরুষই যথার্থ সত্য দেখিতে পান। সেই কারণে যেমন যাদুকরের সঙ্কেতক্রমে রজ্জুসংযুক্ত নির্জ্জীব পুতুল রজ্জু-সংযোগে গমন করে, দাঁড়াইয়া থাকে, উপবেশন করে, হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করে এবং তাহা দেখিতে ঠিক্ সজীবের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ এই দেহও পরমার্থদৃষ্টিতে দর্শন করা কর্ত্তব্য। প্রাচীনেরা বলিয়াছেন :—

নামং চ রূপং চ ইধত্থি সচ্চতো,
নহেত্থ সত্তো মনুজো চ বিজ্জতি।
সুঞ্ঞং ইদং যন্তমিবাভিসংখতং,
দুক্খস্স পুঞ্জো তিণকট্ঠসাদিসো'তি।

"পরমার্থ সত্যের দিক দিয়া দেখিলে এই শরীরে 'নাম-রূপ'ভিন্ন অন্য জীব, সত্ত্ব, মনুজ কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না, কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পুতুল-যন্ত্র সদৃশ এই দেহ জীব-শূন্য, তৃণকাষ্ঠের ন্যায় নির্জ্জীব, কেবল দুঃখের পুঞ্জ মাত্র"। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন :—

যমকং নাম-রূপং চ উভো অঞ্ঞোঞ্ঞ নিস্সিতা,
একস্মিং ভিজ্জমানস্মিং উভো ভিজ্জন্তি পচ্চয়া'তি।

অপি চ এত্থ নামং নিস্তেজং ন সকেন তেজেন পবত্তিতুং সক্কোতি, ন খাদতি, ন পিবতি, ন ব্যাহরতি, ন ইরিযাপথং কপ্পেতি। রূপম্পি নিস্তেজং, ন সকেন তেজেন পবত্তিতুং সক্কোতি, নহি তস্স খাদিতুকামতা, ন পিবিতুকামতা, ন ব্যাহরিতুকামতা, ন ইরিযাপথং কপ্পেতুকামতা। অথ খো নামং নিস্সায রূপং পবত্ততি, রূপং নিস্সায নামং পবত্ততি। নামস্স খাদিতুকামতায পিবিতুকামতায ব্যাহরিতুকামতায ইরিযাপথং কপ্পেতুকামতায় সতি, রূপং খাদতি পিবতি ব্যাহরতি ইরিয়াপথং কপ্পেতি। ইমস্স পন অত্থস্স বিভাবনত্থায ইমং উপমং উদাহরন্তি: যথা পন জচ্চন্ধো চ পীঠসপ্পী চ দিসা পক্কমিতুকামা অস্সু, জচ্চন্ধো পীঠসপ্পিং এবমাহ—"অহং খো ভণে সক্কোমি পাদেহি পাদকরণীযং কাতুং, নত্থি চ মে চক্খূনি, যেহি সম-বিসমং পস্সেয্যন্তি।" পীঠসপ্পী পি জচ্চন্ধং এবমাহ—"অহং খো পন সক্কোমি চক্খুনা চক্খুকরণীযং কাতুং, নত্থি চ মে পাদানি যেহি অভিক্কমেয্যং বা পটিক্কমেয্যং

"যুগ্ম 'নাম-রূপ' পরস্পরাশ্রিত, তাহাদের একটি ভগ্ন হইলে অপরটীও সঙ্গে সঙ্গে ভগ্ন হয়"।

'নাম (চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম্ম) নিস্তেজ পদার্থ, নিজের তেজে চলিতে অক্ষম; খাইতে, পান করিতে, কথা বলিতে ও গমনাগমনাদি কিছুই করিতে পারে না। 'রূপ'ও (রূপস্কন্ধ) নিস্তেজ পদার্থ, নিজের তেজে, নিজের চেষ্টায় চলিতে অসমর্থ; খাইবার, পান করিবার, কথা বলিবার ও গমনাগমনাদি করিবার ইচ্ছা ইহার নাই। অথচ 'নাম'কে আশ্রয় করিয়া 'রূপ' এবং 'রূপ'কে আশ্রয় করিয়া 'নাম' চলিতেছে। উভয়ের সংযোগে যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। নামের খাইবার, পান করিবার, কথা বলিবার ও গমনাগমনাদি করিবার ইচ্ছা হইলেই 'রূপে' খায়, পান করে, কথা বলে ও গমনাগমনাদি সমস্তই নির্ব্বাহ করে। অন্ধ-পঙ্গুর দৃষ্টান্ত দ্বারা নাম-রূপের সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায়। একজন অন্ধ ও একজন খঞ্জ। অন্ধ খঞ্জকে বলিল, "বন্ধু, আমি পদদ্বারা গমনাগমনাদি সমস্ত কার্য্য করিতে সমর্থ, কিন্তু আমার চক্ষু নাই, যদ্দ্বারা সম-অসম ভূমি দেখিতে পারি"। খঞ্জ অন্ধকে বলিল, "বন্ধু, আমি চক্ষুদ্বারা দর্শনাদি সমস্ত কার্য্য করিতে সমর্থ, কিন্তু আমার পদ নাই, যদ্দ্বারা গমনাগমন করিতে পারি"।

বা'তি।" সো হট্ঠতুট্ঠো জচ্চন্ধো পীটসপ্পিং অংসকূটে আরোপেসি। পীটসপ্পী জচ্চন্ধস্স অসংকূটে নিসীদিত্বা এবমাহ—"বামং মুঞ্চ, দক্খিণং গণ্হ, দক্খিণং মুঞ্চ, বামং গণ্হ ইতি।" তত্থ জচ্চন্ধো পি নিত্তেজো, দুব্বলো, ন সকেন তেজেন, ন সকেন বলেন গচ্ছতি পীঠসপ্পী পি তথেব। ন তেসং অঞ্ঞমঞ্ঞং নিস্সায গমনং ন পবত্ততি। এবমেবং নামম্পি নিত্তেজং দুববলং, ন সকেন তেজেন ন সকেন বলেন উপ্পজ্জতি, ন তাসু তাসু ক্রিযাসু পবত্ততি, রূপম্পি তথেব। ন চ তেসং অঞ্ঞমঞ্ঞং নিস্সায উপ্পত্তি বা পবত্তি বা ন হোতি।

তেনেতং বুচ্চতি :—

"যথাপি নাবং নিস্সায মনুস্সা যন্তি অন্নবে
এবমেব রূপং নিস্সায নামকাযো পবত্ততি।
যথা চ মনুস্সে নিস্সায নাবা গচ্ছতি অন্নবে
এবমেব নামং নিস্সায রূপকাযো পবত্ততি।
উভো নিস্সায গচ্ছন্তি মনুস্সা নাবা চ অন্নবে
এবং নামং চ রূপং চ উভো অঞ্ঞোঞ্ঞ নিস্সিতা'তি।"

খঞ্জের উত্তর শুনিয়া অন্ধ তাহাকে স্বীয় স্কন্ধে বসাইল এবং খঞ্জ অন্ধের স্কন্ধে বসিয়া তাহাকে পথ নির্দ্দেশ করিল—বামদিকে যাইওনা, ডানদিকে যাও, ডান দিকে যাইওনা, বাম দিকে যাও, ইত্যাদি। এক্ষেত্রে চক্ষুহীন অন্ধ যেমন চক্ষুষ্মান্ খঞ্জের সাহায্য বিনা গমনাগমন করিতে পারে না, পদহীন খঞ্জও তেমন পদসম্পন্ন অন্ধের সাহায্য বিনা চলিতে পারে না, কিন্তু উভয়ে একত্রে পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া গমনাদি যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে। সেইরূপ 'নাম' ও নিজে নিজে, রূপের সাহায্য বিনা উৎপন্ন হইতে কিংবা দর্শন শ্রবণাদি কার্য্য সম্পাদন করিতে অসমর্থ। 'রূপ'ও নিজে নিজে, নামের সাহায্য বিনা ঐ সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে অক্ষম, কিন্তু উভয়ে উভয়ের সংযোগে, পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া, না করিতে পারে এমন কিছুই নাই। এই কারণে প্রাচীনেরা বলিয়াছেন :—

যথাপি নাবং নিস্সায মনুস্সা যন্তি অন্নবে,
এবমেব রূপং নিস্সায নাম কাযো পবত্তি।

এবং নানা নযেহি নাম-রূপং ববত্থপাযতো সত্তসঞ্ঞং অভিভবিত্বা অসম্মোহ ভূমিযং ঠিতং নাম-রূপানং যথাব দস্সনং দিট্ঠি বিসুদ্ধী-তি বেদিতব্বং। নাম-রূপ ববত্থানং ইতিপি, সংখার-পরিচ্ছেদো ইতিপি, এতস্সেব অধিবচনং।

"দিট্ঠি বিসুদ্ধি নযো নিট্ঠিতো।"

"যেমন তরীকে আশ্রয় করিয়া মানব সমুদ্রে গমন করে, তেমন রূপকে আশ্রয় করিয়া নাম-কায় কার্য্য প্রবৃত্ত হয়।"

যথাচ মনুস্সে নিস্সায নাবা গচ্ছন্তি অণ্ণবে,
এবমেব নামং নিস্সায রূপ কাযো পবত্ততি।

"যেমন মানবের সাহায্যে তরী সমুদ্রে পরিচালিত হয়, তেমন নামের সাহায্যে রূপ-কায় চালিত হয়।"

উভো নিস্সায গচ্ছন্তি মনুস্সা নাবা চ অণ্ণবে,
এবং নামং চ রূপং চ উভো অঞ্ঞোঞ্ঞ নিস্সিতা'তি।

"যেমন মানুষ ও নৌকা পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া জল পথে গমন করে, তেমন নাম ও রূপ পরস্পরের আশ্রয়ে চালিত হয়।"

এইরূপে বিবিধ নিয়মে নাম-রূপের সম্বন্ধ জ্ঞান পূর্ব্বক বিচার করিলে যোগীর জীবসংজ্ঞা পরিত্যক্ত হইয়া পরমার্থ জ্ঞান লাভ হয়। নাম-রূপের এই প্রকার স্বরূপ দর্শন 'দৃষ্টি বিশুদ্ধি' নামে কথিত হয়। তাহা 'নাম-রূপ বিচার' নামেও কথিত হয়, 'সংস্কার-পরিচ্ছেদ' নামেও অভিহিত হয়।

কংখাবিতরণ-বিসুদ্ধি

এতস্সেব পন নাম রূপস্স পচ্চয পরিগহনেন তীসু অদ্ধাসু কংখং বিতরিত্বা ঠিতং ঞাণং কংখাবিতরণ বিসুদ্ধি নাম। তং সম্পাদেতুকামো ভিক্খু যথা নাম কুসলো ভিসক্কো রোগং দিস্বা তস্স সমুট্ঠানং পরিযেসতি; যথা বা পন অনুকম্পকো পুরিসো দহরং কুমারং মন্দং উত্তানসেয্যকং রথিকায নিপন্নং দিস্বা কস্স নু খো অযং পুত্তকোতি তস্স মাতাপিতারো আবজ্জতি; এবমেব তস্স নাম-রূপস্স হেতু পচ্চযে পরিযেসতি, সো আদিতোব ইতি পটিসংচিক্খতি—ন তাব ইদং নাম-রূপং অহেতুকং, সচে তং অহেতুকং ভবেয্য, সববত্থ সববদা সবেবসং চ এক সদিস ভাবা পত্তিতো, ন ইস্সরাদি হেতুকং নাম-রূপতো উদ্ধং ইস্সরাদিনং অভাবতো। যে পি নাম-রূপ মত্তমেব ইস্সরাদযো'তি বদন্তি, তেসং ইস্সরাদি সংখাত নাম-রূপস্স অহেতুক ভাবা পত্তিতো। তস্মা ভবিতব্বং অস্স হেতুপচ্চযেহি। কে নু খো তে'ইতি সো এবং নাম-রূপস্স

শঙ্কা-উত্তরণ-বিশুদ্ধি

পূর্ব্বোক্ত নাম-রূপের হেতু (মূল কারণ) উপলব্ধির দ্বারা ত্রি কালের শঙ্কা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, সংশয় মুক্ত হইয়া অবস্থিত জ্ঞানই 'শঙ্কা উত্তরণ বিশুদ্ধি' নামে কথিত হয়। তাহা সম্পাদন করিবার জন্য যোগী নাম-রূপের মূল কারণ অন্বেষণ করেন। যেমন কোন সুদক্ষ ভিষক্ রোগ দেখিয়া রোগের নিদান বা কারণ অন্বেষণ করেন, অথবা কোন করুণ হৃদয় পুরুষ শয্যাশায়ী দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে সরকারী রাস্তায় পড়িয়া আছে দেখিয়া—অহো! এই শিশুটি কাহার? এই ভাবিয়া তাহার মাতা পিতার অনুসন্ধান করে, তেমন যোগীও নাম-রূপের মূল কারণ সমূহ অনুসন্ধান করেন। প্রথম হইতে তিনি জ্ঞানপূর্ব্বক চিন্তা করেন—এই 'নাম-রূপ' অহেতুক নহে, বিনা কারণে নাম-রূপ উৎপন্ন হয় না। যদি নাম-রূপ অহেতুক হইত, তবে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সকলের একই সদৃশভাব ঘটিত। নাম-রূপ ঈশ্বরাদি হেতু মূলকও নয়, যেহেতু নাম রূপের অতিরিক্ত ঈশ্বরাদি কোন হেতু নাই। যাহারা নাম-রূপ মাত্রকে

হেতুপচ্চয়ে আবজ্জেত্বা ইমস্স তাব রূপকাযস্স এবং হেতুপচ্চযে পরিগণ্হতি। অযং কাযো নিববত্তমানো নেব উপ্পল পদুম পুণ্ডরিক সোগন্ধীকাদীনং অন্তন্তরে নিববত্ততি,ন মনি মুত্তাকরাদীনং অন্তন্তরে। অথ খো আমাসয-পক্কাসানং অন্তরে উদর পটলং পচ্ছতো কত্বা পিট্ঠি কণ্টকং পুরতো কত্বা অন্ত অন্তগুণ পরিবারিতো সযম্পি দুগ্গন্ধ জেগুচ্ছ পটিকূলো, দুগ্গন্ধ জেগুচ্ছ পটিকূলে পরম সম্বাধে ওকাসে পূতিমচ্ছ পূতিকুম্মাস ওলিগল্ল চন্দনিকাদীসু কিমি বিয নিববত্ততি। তস্স এবং নিববত্তমানস্স অবিজ্জা তণ্হা উপাদানং কম্মন্তি ইমে চত্তারো ধম্মা নিববত্তকত্তা হেতু, আহারো উপথম্ভকত্তা পচ্চযোতি পঞ্চ ধম্মা হেতুপচ্চযা হোন্তি। তেসুপি অবিজ্জাদযো তযো ইমস্স কাযস্স মাতা বিয দারকস্স উপনিস্সযা হোন্তি, কম্মং পিতা বিয পুত্তস্স জনকং, আহারো ধাতি বিয দারকস্স সন্ধারকো। এবং রূপকাযস্স পচ্চয পরিগ্গহং কত্বা পুন চক্খুং চ পটিচ্চ রূপে চ উপ্পজ্জতি চক্খুবিঞ্ঞাণং ইতি আদিনা নযেন

ঈশ্বরাদি বলে, তাহা হইলে তাহদের স্বীকৃত ঈশ্বরাদি পদ বাচ্য আদি কারণ নাম-রূপ অহেতুকভাব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং নাম-রূপ সহেতুক, তাহাদের মূল কারণ সমূহ নিশ্চিত আছে। নাম-রূপের মূল কারণ সমূহ কি? যোগী নাম-রূপের মূল কারণ সমূহ জ্ঞানপূর্ব্বক অনুসন্ধান করেন। প্রথম তিনি রূপ-কায়ের হেতু সমূহ অবধারণ করেন। এই রূপ-কায় বা দেহ উৎপন্ন হইবার সময় সুগন্ধ নীলোৎপল, পদ্ম, পুণ্ডরীক বা তদ্বৎ কোন পুষ্পাভ্যন্তরে উৎপন্ন হয় না। আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্য স্থলে উদর পটল পশ্চাতে এবং পৃষ্ঠ কণ্টক সম্মুখে করিয়া অন্ত্র ও অন্ত্রগুণ পরিবৃত হইয়া স্বয়ং দুর্গন্ধ, ঘৃণিত ও ঘৃণা ব্যঞ্জক রূপ-কায় তদ্বৎ দুর্গন্ধ, ঘৃণিত, ঘৃণা ব্যঞ্জক ও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ স্থানে পূতি মৎস্য, পূতি কন্মাষ, দূষিত কূপাদিতে জাত কৃমি কীটের ন্যায় উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হওয়ার সময় অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান (আসক্তি) ও কর্ম্ম (কুশল-অকুশল চেতনা) এই চতুর্ব্বিধ স্বভাব ধর্ম্ম এই শরীরের উৎপাদক বলিয়া হেতু নামে এবং আহার শরীরের উপকারক বলিয়া প্রত্যয় নামে অভিহিত হয়। সুতরাং অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, কর্ম্ম ও আহার এই পঞ্চ

নামকাযস্স পি পচ্চয পরিগ্গহং করোতি। সো এবং পচ্চযতো নামরূপস্স পবত্তিং দিস্বা যথা ইদং এতরহি, অতীতে পি অদ্ধানে পচ্চযতো পবত্তিত্থ, অনাগতে পি অদ্ধানে পচ্চযতো পবত্তিস্সতী'তি সমনুপস্সতি। তস্স এবং সমনুপস্সতো যা সা পুব্বন্তং আরব্ভ "অহোসিং নু খো অহং অতীতমদ্ধানং, ন নু খো অহোসিং অতীত মদ্ধানং, কিং নু খো অহোসিং অতীতমদ্ধানং, কথং নু খো অহোসিং অতীত মদ্ধানং কিং হুত্বা কিং অহোসিং নু খো অহং অতীত মদ্ধানং ?" ইতি পঞ্চবিধা বিচিকিচ্ছা বুত্তা। যাপি অপরন্তং আরব্ভ ভবিস্সামি নু খো অহং অনাগতমদ্ধানং, ন নু খো ভবিস্সামি অনাগতমদ্ধানং, কিং নু খো ভবিস্সামি অনাগতমদ্ধানং, কথং নু খো ভবিস্সামি অনাগতমদ্ধানং, কিং হুত্বা কিং ভবিস্সামি নু খো অহং অনাগত-মদ্ধানং, ?" ইতি পঞ্চবিধা বিচিকচ্ছা বুত্তা। যাপি পচ্চুপ্পন্নং আরব্ভ এতরহি বা পন পচ্চুপ্পন্নমদ্ধানং আরব্ভ কথংকথী হোতি : "অহং নু খোস্মি, নো নু খোস্মি, কিং নু খোস্মি, কথং নু খোস্মি, অযং নু খো সত্তো কুতো আগতো সো কুহিং গামী ভবিস্সতী'তি

বিধ স্বভাব-ধর্ম্ম রূপ-কায় বা দেহের পক্ষে হেতু প্রত্যয়। তন্মধ্যে অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও উপাদান এই তিনটি স্বভাব ধর্ম্ম সন্তানের মাতার ন্যায় এই দেহের উপনিশ্রয় (আশ্রয়). কর্ম্ম সন্তানের পিতার ন্যায় দেহের জনক এবং আহার সন্তানের ধাত্রীর ন্যায় সহায়ক। এইরূপে তিনি রূপকায়ের মূল কারণ সমূহ গ্রহণ করিয়া নাম কায়েরও মূল কারণ সমূহ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন। চক্ষু এবং রূপকে (দৃশ্য বস্তুকে) অবলম্বন করিয়া চক্ষু বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, শ্রোত্র এবং শব্দকে অবলম্বন করিয়া শ্রোত্র বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি নিয়মে যোগী নামকায়ের মূল কারণ সমূহ সংগ্রহ করেন। এইরূপে হেতু হইতে নাম রূপের প্রবৃত্তি দেখিয়া বর্ত্তমানে যেইরূপে হেতু হইতে তাহার উৎপত্তি, অতীতেও সেইরূপে হেতু হইতে তাহার উৎপত্তি হইয়াছিল এবং ভবিষ্যতেও সেই প্রকারে তাহার উৎপত্তি হইবে, ইহা তিনি পুনঃপুনঃ দর্শন করেন, বিচার করেন। এই প্রকারে নাম-রূপের উৎপত্তির হেতু বা কারণ সমূহ যিনি দর্শন করেন, তাঁহার ষোড়শ প্রকার বিচিকিৎসা (সংশয়) পরিত্যক্ত

ছব্বিধা বিচিকচ্ছা বুত্তা। সা সববা পহীযতি। অপরো পন তেসং যেব নাম-রূপ সংখাতানং সংখারানং জরাপত্তিং দিস্বা ভিন্নানং চ ভঙ্গং দিস্বা ইদং জরামরণং নাম জাতিযা সতি হোতি, জাতি ভবে সতি হোতি, ভবো উপাদানে সতি হোতি, উপাদানং তণ্হায সতি হোতি, তণ্হা বেদনায সতি হোতি, বেদনা ফস্সে সতি হোতি, ফস্সো সল্লাযতনে সতি হোতি, সল্লাযতনং নামরূপে সতি হোতি, নামরূপং বিঞ্ঞাণে সতি হোতি, বিঞ্ঞাণং সংখারেসু সন্তেসু হোতি সংখারা অবিজ্জায সতি হোতি, ইতি পটিলোম পটিচ্চ সমুপ্পাদ বসেন নামরূপস্স পচ্চয পরিগ্গহং করোতি। অথস্স বুত্ত নযেন এব বিচিকচ্ছা পহীযতি। অপরো পন পুরিমকম্ম ভবস্মিং

হয়। ষোড়শ প্রকার বিচিকিৎসা, যথা :—পূর্ব্বান্ত, পূর্ব্বকোটি বা অতীত সম্বন্ধে—আমি অতীতে ছিলাম কি? অতীতে আমি ছিলাম না কি? অতীতে আমি কি ছিলাম? আমি অতীতে কিরূপ ছিলাম? এবং আমি অতীতে কি হইয়া কি হইয়াছিলাম? এই পঞ্চবিধ বিচিকিৎসা।

অপরান্ত, অপরকোটি বা অনাগত সম্বন্ধে—ভবিষ্যতে আমি হইব কি? ভবিষ্যতে আমি না হইব কি? ভবিষ্যতে আমি কি হইব? আমি ভবিষ্যতে কিরূপ হইব? এবং আমি ভবিষ্যতে কি হইয়া কি হইব? এই পঞ্চবিধ বিচিকিৎসা। বর্ত্তমান সম্বন্ধে—এখন আমি আছি কি? এখন আমি নাই কি? এখন আমি কি? কিরূপই বা আমি এখন? কোথা হইতে আমি আসিয়াছি? এবং কোথায় বা যাইব? এই ছয় প্রকার বিচিকিৎসা। এখানে ষোড়শ প্রকার বিচিকিৎসা উক্ত হইল।

কোন কোন যোগী প্রাতিলোমিকভাবে, পশ্চাদ্গতিতে প্রতীত্যসমুৎপাদ বা হেতু বশে নাম-রূপের ক্রমোৎপত্তি দর্শন করেন। তিনি সাকার ধর্ম্ম সমূহের জীর্ণভাব দেখিয়া এবং জরাগ্রস্ত বস্তু মাত্রের বিনাশ দেখিতে পাইয়া এইরূপে জ্ঞান পূর্ব্বক বিষয়টি চিন্তা করেন :—এই জরা মরণ জন্ম জনিত, জন্ম ভব জনিত (এস্থলে ভব অর্থে কর্ম্ম ভব), ভব (এস্থলে উৎপত্তি ভব) উপাদান জনিত, উপাদান (আসক্তি) তৃষ্ণা জনিত, তৃষ্ণা বেদনা জনিত, বেদনা স্পর্শ জনিত, স্পর্শ ষড়ায়তন জনিত, ষড়ায়তন নাম-রূপ (চৈতসিক ও রূপ) জনিত, নাম-রূপ বিজ্ঞান (চিত্ত) জনিত, বিজ্ঞান সংস্কার (কর্ম্ম) জনিত

অবিজ্জা, সংখারা, তণ্হা, উপাদানং, ভবে তি পঞ্চধম্মা পুরিম কম্ম-ভবস্মিং ইধ পটিসন্ধিযা পচ্চযা, ইধ পটিসন্ধি-বিঞ্ঞাণং, নাম-রূপং, সলাযতনং, ফস্সো, বেদনা ইতি পঞ্চ ধম্মা ইধ উপ্পত্তি ভবস্মিং পুরে কতস্স কম্মস্স পচ্চযা, ইধ পরিপক্কত্তা আযতনানং। তণ্হা, উপাদানং, ভবো, অবিজ্জা, সংখারা ইতি পঞ্চ ধম্মা ইধ কম্ম-ভবস্মিং আযতিং পটিসন্ধিযা পচ্চযাতি এবং কম্মবট্ট-বিপাকবট্ট বসেন নাম-রূপস্স পচ্চযপরিগ্গহং করোতি। পচ্চযতো নাম-রূপস্স পবত্তিং দিস্বা যথা ইদং এতরহি, এবং অতীতে পি অদ্ধানে কম্ম-বট্ট-বিপাক-বট্টবসেন পচ্চযতো পবত্তিত্থ, অনাগতে পি অদ্ধানে তথা পবত্তিস্সতী'তি, কম্মং চ কম্মবিপাকো চ, কম্ম-বট্টং চ বিপাকবট্টং চ কম্মসন্ততি চ বিপাক-সন্ততি চ ক্রিযা চ ক্রিযাফলং চ।

এবং সংস্কার (কর্ম্ম) অবিদ্যা জনিত। এই প্রকার দর্শনের ফলে যোগীর বিচিকিৎসা পরিত্যক্ত হয়।

কোন কোন যোগী কর্ম্ম-বিবর্ত্ত ও বিপাক-বিবর্ত্ত নিয়মে নাম-রূপের মূল কারণ সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করেন :—অতীত কর্ম্ম-ভবে অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব এই পঞ্চ ধর্ম্ম বর্ত্তমান উৎপত্তি-ভবে (বর্ত্তমান জন্মে) প্রতিসন্ধি বিজ্ঞানের (পুনর্জন্মের ক্ষণে উৎপন্ন প্রথম চিত্তের) হেতু, ইহ জন্মে উৎপন্ন প্রতিসন্ধি-বিজ্ঞান, নাম-রূপ (এস্থলে চৈতসিক ও রূপ), ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা এই পঞ্চ ধর্ম্ম অতীত কর্ম্ম ভবের অবিদ্যাদি পঞ্চ ধর্ম্মের বিপাক (পরিণামী ফল), বর্ত্তমান উৎপত্তি ভবে ষড়ায়তনের পরিপক্কতা বশতঃ বর্ত্তমান কর্ম্ম-ভবে তৃষ্ণা, উপাদান, ভব (কর্ম্ম-ভব), অবিদ্যা ও সংস্কার এই পঞ্চ ধর্ম্ম ভবিষ্যতে উৎপদ্যমান প্রতিসন্ধি বিজ্ঞানের হেতু। এইরূপে হেতু হইতে নাম রূপের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি দর্শন করিয়া তিনি জ্ঞানপূর্ব্বক চিন্তা করেন :—বর্ত্তমানে যেমন ইহা কর্ম্ম-বিবর্ত্ত ও বিপাক বিবর্ত্ত বশে উৎপন্ন হইয়াছে, অতীতেও তেমন ইহা এই দ্বিবিধ বিবর্ত্ত বশে উৎপন্ন হইয়াছিল এবং অনাগতেও উৎপন্ন হইবে। কর্ম্ম, কর্ম্ম-বিপাক, কর্ম্ম-বিবর্ত্ত, বিপাক-বিবর্ত্ত, কর্ম্ম-সন্ততি, বিপাক সন্ততি এবং ক্রিয়া, ক্রিয়া-ফল, এইরূপে তিনি পুনঃ পুনঃ বিষয়টী দর্শন করেন।

কম্মা বিপাকা বত্তন্তি বিপাকো কম্মসম্ভবো,
তস্মা পুনত্তবো হোতি এবং লোকো পবত্ততী'তি।

সমনুপস্সতি, তস্স এবং সমনুপস্সতো সোলসবিধা বিচিকিচ্ছা সা সব্বা পহীযতি, সব্বভব-যোনি-গতি-ঠিতি-নিবাসেসু হেতু-ফল সম্বন্ধবসেন পবত্তমানং নাম-রূপমত্তমেব খাযতি, সো নেব কারণতো উদ্ধং কারকং পস্সতি, ন বিপাক-পবত্তিতো উদ্ধং বিপাক-পটিসংবেদকং পস্সতি।

তেনাহু পোরাণা :—

"কম্মস্স কারকো নত্থি বিপাকস্স চ বেদকো,
সুদ্ধ ধম্মা পবত্তন্তি এবেতং সম্মদস্সনং।
এবং কম্মে বিপাকে চ বত্তমানে সহেতুকে,
বীজ-রুক্খাদিকানং'ব পুব্বকোটি ন ঞাযতি।"

কম্ম-বিপাকা বত্তন্তি বিপাকো কম্ম-সম্ভবো,
তস্মা পুনত্তবো হোতি এবং লোকো পবত্ততী'তি।

কর্ম্ম ও বিপাক (পরিণামী কর্ম্মের ফল) মাত্র বিদ্যমান, বিপাক কর্ম্ম সম্ভূত, এই কারণে পুনরোৎপত্তি হয়। পঞ্চ স্কন্ধের উৎপত্তি-বৃদ্ধি-লয় এই রূপেই সর্ব্বদা চলিয়া আসিতেছে।

এই নিয়মে নিবিষ্ট চিত্তে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিলে যোগীর ষোড়শ প্রকার বিচিকিৎসা দূরীভূত হয়। সমস্ত ভব যোনি গতি স্থিতি জীবনিবাসের মধ্যে কেবল হেতু ফল সম্বন্ধ বশে বিদ্যমান নাম-রূপ মাত্র তাঁহার দৃষ্টি গোচর হয়। তাঁহার জ্ঞান-দৃষ্টিতে কারণ ভিন্ন কারক (কর্ম্ম কর্ত্তা) এবং ফল ভিন্ন ফল ভোক্তা দেখিতে পান না। এই কারণে প্রাচীনেরা বলিয়াছেন :—

কম্মস্স কারকো নত্থি বিপাকস্সচ বেদকো,
সুদ্ধ ধম্মা পবত্তন্তি এবেতং সম্মদস্সনং।

"কর্ম্মের কর্ত্তা নাই এবং ফলের (বিপাকের) ভোক্তা (সুখ-দুঃখ-ভোগী) নাই। কেবল সংস্কার ধর্ম্ম (নাম-রূপ মাত্র) বিদ্যমান ইহাই সম্যক্ দর্শন বা যথাভূত দর্শন"।

এবং কম্মে বিপাকে চ বত্তমানে সহেতুকে,
বীজ-রুক্খাদিকানংব পুব্বকোটি নঞাযতি।

তস্স এবং কম্ম-বট্ট বিপাক-বট্টবসেন নাম-রূপস্স পচ্চয়-পরিগ্গহং কত্বা তীসু অদ্ধাসু পহীন বিচিকিচ্ছস্স সব্বে অতীত-অনাগত-পচ্চুপ্পন্ন-ধম্মা চুতি-পটিসন্ধিবসেন বিদিতা হোন্তি। সা অস্স হোতি ঞাত-পরিঞ্ঞা। সো এবং পজানাতি :—"যে অতীতে কম্ম-পচ্চযা নিব্বত্তা খন্ধা, তে তত্থেব নিরুদ্ধা, অতীত কম্ম-পচ্চযা পন ইমস্মিং ভবে অঞ্ঞে খন্ধা নিব্বত্তা। অতীত ভবতো ইমং ভবং আগতো একো ধম্মোপি নত্থি। ইমস্মিং ভবে পি কম্মপচ্চযেন নিব্বত্তা খন্ধা নিরুজ্ঝিস্সন্তি। পুনভবে অঞ্ঞে খন্ধা নিব্বত্তিস্সন্তি।" অপি চ খো যথা :—ন আচরিযমুখতো সজ্ঝাযো অন্তেবাসিকস্স মুখং পবিসতি, ন চ তপ্পচ্চযা তস্স মুখে সজ্ঝাযো ন পবত্ততি, ন মুখে মণ্ডন-বিধানং আদাসতলাদীসু মুখনিমিত্তং

"এইরূপ অবিদ্যাদি হেতুসহ কর্ম্ম ও ইহার বিপাক (পরিণামী ফল) বিদ্যমান থাকায় বীজ ও বৃক্ষাদির সম্বন্ধের ন্যায় ইহার (হেতু-ফলের) পূর্ব্বকোটি (আদি) দৃষ্ট হয় না,—ইহা অনাদি।" এইরূপে কর্ম্ম-বিবর্ত্ত ও বিপাক-বিবর্ত্ত নিয়মে নাম-রূপের হেতু-প্রত্যয় পর্য্যবেক্ষণ করিবার ফলে অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান কাল ভেদে ত্রিকালের বিচিকিৎসা পরিত্যক্ত হইলে' অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান কালের সমস্ত সংস্কার ধর্ম্ম (সহেতু নাম-রূপ ধর্ম্ম) চ্যুতি-পুনরুৎপত্তি নিয়মে (মৃত্যু-পুনর্জন্ম বশে) যোগী বিষয়টি পরিজ্ঞাত হন। যোগীর এই প্রকার জ্ঞানই জ্ঞাত পরিজ্ঞা (ঞাত-পরিঞ্ঞা) নামে কথিত হয়। যোগাচারী ভিক্ষু জ্ঞাত পরিজ্ঞা দ্বারা জানিতে পারেন—অতীত ভবে অবিদ্যাদি মূল কর্ম্ম-হেতু দ্বারা যে পঞ্চ স্কন্ধ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা অতীত ভবেই নিরুদ্ধ হইয়াছে; অতীত ভবের কৃত কর্ম্ম-হেতু হইতে বর্ত্তমান ভবে অন্য পঞ্চ স্কন্ধ উৎপন্ন হইয়াছে, অতীত ভবে উৎপন্ন পঞ্চ স্কন্ধের একটি স্কন্ধও (একটি জিনিষও) ইহ ভবে আসে নাই। বর্ত্তমান ভবেও অতীতের কৃত কর্ম্ম-হেতু যে পঞ্চ স্কন্ধ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা ইহ ভবেই নিরুদ্ধ হইতেছে, পরবর্ত্তী ভবে অন্য পঞ্চ স্কন্ধ উৎপন্ন হইবে, তাহাতে ইহভব হইতে উৎপন্ন পঞ্চ স্কন্ধের কিছুই যাইবে না। যেমন অধ্যাপন কালে আচার্য্যের মুখ হইতে অধ্যয়ন অন্তেবাসীর (শিষ্যের) মুখে প্রবেশ করে না, অথচ সেই অধ্যাপন হেতু দ্বারা অন্তেবাসীর মুখে অধ্যয়ন চলিতে থাকে। যেমন মুখাবয়ব দর্পণাদিতে যায় না, অথচ তাহা

গচ্ছতি, ন চ তপ্পচ্চযা তস্স মণ্ডন-বিধানং ন পঞ্ঞাযতি, এবমেব ন অতীতভবতো ইমং ভবং, ইতো চ পুনত্তবং কোচি ধম্মো সংকমতি, ন চ অতীত ভবে খন্ধ-আযতন-ধাতুপচ্চযা ইধ, ইধ বা খন্ধ-আযতন-ধাতু পচ্চযা পুনত্তবে খন্ধ-আযতনধাতুযো ন নিব্বত্তন্তী'তি। এবং চুতি-পটিসন্ধিবসেন বিদিত সব্ব ধম্মস্স সব্বাকারেন নাম-রূপস্স পচ্চয-পরিগ্গহঞাণং থামগতং হোতি। সোলসবিধা কংখা সুট্ঠুতরং পহীযতি। ন কেবলং চ সা এব, অথ খো পন 'সখরি কংখতী'তি আদীনয-পবত্তা অট্ঠবিধা পি কংখা পহীযতি যেব। দ্বাসট্ঠি-দিট্ঠিগতানি বিধমন্তি। এবং নানান-যেহি নাম-রূপস্স পচ্চয-পরিগ্গহনেন তীসু অদ্ধাসু কংখং বিতরিত্বা ঠিতং ঞাণং কংখাবিতরণ-বিসুদ্ধী'তি বেদিতব্বং। ধম্মঠিতিঞাণং ইতিপি, যথাভূতঞাণং ইতিপি, সম্মদস্সনং ইতিপি, এতস্সেব

দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমন অতীত ভব হইতে ইহ ভবে এবং ইহ ভব হইতে পরবর্ত্তী ভবে পঞ্চ স্কন্ধের একটি স্কন্ধও সংক্রমিত হয় না, অথচ অতীত ভবে উৎপন্ন স্কন্ধ, ধাতু, আয়তনাদি হইতে ইহ ভবে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তনাদি উৎপন্ন হয়, এবং ইহ ভবে উৎপন্ন স্কন্ধ, ধাতু ও আয়তনাদি দ্বারা পরবর্ত্তী ভবে স্কন্ধ ধাতু ও আয়তনাদি উৎপন্ন হয়। এইরূপ চ্যুতি-পুনরুৎপত্তি নিয়মে বিদিত সমস্ত সংস্কার ধর্ম্মের (নাম-রূপ ধর্ম্মের) হেতু পরিগ্রহ জ্ঞান, হেতু বশে উৎপত্তি-জ্ঞান (হেতু-আয়ত্তী করণ-জ্ঞান) দৃঢ়ীভূত হয় এবং ষোড়শ প্রকার শঙ্কা (সন্দেহ) সুন্দর রূপে পরিত্যক্ত হয়। শুধু ষোড়শ প্রকার শঙ্কা পরিত্যক্ত হয় না, বুদ্ধাদি রত্নত্রয় সম্বন্ধে যে আট প্রকার শঙ্কা থাকিতে পারে তাহাও পরিত্যক্ত হয়। এতদ্ব্যতীত ৬২ প্রকার মিথ্যা দৃষ্টি (বিপরীত জ্ঞান) ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে বিবিধ নিয়মে নাম-রূপের হেতু বশে উৎপত্তি-জ্ঞান দ্বারা (হেতুপরি-গ্রহ-জ্ঞানদ্বারা) ত্রিকালের শঙ্কা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অবস্থিত জ্ঞানই শঙ্কা-উত্তরণ- বিশুদ্ধি নামে কথিত হয়। এই প্রকার জ্ঞানই ধর্ম্ম-স্থিতি-জ্ঞান, যথা-ভূত-জ্ঞান এবং সম্যক্‌দর্শন নামে অভিহিত হয়। এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে যোগাচারী ভিক্ষু বুদ্ধ-শাসনে আশ্বাস লাভ করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন এবং নিরূপিত গতি প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র স্রোতাপন্ন (চুল্হ সোতাপন্ন) নামে অভিহিত হন।

বেবচনং। ইমিনা পন ঞাণেন সমন্নাগতো বিপস্সকো বুদ্ধ-সাসনে লদ্ধস্সাসো লদ্ধপতিট্ঠো নিযতগতিকো চুল্লসোতাপন্নো নাম হোতি।

তস্মা ভিক্খু সদা সতো নাম-রূপস্স সব্বসো,
পচ্চযে পরিগণ্হেয্য কংখাবিতরণত্থিকো'তি।

---

(৪)

মগ্গামগ্গঞাণ-দস্সন-বিসুদ্ধি

(১) সম্মসন-ঞাণং

'অযং মগ্গো অযং ন মগ্গো'তি এবং মগ্গং চ অমগ্গং চ ঞত্বা ঠিতং ঞাণং পন মগ্গামগ্গঞাণ-দস্সন-বিসুদ্ধি নাম। তং সম্পাদেতু-কামেন ভিক্খুনা কলাপসম্মসনসংখাতায নযবিপস্সনায তাব যোগো করণীযো। কস্মা'? আরদ্ধবিপস্সকস্স ওভাসাদি সম্ভবে মগ্গামগ্গঞাণসম্ভবতো। আরদ্ধবিপস্সকস্স হি ওভাসাদীসু সম্ভূতেসু মগ্গামগ্গঞাণং হোতি। বিপস্সনায চ কলাপ সম্মসনং

তস্মা ভিক্খু সদা সতো নাম-রূপস্স সব্বসো,
পচ্চয়ে পরিগণ্হেয্য কংখা-বিতরণত্থিকো'তি।

"সেই কারণে শঙ্কা-উত্তরণ কামী ভিক্ষু সতত স্মৃতিমান্ হইয়া নাম-রূপের হেতু সমূহ সর্ব্ব প্রকারে অবধারণ করিবেন।"

মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি

(১) সংমর্শন-জ্ঞান

'ইহা যথার্থ মার্গ, ইহা যথার্থ মার্গ নহে,' এইরূপে মার্গামার্গভেদ বিদিত হইয়া যে জ্ঞান অবস্থিত হয় তাহাই মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি নামে অভি-হিত হয়। এই জ্ঞান-বিশুদ্ধি সাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে কলাপ-সংমর্শন নামক নিয়ম-বিদর্শন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হয়। ইহার কারণ এই যে, বিদর্শন-ভাবনার সূত্রপাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোক-অবভাসাদি বাধা বা ধাঁধা উপস্থিত হইলেই 'কোন্‌টি যথার্থ মার্গ, কোন্‌টি নহে' এই সমস্যা উদিত

আদি। তস্মা এতং কংখাবিতরণানন্তরং উদ্দিট্ঠং। অপি চ যস্মা তীরণপরিঞ্ঞায বত্তমানায মগ্গামগ্গঞাণং উপ্পজ্জতি। তীরণ-পরিঞ্ঞা চ ঞাতপরিঞ্ঞানন্তরা। তস্মা পি তং মগ্গামগ্গঞাণদস্সন-বিসুদ্ধিং সম্পাদেতুকামেন যোগিনা কলাপসম্মসনে তাব যোগো কাতব্বো। তত্রাযং বিনিচ্ছযো :—"তিস্সো হি লোকিয-পরিঞ্ঞাযো—ঞাত-পরিঞ্ঞা, তীরণ-পরিঞ্ঞা, পহান-পরিঞ্ঞা চ। তত্থ রূপন-লক্খণং রূপং, বেদযিত-লক্খণা বেদনা তি এবং তেসং তেসং ধম্মানং পচ্চত্তলক্খণ-সল্লক্খণবসেন পবত্তা পঞ্ঞা ঞাতপরিঞ্ঞা নাম। 'রূপং অনিচ্চং, বেদনা অনিচ্চা' ইতি আদিনা নযেন তেসং এব ধম্মানং সামঞ্ঞ-লক্খণং আরোপেত্বা পবত্তা লক্খণারম্মনিক বিপস্সনা পঞ্ঞা তীরণপরিঞ্ঞা নাম। তেসু এব পন ধম্মেসু নিচ্চসঞ্ঞাদি পজহনবসেন পবত্তা লক্খণারম্মনিক বিপস্সনা-পঞ্ঞা পহানপরিঞ্ঞা নাম। তত্থ সংখার-পরিচ্ছেদতো পট্ঠায যাব পচ্চয়-পরিগ্গহা তাব ঞাত-পরিঞ্ঞায ভূমি। এতস্মিং হি অন্তরে সংখারধম্মানং পচ্চত্ত-লক্খণ-পটিবেধস্স এব আধিপচ্চং হোতি। কলাপ-সম্মসনতো পন পট্ঠায যাব উদয-ব্বযানুপস্সনা তাব তীরণ-পরিঞ্ঞায

হয়, যাহার মীমাংসা করিতে পারিলে মার্গামার্গ-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কলাপ-সংমর্শনই বিদর্শন-সাধনার প্রথম স্তর। যেহেতু তীরণপরিজ্ঞা বর্ত্তমান থাকিলেই মার্গামার্গ-জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং জ্ঞাত-পরিজ্ঞার পরেই তীরণ-পরিজ্ঞা সম্ভব, তদ্ধেতু মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি সাধন করিতে হইলে যোগীর পক্ষে কলাপ সংমর্শনে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। ইহার বিনিশ্চয় বা অর্থবিচার এই: — লৌকিক পরিজ্ঞা ত্রিবিধ, যথা—জ্ঞাত পরিজ্ঞা, তীরণ-পরিজ্ঞা ও প্রহাণ-পরিজ্ঞা। 'রূপের লক্ষণ রূপ্যন বা পরিবর্ত্তন,' 'বেদনার লক্ষণ বেদয়িত বা অনুভূতি', এইরূপে সেই সেই ধর্ম্ম বা জ্ঞেয় বস্তুর প্রত্যাত্ম লক্ষণ, স্বলক্ষণ বা পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ প্রকৃষ্টরূপে জানিবার জন্য প্রবৃত্ত প্রজ্ঞাই জ্ঞাত-পরিজ্ঞা। 'রূপ অনিত্য,' 'বেদনা অনিত্য,' ইত্যাদি রূপে সেই সেই ধর্ম্ম বা জ্ঞেয় বস্তুর সামান্য, সাধারণ বা জাতি লক্ষণ নিরূপণ করিবার জন্য প্রবৃত্ত লক্ষণাবলম্বী বিদর্শন-প্রজ্ঞাই তীরণ-পরিজ্ঞা। পূর্ব্ববর্ণিত দৃষ্টি-বিশুদ্ধি হইতে শঙ্কা-উত্তরণ-বিশুদ্ধি পর্য্যন্ত আলোচ্য বিষয় হইল জ্ঞাত-পরিজ্ঞার ভূমি। তন্মধ্যে

ভূমি। এতস্মিং হি অন্তরে ধম্মানং সামঞ্ঞলক্খণ পটিবেধঙ্গ এব আধিপচ্চং হোতি। ভঙ্গানুপস্সনং আদিং কত্বা উপরি পহান-পরিঞ্ঞায ভূমি। ততো পট্ঠায হি অনিচ্চতো অনুপস্সন্তো নিচ্চ-সঞ্ঞং পজহতি, দুক্খতো অনুপস্সন্তো সুখ-সঞ্ঞং পজহতি, অনত্ততো অনুপস্সন্তো অত্ত-সঞ্ঞং পজহতি, নিব্বিন্দন্তো নন্দিং, বিরজ্জন্তো রাগং, নিরোধেন্তো সমুদযং, পটিনিস্সজ্জন্তো আদানং পজহতী'তি। এবং নিচ্চসঞ্ঞাদি পহানসাধিকানং সত্তন্নং অনুপস্সনানং আধিপচ্চং। ইতি ইমাসু তীসু পরিঞ্ঞাসু সংখার-পরিচ্ছেদঙ্গ চেব পচ্চয-পরিগ্গহঙ্গ চ সাধিতত্তা ইমিনা যোগিনা ঞাতপরিঞ্ঞা এব অধিগতা হোতি। ইতরা চ অধিগন্তব্বা। তস্মা হি কলাপসম্মসনে এবং যোগো কাতব্বো। কথং? যং কিঞ্চি অতীতানাগত-পচ্চুপ্পন্নং অজ্ঝত্তং বা বহিদ্ধা বা ওলারিকং বা সুখুমং বা হীনং বা পণীতং বা যং দূরে বা সন্তিকে বা, সব্বং রূপং অনিচ্চতো

যাবতীয় সংস্কারধর্ম্মের প্রত্যাত্ম লক্ষণ, স্বলক্ষণ বা পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রবৃত্তিই প্রবল। কলাপ-সংমর্শন হইতে উদয়-ব্যয়-জ্ঞান পর্য্যন্ত আলোচ্য বিষয় গুলিই তীরণ-পরিজ্ঞার ভূমি। তন্মধ্যে সংস্কার ধর্ম্ম সমূহের বা জ্ঞেয় বিষয়সমূহের সামান্য লক্ষণ (অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম এই ত্রিলক্ষণ) হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রবৃত্তিই অধিক। ভঙ্গ-জ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া তদূর্দ্ধ বিষয়গুলি প্রহাণ-পরিজ্ঞার ভূমি। অনিত্যদৃষ্টিতে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিবার ফলে নিত্যসংজ্ঞা, নিত্য বলিয়া জ্ঞান পরিত্যক্ত হয়। দুঃখদৃষ্টিতে দেখিবার ফলে সুখসংজ্ঞা, অনাত্ম দৃষ্টিতে দেখিবার ফলে আত্মসংজ্ঞা পরিত্যক্ত হয়। নিস্পৃহ হইবার ফলে নন্দি বা ভোগতৃষ্ণা, বিরাগ উৎপন্ন হইবার ফলে রাগ বা আসক্তি, নিরোধ করিবার ফলে সমুদয় বা অভ্যুদয় এবং পরিবর্জ্জন করিবার ফলে আদান বা পুনরায় গ্রহণ পরিত্যক্ত হয়। এইরূপে নিত্য-সংজ্ঞাদি সপ্ত বিষয় পরিত্যাগ করা বিষয়ে অনিত্যাদি সপ্তবিধ অনুদর্শনেরই আধিপত্য।

কলাপ-সংমর্শনে মনোনিবেশ করিতে হইবে। যোগী অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান ভেদে, অধ্যাত্ম (নিজস্ব) কিংবা বাহ্য, স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম, হীন কিংবা উৎকৃষ্ট, দূরস্থ কিংবা নিকটস্থ, রূপ বলিতে যাহা কিছু আছে, সর্ব্ব প্রকার রূপ অনিত্যতার ভাবে বিশদভাবে জ্ঞানত স্থাপন করেন। ইহা সংমর্শনের এক

বথপেতি, একং সম্মসনং। এবং যা কাচি বেদনা, যা কাচি সঞ্ঞা, যো কোচি সংখারো, যং কিঞ্চি বিঞ্ঞাণং বুত্তনযেন একেকস্মিং খন্ধে অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তাবসেন তিলক্খণং আরোপেত্বা সম্মসিতব্বং। নামং অনিচ্চং খযট্ঠেন, দুক্খং ভযট্ঠেন, অনত্তা অসারকট্ঠেন। রূপং অনিচ্চং খযট্ঠেন, দুক্খং ভযট্ঠেন, অনত্তা অসারকট্ঠেন। নাম-রূপং অতীতানাগত-পচ্চুপ্পন্নং অনিচ্চং খযট্ঠেন, দুক্খং ভযট্ঠেন, অনত্তা অসারকট্ঠেন। সো কালেন রূপং সম্মসতি, কালেন নামং। রূপং সম্মসন্তেন রূপস্স নিব্বত্তি পঞ্ঞিতব্বা। নামং সম্মসন্তেন নামস্স নিব্বত্তি পঞ্ঞিতব্বা। এবং কালেন রূপং কালেন অরূপং সম্মসিত্বা পি তিলক্খণং আরোপেত্বা অনুক্কমেন পটিপজ্জমানো একো বিপস্সকো পঞ্ঞাভাবনং সম্পাদেতি। তস্স এবং অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তাবসেন সংখার-ধম্মে তিলক্খণং আরোপেত্বা পুনপ্পুনং সম্মসন্তস্স উপ্পজ্জতি সম্মসনঞাণং।

পর্য্যায়। এইরূপে তিনি বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান প্রত্যেকটিতে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম, এই ত্রিলক্ষণ আরোপ করিয়া উহাদের স্বরূপ সংমর্শন করেন। যাহা কিছু রূপ তাহা রূপ-সংস্কার, এবং বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান নাম-সংস্কার অধীন। ক্ষয়শীল অর্থে নাম অনিত্য, ভয়াধীন অর্থে তাহা দুঃখ এবং অসার অর্থে তাহা অনাত্ম। ক্ষয়শীল অর্থে রূপও অনিত্য, ভয়াধীন অর্থে তাহা দুঃখ এবং অসার অর্থে তাহা অনাত্ম। অতীত, অনাগত কিংবা বর্ত্তমান নাম-রূপ, সর্ব্ব কালের এবং সর্ব্ব রকমের নাম-রূপ পূর্ব্বোক্ত অর্থে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। এই প্রকারে যোগী সময়ে রূপ এবং সময়ে অরূপ (নাম) জ্ঞানত সংমর্শন করেন। রূপ সংমর্শন করিবার সময় রূপের উৎপত্তি এবং নাম সংমর্শন করিবার সময় নামের উৎপত্তি দর্শন করেন। এই রূপেই তিনি সময়ে রূপ এবং সময়ে অরূপ (নাম) জ্ঞানত অবধারণ করেন। সর্ব্ব জ্ঞেয়বস্তুতে (যাবতীয় সংস্কার ধর্ম্মে) অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম এই ত্রিলক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া যথাক্রমে, পর পর, একাগ্রচিত্তে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া বিদর্শন-নিরত যোগী প্রজ্ঞা-ভাবনার কার্য্য সম্পাদন করেন। উক্ত প্রকারে পর পর ত্রিলক্ষণ নির্দ্দেশে সর্ব্ব জ্ঞেয়বস্তু (সংস্কার ধর্ম্মসমূহ) সংমর্শন বা পুনঃ পুনঃ দর্শন করিবার ফলে তাঁহাতে (যোগীর অন্তরে) সংমর্শন-জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

(২) উদয-ব্বয-ঞাণং

সো এবং অনিচ্চাদিবসেন তিলক্খণং আরোপেত্বা সংখার-ধম্মে পুনপ্পুনং সম্মসন্তো নিচ্চসঞ্ঞাদীনং পহানেন বিসুদ্ধঞাণো সম্মসনঞাণস্স পারং গন্ত্বা উদয-ব্বয-ঞাণস্স অধিগমায যোগং আরভতি, আরভন্তো চ পন সংখেপেন তাব আরভতি। কথং? সো. জাতস্স নাম-রূপস্স নিব্বত্তিলক্খণং উদযো'তি, পরিণাম-লক্খণং খযলক্খণং ভঙ্গলক্খণং বযো'তি সমনুপস্সতি। সো এবং পজানাতি:—"ইমস্স নাম-রূপস্স উপ্পত্তিতো পুব্বে অনুপ্পন্নস্স রাসি বা নিচযো বা নত্থি। উপ্পজ্জমানস্সপি রাসিতো বা নিচযতো বা আগমনং নাম নত্থি। নিরুজ্ঝমানস্স পি দিসা-বিদিসা গমনং নাম নত্থি। নিরুদ্ধস্সপি একস্মিং ঠানে রাসিতো বা নিচযতো বা নিধানতো বা অবট্ঠানং নাম নত্থি। যথা পন বীণায বাদিযমানায উপ্পন্নসদ্দস্স নেব উপ্পত্তিতো পুব্বে সন্নিচযো

---

(২) উদয়-ব্যয়-জ্ঞান।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মভেদে ত্রিলক্ষণ সংস্কারধর্ম্মে আরোপিত করিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিবার ফলে নিত্য-সংজ্ঞা, সুখ-সংজ্ঞা ও অনাত্ম-সংজ্ঞা পরিত্যক্ত হয়। তাহাতে বিশুদ্ধজ্ঞানী ভিক্ষু সংমর্শন-জ্ঞানে পারদর্শী হইয়া তদতিরিক্ত উদয়-ব্যয়-জ্ঞান লাভের জন্য মনোযোগী হন। তিনি যোগারম্ভে সংক্ষেপে চিন্তা করিতে থাকেন,:—"জাত নাম-রূপের উৎপত্তি-লক্ষণ উদয় এবং পরিণাম লক্ষণ বা ভঙ্গ লক্ষণ ব্যয় বা বিলয়।" এইরূপে তিনি নাম-রূপের উদয় ও বিলয় এই দুই আলম্বনে (ধ্যেয় বিষয়ে) চিত্ত স্থাপন করিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ দর্শন করেন। তিনি এইরূপ ধারণা করেন:—"এই যে বর্ত্তমান নাম-রূপ, ইহার উৎপত্তির পূর্ব্বে যেই নাম-রূপ উৎপন্ন হইয়া নিরুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার কোন নিচয় বা রাশি ছিল না, তাহা হইতে বর্ত্তমান নাম-রূপের আগমন হয় নাই। বর্ত্তমান নাম-রূপের নিরোধ হইবার সময়েও তাহা এদিকে সেদিকে যায় না এবং নিরুদ্ধ হইয়াও তাহা এক স্থানে রাশীকৃত কিংবা স্তূপীকৃত হইয়া অবস্থান করে না।

বীণা বাদনের সময় যেই শব্দগুলি উৎপন্ন হয়, তাহা পূর্ব্বে সঞ্চিত ছিল না

অত্থি, ন উপ্পজ্জমানো সদ্দো সন্নিচযতো আগচ্ছতি, ন নিরুজ্ঝমানস্স সদ্দস্স দিসা-বিদিসা গমনং নাম অত্থি, ন নিরুদ্ধো সদ্দো কত্থচি সন্নিচিতো তিট্ঠতি, অথ খো বীণং চ উপবীণং চ পুরিসস্স তজ্জং চ বাযামং চ পটিচ্চ অহুত্বা সম্ভোতি, হুত্বা পতিবেতি বিনস্সতি। এবং সব্বেপি রূপারূপিনো ধম্মা অহুত্বা সম্ভোন্তি, হুত্বা পতিবেন্তি ভিজ্জন্তি।" এবং সংখেপতো উদয-ব্বয-মনসিকারং করোতি। সো পচ্চযতো চ খণতো চ নাম-রূপস্স উদযং চ বযং চ পস্সতি। পচ্চযতো পন অনুপস্সন্তো অবিজ্জা-সমুদযা রূপসমুদযো'তি পচ্চযসমুদযট্ঠেন রূপক্খন্ধস্স উদযং পস্সতি। তণ্হা সমুদযা, উপাদান-সমুদযা, কম্ম-সমুদযা, আহার-সমুদযা রূপসমুদযো'তি পচ্চযসমুদযট্ঠেন রূপক্খন্ধস্স উদযং পস্সতি। নিব্বত্তিলক্খণং পস্সন্তো পি রূপক্খন্ধস্স উদযং পস্সতি। রূপক্খন্ধস্স উদযং

এবং যাহা সঞ্চিত ছিল না তাহা হইতেও বর্ত্তমান শব্দগুলি আসে নাই, নিরুদ্ধ হইবার সময়েও এই শব্দগুলি বিভিন্ন দিকে যায় না এবং নিরুদ্ধ শব্দগুলি কোন স্থানে সঞ্চিত হইয়াও থাকে না। তথাপি বীণা, ছড়ি, বাদকের হস্ত-চালনাদি ক্রিয়া ও তাহার চেষ্টা, এই হেতু-সমবায় দ্বারা অসঞ্চিত পূর্ব্ব শব্দগুলি উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন শব্দগুলি নিরুদ্ধ হয়। সেইরূপ রূপ-অরূপ ধর্ম্ম (নাম-রূপ বা পঞ্চস্কন্ধ) না হইয়া হয় এবং হইয়া বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ যেই রূপ-অরূপ ধর্ম্ম পূর্ব্বে ছিল না, কিন্তু পূর্ব্ব হেতু হইতে বর্ত্তমানে তাহা উৎপন্ন হইয়াছে এবং এই উৎপন্ন রূপ-অরূপ ধর্ম্ম পুনঃ বিনষ্ট হইতেছে। এইরূপে যোগী সংক্ষেপে নাম-রূপের উদয় ও বিলয় নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করেন। তিনি নাম-রূপের হেতু-সমবায়ের দিক্ হইতে, উৎপত্তি ও বিনাশের দিক্ হইতে বিষয়টি জ্ঞানপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ চিন্তা করেন। হেতু-সমবায়ের দিক্ হইতে তিনি এইরূপে বিষয়টি চিন্তা করেন:—"অবিদ্যা-সমুদয় (এস্থলে সমুদয় অর্থ হেতু বা কারণ) হইতে রূপ-সমুদয় (এস্থলে সমুদয় অর্থ উদয় বা উৎপত্তি), অর্থাৎ তিনি চিন্তা যোগে দেখিতে পান—হেতু সমূহের দ্বারা রূপ স্কন্ধের উৎপত্তি হয়। সেইরূপ তৃষ্ণা-সমুদয় হইতে রূপ-সমুদয়, উপাদান-সমুদয় হইতে রূপ-সমুদয়, কর্ম্ম-সমুদয় হইতে রূপ-সমুদয় এবং আহার-সমুদয় হইতে রূপ-সমুদয় সম্ভব হয়। এইরূপে তিনি হেতুর দিক হইতে রূপস্কন্ধের

পস্সন্তো ইমানি পঞ্চলক্খণানি পস্সতি: অবিজ্জা-নিরোধা রূপ-নিরোধো'তি পচ্চযনিরোধট্ঠেন রূপক্খন্ধস্স বযং পস্সতি; তণ্হা নিরোধা, উপাদান-নিরোধা, কম্ম-নিরোধা, আহার-নিরোধা, রূপনিরোধো'তি, পচ্চযনিরোধট্ঠেন রূপক্খন্ধস্স বযং পস্সতি; বিপরিনাম-লক্খণং পস্সন্তো পি রূপক্খন্ধস্স বযং পস্সতি, রূপক্খন্ধস্স বযং পস্সন্তো পি ইমানি পঞ্চলক্খণানি পস্সতি। তথা অবিজ্জা-সমুদযা বেদনা-সমুদযো'তি পচ্চয-সমুদযট্ঠেন বেদনাক্খন্ধস্স উদযং পস্সতি। তণ্হা-সমুদযা, উপাদান-সমুদযা, কম্ম-সমুদযা, ফস্স-সমুদযা বেদনা-সমুদযো'তি পচ্চযসমুদযট্ঠেন বেদনাক্খন্ধস্স উদযং পস্সতি। নিব্বত্তিলক্খণং পস্সন্তোপি বেদনাক্খন্ধস্স উদযং পস্সতি। নিব্বত্তি-লক্খণং পস্সন্তোপি বেদনাক্খন্ধস্স উদযং পস্সতি। বেদনাক্খন্ধস্স উদযং পস্সন্তো ইমানি পঞ্চ লক্খণানি পস্সতি: অবিজ্জা-তণ্হা-উপাদান-কম্ম-ফস্সনিরোধা বেদনা-নিরোধো'তি পচ্চযনিরোধট্ঠেন বেদনা-ক্খন্ধস্স বযং পস্সতি। বিপরিনামলক্খণং পস্সন্তোপি বেদনাক্খন্ধস্স বযং পস্সতি। বেদনাক্খন্ধস্স বযং পস্সন্তো ইমানি পঞ্চ লক্খণানি পস্সতি।

উৎপত্তি দর্শন করেন। রূপস্কন্ধের উদয়দর্শনকারী ভিক্ষু এই পঞ্চ লক্ষণও দেখিতে পান:—অবিদ্যার নিরোধে রূপস্কন্ধের নিরোধ হয়। সেইরূপ তৃষ্ণার নিরোধে রূপস্কন্ধের নিরোধ, উপাদানের নিরোধে রূপস্কন্ধের নিরোধ, কর্ম্মের নিরোধে রূপস্কন্ধের নিরোধ এবং আহারের নিরোধে রূপস্কন্ধের নিরোধ হয়। এই প্রকারে হেতুসমূহের নিরোধে রূপস্কন্ধের নিরোধ হয়। এইরূপে নিরোধের দিক্ হইতে তিনি রূপস্কন্ধের ব্যয় বা বিলয় দর্শন করেন। রূপস্কন্ধের বিলয়-দর্শনকারী উক্ত পঞ্চ লক্ষণ দেখিতে পান। উক্ত প্রকারে অবিদ্যা-সমুদয় হইতে বেদনা-সমুদয়, তৃষ্ণা-সমুদয় হইতে বেদনা-সমুদয়, উপাদান-সমুদয় হইতে বেদনা-সমুদয়, কর্ম্ম-সমুদয় হইতে বেদনা-সমুদয় এবং স্পর্শ-সমুদয় হইতে বেদনা-সমুদয় সম্ভব হয়। তিনি হেতুর দিক্ হইতে বেদনাস্কন্ধের উদয় দর্শন করেন। বেদনা-স্কন্ধের উদয়-দর্শনকারী ভিক্ষু উক্ত পঞ্চ লক্ষণ দেখিতে পান। অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, কর্ম্ম ও স্পর্শের নিরোধে বেদনার নিরোধ হয়। হেতুসমূহের নিরোধে বেদনাস্কন্ধের নিরোধ হয়। এইরূপে নিরোধের দিক্ হইতে তিনি বেদনাস্কন্ধের ব্যয় বা বিলয় দর্শন করেন। বেদনাস্কন্ধের

বেদনাক্খন্ধস্স বিয চ সঞ্ঞা-সংখারা-বিঞ্ঞাণক্খন্ধানং উদযং চ বযং চ দট্ঠব্বং। অযং পন বিসেসো :—বিঞ্ঞাণক্খন্ধস্স যস্সট্ঠানে নাম-রূপ-সমুদয়া, নাম-রূপ-নিরোধা ইতি। এবং একেকস্স খন্ধস্স উদযব্বযদস্সনে দস-দস কত্বা পঞ্ঞাসলক্খণানি বুত্তানি। তেসং বসেন এবম্পি রূপস্স উদযো, এবম্পি রূপস্স বযো'তি, এবম্পি রূপং উদেতি, এবম্পি রূপং বেতী'তি পচ্চযতো চেব খণতো চ বিত্থারেন মনসিকারং করোতি। তস্সেবং মনসিকরতো ইতি কিরিমে ধম্মা অহুত্বা সম্ভোন্তি, হুত্বা পতিবেন্তী'তি ঞাণং বিসদতরং হোতি। এবং পচ্চযতো চ খণতো চ বিত্থারেন মনসিকারং করোতি। তস্স এবং পচ্চযতো চ খণতো চ দ্বেধা উদয-ব্বযং পস্সতো সচ্চ-পটিচ্চ-সমুপ্পাদ-নয-লক্খণ-ভেদা পাকটা হোন্তি। যং হি সো অবিজ্জাদি-সমুদযা খন্ধানং সমুদযং অবিজ্জাদি-নিরোধা চ খন্ধানং নিরোধং পস্সতি, ইদমস্স পচ্চযতো উদয-ব্বয-দস্সনং। যং পন নিব্বত্তি-

---

বিলয়দর্শনকারী ভিক্ষু উক্ত পঞ্চ লক্ষণ দেখিতে পান। উক্ত প্রকারে সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান-স্কন্ধের উদয় এবং বিলয় দর্শন করিতে হয়। পার্থক্যের মধ্যে কেবল বিজ্ঞানস্কন্ধের বেলায় স্পর্শের স্থলে নাম-রূপ শব্দটি মাত্র যোগ করিতে হয়। এইরূপে এক একটি স্কন্ধের উদয় ও বিলয় দর্শনে দশ দশটি করিয়া মোট পঞ্চাশটি লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হয়। উক্ত লক্ষণসমূহের দ্বারা এই প্রকারে 'রূপের' উদয় হয় এবং এই প্রকারে রূপের ব্যয় বা বিলয় হয়, এই নিয়মে যোগী হেতুর দিক্ হইতে উৎপত্তিক্ষণ (মুহূর্ত্ত) ও ব্যয়ের বা বিলয়েরক্ষণ বিশদভাবে জ্ঞানপূর্ব্বক চিন্তা করেন। এই প্রকারে নিবিষ্টচিত্তে অবিরত চিন্তা করিবার ফলে তিনি জ্ঞাননেত্রে দেখিতে পান—বর্ত্তমান এই পঞ্চস্কন্ধ অতীতে ছিলনা, অতীতের অবিদ্যাদি হেতুতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহাদের স্বাভাবিক নিয়মে পুনঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। পঞ্চ স্কন্ধের উৎপত্তিক্ষণ ও বিলয়-ক্ষণ, এই ক্ষণ দ্বয়ের প্রতি একাগ্রমনে অবিরত নিরীক্ষণ করাতে তাঁহার জ্ঞান ক্রমশ বিশদতর হইয়া উঠে। এইরূপে হেতুর দিক্ হইতে উৎপত্তির ক্ষণ ও বিনাশের ক্ষণ, এই ক্ষণ দ্বয়ের দিক্ হইতে পঞ্চ স্কন্ধের উদয় ও বিলয় দর্শন করাতে তাঁহার জ্ঞান-চক্ষে চতুর্ব্বিধ আর্য্যসত্য ও প্রতীত্যসমুৎপাদ ধর্ম্মের নিয়মসমূহ প্রতিভাত হয়। অবিদ্যাদি হেতু হইতে

লক্খণ-বিপরিনাম-লক্খণানি পস্সন্তো খন্ধানং উদয-ব্বযং পস্সতি; ইদমস্স খণতো উদয-ব্বয-দস্সনং। উপ্পত্তিক্খণে যেব হি নিব্বত্তি-লক্খণং ভঙ্গক্খণে চ বযলক্খণং। এবং পচ্চযতো চ খণতো চ দ্বেধা উদয-ব্বযং পস্সতো পচ্চযতো উদয-দস্সনেন সমুদয়-সচ্চং পাকটং হোতি জনকাববোধতো। খণতো উদয-দস্সনেন দুক্খ সচ্চং পাকটং হোতি জাতিদুক্খাববোধতো। পচ্চযতো বযদস্সনেন নিরোধসচ্চং পাকটং হোতি পচ্চযানুপ্পাদনেন পচ্চযবতং অনুপ্পাদাববোধতো। খণতো বযদস্সনেন দুক্খসচ্চমেব পাকটং হোতি মরণ-দুক্খাববোধতো যং চ অস্স উদয-ব্বযদস্সনং মগ্গো ব অযং লোকিকো তি মগ্গসচ্চং পাকটং হোতি তত্র সম্মোহবিঘাততো। তস্স এবং পাকটীভূত-চতু-সচ্চ-পটিচ্চসমুপ্পাদনযলক্খণভেদস্স এবং কির ইমে ধম্মা অনুপ্পন্ন-পুব্বা উপ্পজ্জন্তি, উপ্পন্না নিরুজ্ঝন্তি ইতি নিচ্চ নবা হুত্বা সংখারা

পঞ্চস্কন্ধের উৎপত্তি এবং অবিদ্যাদি হেতুর নিরোধে পঞ্চস্কন্ধের নিরোধ দর্শনের নামই হেতুর দিক্ হইতে পঞ্চস্কন্ধের উদয়-বিলয় দর্শন। তিনি পঞ্চস্কন্ধের যে উৎপত্তি-লক্ষণ ও ভঙ্গ-লক্ষণ দেখিতে পান, তাহাই তাঁহার পক্ষে উৎপত্তি-ক্ষণ ও ভঙ্গ-ক্ষণ ভেদে ক্ষণ দ্বয়ের দিক্ হইতে পঞ্চস্কন্ধের উদয়-বিলয় দর্শন। এইরূপে হেতু ও ক্ষণ উভয় দিক্ হইতে উদয় ও বিলয় দর্শন করেন। হেতুর দিক্ হইতে বিলয় দর্শন করিবার ফলে তিনি জনক বা জনন-কারণ অবগত হন এবং তাহাতে তাঁহার নিকট সমুদয়-সত্য প্রকটিত হয়। ক্ষণের দিক্ হইতে উদয় দর্শন করিবার ফলে তিনি জন্ম-দুঃখ অবগত হন এবং তাহাতে তাঁহার নিকট দুঃখ-সত্য প্রকটিত হয়। হেতুর দিক হইতে বিলয় দর্শন করিবার ফলে তিনি অবগত হন—হেতুর অভাবে উৎপত্তি হয় না এবং তাহাতে তাঁহার নিকট নিরোধ-সত্য প্রকটিত হয়। ক্ষণের দিক্ হইতে বিলয় দর্শন করিবার ফলে তিনি অবগত হন—জীবের পক্ষে মরণ-দুঃখ এবং তাহাতে তাঁহার নিকট দুঃখ-সত্য প্রকটিত হয়। এইযে উদয়-বিলয় দর্শন, ইহা লৌকিক মার্গ, এইরূপে সম্মোহ দূরীভূত হইবার ফলে তাঁহার নিকট মার্গ-সত্য প্রকটিত হয়। এইরূপে চারি আর্য্যসত্য এবং প্রতীত্যসমুৎপাদ ধর্ম্মের নিয়মসমূহ প্রকটিত হইলে, যোগীর জ্ঞানে প্রতিভাত হয় যেন পূর্ব্বে অনুৎপন্ন সংস্কারধর্ম্মসমূহ উৎপন্ন হইতেছে এবং উৎপন্ন সংস্কারধর্ম্মসমূহ নিরুদ্ধ হইতেছে। এইরূপে

উপট্ঠহন্তি ন কেবলং চ নিচ্চ নবা, সুরিযুগ্গমনে উস্সাববিন্দু-বিয, উদকবুব্বুলো বিয, উদকে দণ্ডরাজি বিয, বিজ্জুপ্পাদো বিয চ পরিত্তট্ঠাযিনো; মাযা, মরীচি, সুপিনন্তা, ফেনপিণ্ডো, কদলী আদযো বিয অসারা নিস্সারা চাতি পি উপট্ঠহন্তি। এত্তাবতা অনেন ভিক্খুনা বযধম্মমেব উপ্পজ্জতি, উপ্পন্নং চ বযং উপেতী'তি, ইমিনা আকারেন সংখারধম্মানং উদযব্বযং পটিবিজ্ঝিত্বা ঠিতং উদয-ব্বযানুপস্সনং নাম তরুণবিপস্সনঞাণং অধিগতং হোতি, যস্স অধিগমা আরদ্ধবিপস্সকো'তি সংখং গচ্ছতি। অথস্স ইমায তরুণবিপস্সনায আরদ্ধবিপস্সকস্স দস বিপস্সনা উপক্কিলেসা উপ্পজ্জন্তি। বিপস্সনা-উপক্কিলেসা হি লোকুত্তরমগ্গ-ফলপটিবেধপ্পত্তস্স অরিযসাবকস্সচেব বিপ্পটিপন্নকস্স চ নিক্খিত্তকম্মট্ঠানস্স চ কুসীত-পুগ্গলস্স চ ন উপ্পজ্জন্তি। সম্মাপটিপন্নকস্স পন যুত্তপযুত্তস্স আরদ্ধ বিপস্সকস্স কুলপুত্তস্স উপ্পজ্জন্তি যেব। কতমে পন তে দস উপক্কিলেসাতি? ওভাসো, ঞাণং, পীতি, পস্সদ্ধি, সুখং, অধিমোক্খো,

---

সংস্কারধর্ম্মসমূহ নিত্য নূতন আকারে তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হয়। কেবল তাহা নহে, সূর্য্যোদয়ে শিশির বিন্দুর ন্যায়, জল-বুদ্বুদের ন্যায়, জলে দণ্ড রেখার ন্যায়, বিদ্যুৎ চমকের ন্যায়, সংস্কারধর্ম্মসমূহ অতীব ক্ষণস্থায়ী এবং মায়ামরীচিকাবৎ, স্বপ্নবৎ, ফেনপুঞ্জসদৃশ, কদলী বৃক্ষাদির ন্যায় অসার বলিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মে। ক্ষণভঙ্গুর ধর্ম্মই উৎপন্ন হইতেছে এবং উৎপন্ন হইয়াই ভগ্ন হইতেছে। এই প্রকারে সংস্কারধর্ম্মসমূহের উদয়-বিলয় দর্শন করিয়া অবস্থিত উদয়-বিলয়-দর্শন নামক তরুণ বিদর্শন জ্ঞান তাঁহার অধিগত হয়। এই জ্ঞান অধিগত বা আয়ত্ত হইলে তিনি আরব্ধবিদর্শক নামে অভিহিত হন।

তরুণ বিদর্শনজ্ঞান লইয়া যোগী দৃঢ় পরাক্রমের সহিত বিদর্শন-সাধনা আরম্ভ করিলে তাঁহার মধ্যে দশবিধ বিদর্শন-উপক্লেশ বা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। যে আর্য্যশ্রাবক লোকোত্তর মার্গ-ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথবা যে সাধক বিপথগামী হইয়াছেন, অথবা যিনি বিদর্শন-ভাবনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথবা যেই ব্যক্তি হীনবীর্য্য তাঁহার মধ্যে এ সকল উপক্লেশ উৎপন্ন হয় না। যিনি দৃঢ়বীর্য্য সাধক, সম্যক্‌পন্থী এবং নিয়ত যত্নশীল তাঁহার মধ্যে উক্ত উপ-ক্লেশসমূহ উৎপন্ন হয়। দশবিধ বিদর্শন-উপক্লেশ, যথা:—(১) অবভাস,

পগ্গহো, উপট্ঠানং, উপেক্খা, নিকন্তি চেতি। তত্থ ওভাসো'তি বিপস্সনোভাসো, তস্মিং উপ্পন্নে যোগাবচরো "ন বত মে ইতো পুব্বে এবরূপো ওভাসো উপ্পন্নপুব্বো, অদ্ধা মগ্গপ্পত্তোস্মিং ফলপ্পত্তোস্মিং 'তি অমগ্গমেব মগ্গো তি অফলমেব ফলন্তি গণ্হতি। এবং গণ্হন্তো বিপস্সনাবীথি উক্কন্তো নাম হোতি। সো অত্তনো মূলকম্মট্ঠানং বিস্সজ্জেত্বা ওভাসমেব অস্সাদেন্তো নিসীদতি। সো খো পনাযং ওভাসো কস্সচি ভিক্খুনো পল্লংকট্ঠানমত্তমেব ওভাসেন্তো উপ্পজ্জতি, কস্সচি অন্তোগব্ভং, কস্সচি বহিগব্ভম্পি, কস্সচি সকলবিহারং, গাবুতং, অড্ঢযোজনং, যোজনং, দ্বিযোজনং, তিযোজনং—পে—কস্সচি পঠবীতলতো যাব অকনিট্ঠ-ব্রহ্মালোকা আলোকং কুরুমানো উপ্পজ্জতি। ভগবতো পন দসসহস্সী-লোকধাতুং ওভাসেন্তো উদপাদি। ঞাণন্তি বিপস্সনা ঞাণং। তস্স কির রূপা-

---

(২) জ্ঞান, (৩) প্রীতি, (৪) প্রশান্তি, (৫) সুখ, (৬) অধিমোক্ষ, (৭) প্রগ্রহ, (৮) উপস্থান, (৯) উপেক্ষা এবং (১০) নিকান্তি।

প্রথম, অবভাস, আলোক-উদ্ভাস, জ্যোতিঃনির্গম। তরুণ বিদর্শন-জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সাধকের মনে হইতে পারে, 'অরে! এহেন আলোক বা জ্যোতিঃ এই দেহ হইতে পূর্ব্বে কখনও নির্গত হয় নাই, আমি নিশ্চিত মার্গ-ফল লাভ করিয়াছি। এইরূপে সাধকের মনে যাহা মার্গ নহে তাহা মার্গ, যাহা ফল নহে তাহা ফল বলিয়া ধারনা জন্মে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইবার ফলে তিনি বিদর্শন-মার্গ হইতে চ্যুত হইয়া বিপথগামী হন। তিনি নিজের মূল কর্ম্মস্থান-ভাবনা, ধ্যেয়বস্তুর চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া দেহজাত আলোকেই বিমুগ্ধ হন। এ জাতীয় আলোক বা জ্যোতিঃ কোন কোন সাধকের আসন মাত্র আলোকিত করিয়া, কাহারও বা পক্ষে প্রকোষ্ঠ মাত্র, কাহারও বা পক্ষে বহির্প্রকোষ্ঠ মাত্র, কাহারও বা পক্ষে সমগ্র বিহার বা পরিবেণ, কাহারও বা পক্ষে এক গব্যূতি, কাহারও বা পক্ষে অর্দ্ধযোজন, যোজন, দ্বিযোজন, ত্রিযোজন ইত্যাদি ক্রমে পৃথিবী হইতে উর্দ্ধে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া উৎপন্ন হয়। ভগবান বুদ্ধের ন্যায় মহাপুরুষের পক্ষে দেহ-জ্যোতিঃ দশ সহস্র চক্রবাল উদ্ভাসিত করিয়া উৎপন্ন হইতে পারে।

দ্বিতীয়, জ্ঞান। ইহা তরুণ বিদর্শনজনিত জ্ঞান, উচ্চাঙ্গের জ্ঞান।

রূপধম্মে তুলযন্তস্স তীরেন্তস্স বিস্সট্ঠইন্দবজিরমেব অবিহত-বেগং তিখিণং সূরং অতিবিসদং ঞাণং উপ্পজ্জতি। পীতি'তি বিপস্সনা-পীতি, তস্স কির তস্মিং সময়ে খুদ্দকা পীতি, খণিকা পীতি, ওক্কন্তিকা পীতি, উব্বেগা পীতি, ফরণা পীতি'তি অযং পঞ্চ বিধা পীতি সকল সরীরং পূরযমানা উপ্পজ্জতি। পস্সদ্ধী'তি বিপস্সনা পস্সদ্ধী। তস্স কির তস্মিং সময়ে রত্তিট্ঠানে বা দিবাট্ঠানে বা নিসিন্নস্স কায-চিত্তানং নেব দরথো ন গারবং ন কক্খলতা ন অকম্মঞ্ঞতা ন গেলঞ্ঞং ন পবঙ্কতা হোতি। অথ খো পনস্স কায-চিত্তানি পস্সদ্ধানি লহূনি মুদূনি কম্মঞ্ঞানি সুবিসদানি উজুকানি যেব হোন্তি। সো ইমেহি পস্সদ্ধাদীহি অনুগ্গহিত কায-চিত্তো তস্মিং সময়ে অমানুসিং নাম রতিং অনুভবতি।

যং সন্ধায বুত্তং :—

"সুঞ্ঞাগারং পবিট্ঠস্স সন্তচিত্তস্স ভিক্খুনো
অমানুসি রতি হোতি সম্মা ধম্মং বিপস্সতো।

রূপারূপ ধর্ম্মসমূহ জ্ঞানপূর্ব্বক নিবিষ্টচিত্তে বিচার করিবার সময় সাধকের মধ্যে অতি তীক্ষ্ণ ও বিশদ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহা নিক্ষিপ্ত ইন্দ্র-বজ্র সদৃশ, অপ্রতিহতবেগবিশিষ্ট। এইরূপ জ্ঞানসঞ্চারেও সাধকের মনে পূর্ব্বোক্ত ভাবে ভ্রান্ত ধারণা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিপথগামী করিতে পরে।

তৃতীয়, প্রীতি। ইহা তরুণ বিদর্শন জনিত প্রীতি। সামান্য, ক্ষণিক, উদ্বেলিত, উদ্বেগকর ও স্ফুরণ এই পঞ্চ প্রীতি ক্রমে নিবিষ্ট সাধকের মধ্যে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার সমস্ত দেহ পরিপূর্ণ করিয়া তোলে। এইরূপ প্রীতির অনুভূতিতেও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে সাধকের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা উৎপন্ন হইয়া তাঁহাকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে।

চতুর্থ, প্রশান্তি, উপশান্তি, উপশম। ধ্যাননিবিষ্ট সাধকের কায়ে এবং চিত্তে, দেহে এবং মনে ব্যথা-বেদনা, গুরুত্ব (ভার বোধ), কর্কশতা, অকর্ম্মণ্যতা, অসুস্থতা এবং বক্রতা, এ সকল অস্বস্তিকর অবস্থা অনুভূত হয় না। তখন তাঁহার দেহ-মন উপশান্ত, লঘু, মৃদু, কর্ম্মণ্য, সুবিশদ ও সুস্থির হয়। তাহাতে তিনি এক প্রকার অমানুষিক, অলৌকিক রতি অনুভব করেন। এই প্রকার অমানুষিক রতি সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে।

যতো যতো সম্মসতি খন্ধানং উদয-ব্বয়ং,
লভতি পীতি-পামোজ্জং অমতং তং বিজানতন্তি।

সুখন্তি বিপস্সনা-সুখং। তস্স কির তস্মিং সমযে সকল-সরীরং অভিসন্দযমানং অতিপণীতং সুখং উপ্পজ্জতি। অধিমো-ক্খো'তি সদ্ধা। বিপস্সনা-সম্পযুত্তা হি অস্স চিত্ত-চেতসিকানং অতিসয-পসাদভূতা বলবতী সদ্ধা উপ্পজ্জতি। পগ্গহো'তি বীরিযং। বিপস্সনা-সম্পযুত্তমেব হি অস্স অসিথিলং অনচ্চারদ্ধং সুপ্পগ্গহিতং বীরিযং উপ্পজ্জতি। উপট্ঠানন্তি সতি। বিপস্সনা-সম্পযুত্তা যেব হি অস্স সুপট্ঠিতা সুপতিট্ঠিতা নিখাতা অচলা পব্বতরাজ-সদিসা সতি উপ্পজ্জতি। সো যং যং ঠানং আবজ্জতি সমন্নাহরতি

সুঞ্ঞাগারং পবিট্ঠস্স সন্তচিত্তস্স ভিক্খুনো,
অমানুসি-রতি হোতি সম্মা ধম্মং বিপস্সতো।
যতো যতো সম্মসতি খন্ধানং উদয়-ব্বয়ং,
লভতি পীতি-পামোজ্জং অমতং তং বিজানতং।

"শূন্যাগারে প্রবিষ্ট, ধ্যান-নিবিষ্ট, শান্ত চিত্ত ভিক্ষুর অমানুষিক রতি (আনন্দ) অনুভূত হয়। যে কোন দিক্ দিয়া তিনি পঞ্চস্কন্ধের উদয়-ব্যয় দর্শন করেন না কেন, তাহাতে তিনি প্রীতি-প্রামোদ্য অনুভব করেন। তাহাই বিদর্শকের পক্ষে অমৃত বলিয়া কথিত হয়।"

এ জাতীয় রতি অনুভবেও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে সাধক ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বিপথগামী হইতে পারেন।

পঞ্চম, সুখ। ইহা তরুণ বিদর্শনজনিত সুখানুভূতি। এই প্রকার অনুভূতি সাধকের সমস্ত শরীর পরিপ্লুত করিয়া শ্রেষ্ঠ-আকারে উৎপন্ন হয়। তাহাও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে সাধককে ভ্রমের পথে চালিত করিতে পারে।

ষষ্ঠ, অধিমোক্ষ বা বলবতী শ্রদ্ধা। তখন বিদর্শকের মধ্যে চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম্মসমূহের সম্প্রসাদহেতু বলবতী শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। তাহাও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে সাধকের পক্ষে উপক্লেশে পরিণত হইতে পারে।

সপ্তম, প্রগ্রহ বা বীর্য্য। তখন বির্দশকের মধ্যে নাতি-দৃঢ় নাতি-শিথিল বীর্য্য বা কর্ম্মশক্তি উৎপন্ন হয়। তাহাও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে সাধককে পথভ্রষ্ট করিতে পারে।

মনসিকরোতি পচ্চবেক্খতি তং তং ঠানং অস্স ওক্খন্দিত্বা পক্খন্দিত্বা দিব্বচক্খুনো পরলোকে বিয সতিযা উপট্ঠাতি। উপেক্খা'তি বিপস্সনুপেক্খা চেব আবজ্জনুপেক্খা চ, তস্মিং হি অস্স সমযে সব্বসংখারেসু মজ্ঝত্তভূতা বিপস্সনুপেক্খাপি বলবতি হুত্বা উপ্পজ্জতি। মনোদ্বারে আবজ্জনুপেক্খা পি। নিকন্তী'তি বিপস্সনা-নিকন্তি। এবং ওভাসাদি পতিমণ্ডিতায হি অস্স বিপস্সনায আলযং কুরুমানা সুখুমা সন্তাকারা নিকন্তি (তণ্হা) উপ্পজ্জতি। সা নিকন্তি কিলেসো'তি পরিয়হেতুম্পি ন সক্কা। তথ ওভাসাদযো পন উপক্কিলেস-বত্থুতায উপক্কিলেসা'তি বুত্তা, ন অকুসলত্তা। নিকন্তি পন উপক্কিলেসো চেব উপক্কিলেস-বত্থু চ। অকুসলো অব্যত্তো যোগাবচরো তেসু ওভাসাদীসু কম্পতি বিক্খিপতি। তেসু একেকং "এতং মম, এসোহমস্মি, এসো মে অত্তা'তি" সমনুপস্সতি। কুসলো পন ব্যত্তো পণ্ডিতো বুদ্ধিসম্পন্নো যোগাবচরো ওভাসাদীসু উপ্পন্নেসু "অযং খো মে ওভাসো উপ্পন্নো, সো খো পনাযং অনিচ্চো সংখতো পটিচ্চসমুপ্পন্নো খযধম্মো বযধম্মো বিরাগধম্মো নিরোধধম্মো'তি তং পঞ্ঞায পরিচ্ছিন্দতি উপ-

---

অষ্টম, উত্থান বা স্মৃতিশীলতা। তখন সাধকের মধ্যে পর্ব্বতসদৃশ অচল, অটল, সুদৃঢ় স্মৃতি উৎপন্ন হয়। তাহাও পূর্ব্বোক্তভাবে সাধকের পথে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে।

নবম, উপেক্ষা, তরুণ বিদর্শনজনিত মধ্যস্থভাব-সম্ভূত বলবতী উপেক্ষা। তাহাও পূর্ব্বোক্ত ভাবে সাধকের পথে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে।

দশম, নিকান্তি বা তরুণ বিদর্শনজনিত শান্ত সূক্ষ্ম অনুরাগ। তাহাও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাধককে ভ্রমের বশবর্ত্তী করিতে পারে।

যে যোগাচারী সুদক্ষ নহেন, নিপুণ নহেন, তাঁহার চিত্ত দশবিধ উপক্লেশ দ্বারা কম্পিত ও বিক্ষিপ্ত হয়। অবভাসাদি উপক্লেশের প্রত্যেকটিকে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহাই আমার আত্মা' এইরূপ মনে করিয়া তৎপ্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। যিনি দক্ষ, নিপুণ ও বুদ্ধিমান যোগাচারী, তিনি অবভাসাদি উপক্লেশের প্রত্যেকটিকে "এই যে আলোক আমার শরীর হইতে

পরিক্খতি। যথা চ ওভাসো এবং সেসেসুপি। সো এবং উপপরিক্খিত্বা ওভাসং নেতং মম, নেসোহমস্মি, ন মেসো অত্তা'তি সমনুপস্সতি। এবং সেসেসুপি। তেনাহু পোরাণা :—

"ইমানি দস ঠানানি পঞ্ঞায যস্স পরিচিতা
ধম্মুদ্ধচ্চ কুসলো হোতি ন চ বিক্খেপং গচ্ছতি।"

সো এবং বিক্খেপং অগচ্ছন্তো তং উপক্কিলেসজটং বিজটেত্বা "ওভাসাদযো ধম্মা ন মগ্গো, উপক্কিলেস-বিমুত্তং পন বীথিপটিপন্নং বিপস্সনা-ঞাণং মগ্গো'তি" মগ্গং চ অমগ্গং চ ববত্থপেতি। তস্স এবং "অযং মগ্গো, অযং ন মগ্গো'তি, মগ্গং চ অমগ্গং চ ঞত্বা ঠিতং ঞাণং মগ্গামগ্গঞাণ-বিসুদ্ধী'তি বেদিতব্বং।" এত্তাবতা পন তেন ভিক্খুনা তিন্নং সচ্চানং ববত্থানং কতং হোতি। কথং? দিট্ঠি-বিসুদ্ধিযং তাব নাম-রূপানং ববত্থাপনেন দুক্খসচ্চস্স ববত্থানং কতং। কংখা-বিতরণ-বিসুদ্ধিযং পচ্চয-পরিগ্গহনেন সমুদয-সচ্চস্স ববত্থানং কতং।

উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা অনিত্য, হেতু-সমুৎপন্ন, ক্ষয়শীল, পরিণামী, তাহা আমার আত্মা নহে, অনাত্মা" এই প্রকারে জ্ঞানপূর্ব্বক বিচার করেন, পুনঃ পুনঃ চিন্তা করেন। এই কারণে প্রাচীনেরা বলিয়াছেন :—

ইমানি দস ঠানানি পঞ্ঞায যস্স পরিচিতা।
ধম্মুদ্ধচ্চ কুসলো হোতি ন চ বিক্খেপং গচ্ছতি॥

"এই দশ প্রকার কারণ, অর্থাৎ বিদর্শন-জ্ঞানের পরিপন্থী দশবিধ উপক্লেশ যাঁহার নিকট জ্ঞানত পরিচিত, উপক্লেশ ধর্ম্মের উদ্ভবে চিত্তের ঔদ্ধত্য নিবারণ করিতে যিনি দক্ষ, তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না, উপক্লেশে কম্পিত হয় না।"

সেই দক্ষ যোগী উক্ত দশবিধ উপক্লেশরূপজটাকে বিজটিত করিয়া বা ছেদন করিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক বিচার করেন—"আলোকাদি উপক্লেশ সমূহ বিদর্শন-জ্ঞানের পরিপন্থী, তাহা বিদর্শনমার্গ নহে, উপক্লেশ-বিমুক্ত বিদর্শন-জ্ঞানই মার্গ। 'ইহা যথার্থ মার্গ, ইহা যথার্থ মার্গ নহে', এইরূপে মার্গও বিপরীত মার্গ জ্ঞাত হইয়া অবস্থিত জ্ঞানই 'মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি' নামে কথিত হয়। এ পর্য্যন্ত সেই যোগাচারী ভিক্ষু ত্রিবিধ সত্যের বিচার সমাপ্ত করেন, যথা :— 'দৃষ্টি-বিশুদ্ধি'তে দুঃখ-সত্যের বিচার, 'শঙ্কা-উত্তরণ-বিশুদ্ধি'তে সমুদয়-সত্যের

ইমিস্সং পন মগ্গামগ্গঞাণ-দস্সন-বিসুদ্ধিযং সম্মামগ্গস্স অবধারনেন মগ্গ-সচ্চস্স ববত্থানং কতন্তি। এবং লোকিযেনেব তাব ঞাণেন তিন্নং সচ্চানং ববত্থানং কতং হোতী'তি।

পটিপদা-ঞাণ-দস্সন-বিসুদ্ধি

অট্ঠন্নং পন ঞাণানং বসেন সিখাপ্পত্তা বিপস্সনা নবমং চ অনুলোম-ঞাণং ইতি অযং পটিপদাঞাণদস্সন-বিসুদ্ধি নাম। অট্ঠন্নং ইতি চ এত্থ উপক্কিলেসবিমুত্তং বীথিপটিপন্ন বিপস্সনা-সংখাতং উদয-ব্বয-ঞাণং, ভঙ্গ-ঞাণং, ভয-ঞাণং, আদীনব-ঞাণং, নিব্বিদ-ঞাণং, মুচ্চিতুকম্যতা-ঞাণং, পটিসংখা-ঞাণং, সংখারুপেক্খা-ঞাণং ইতি ইমানি অট্ঠঞাণানি বেদিতব্বানি। নবমং পন অনুলোমঞাণন্তি। তস্মা তং সম্পাদেতুকামেন ভিক্খুনা উপক্কিলেস-বিমুত্তং উদয-ব্বয-ঞাণং আদিং কত্বা এতেসু ঞাণেসু যোগো করণীযো। পুন উদয-ব্বয-ঞাণে যোগো কিমত্থিযো ইতি

বিচার এবং 'মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি'তে সম্যক্ মার্গের অবধারণে মার্গ-সত্যের বিচার, এইভাবে লৌকিক জ্ঞানে ত্রিসত্যের বিচার সম্পাদিত হইল।

প্রতিপদ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি

আট প্রকার জ্ঞানের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত বিদর্শন এবং অনুলোম-জ্ঞান, এই নববিধ জ্ঞানই 'প্রতিপদ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি' নামে কথিত হয়। আট প্রকার জ্ঞান, যথা :—উপক্লেশ-বিমুক্ত উদয়-ব্যয়-জ্ঞান, ভঙ্গ-জ্ঞান, ভয়-জ্ঞান, আদীনব-জ্ঞান, নির্ব্বেদ-জ্ঞান, মুমুক্ষা-জ্ঞান, প্রতিসংখ্যা-জ্ঞান ও সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞান এবং নবম জ্ঞান অনুলোম-জ্ঞান। সুতরাং প্রতিপদ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি সাধন করিতে হইলে উপক্লেশ-বিমুক্ত উদয়-ব্যয়-জ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ভঙ্গ-জ্ঞানাদির প্রতি মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে—পুনরায় উদয়-ব্যয়-জ্ঞানের প্রতি মনোযোগ করিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন এই

চে? তিলক্খণ-সল্লক্খনত্থো। উদয-ব্বয-ঞাণং হি হেট্ঠা দসহি উপক্কিলেসেহি উপক্কিলিট্ঠং হুত্বা যথাভূতং তিলক্খণং সল্লক্খেতুং না সক্খি। ইদানি উপক্কিলেস-বিমুত্তং পন সক্কোতি। তীনি লক্খণানি পন কিস্স অমনসিকারা কেন পটিচ্ছন্নত্তা ন উপট্ঠহন্তি? অনিচ্চ-লক্খণং তাব উদয-ব্বযানং অমনসিকারা সন্ততিযা পটিচ্ছন্নত্ত ন উপট্ঠাতি। দুক্খ-লক্খণং পন অভিহ্নসম্পটিপীলনস্স অমনসিকারা ইরিযাপথেহি পটিচ্ছন্নত্তা ন উপট্ঠাতি। অনত্ত-লক্খণং পন নানা-ধাতু-বিনিব্ভোগস্স অমনসিকারা ঘনেন পটিচ্ছন্নত্তা ন উপট্ঠাতি। উদয-ব্বযং পন পরিগ্গহেত্বা সন্ততিযা বিকোপিতায অনিচ্চ-লক্খণং যথাভূতং উপট্ঠাতি। অভিহ্নসম্পটিপীলনং মনসিকত্বা ইরিযা-পথে উগ্ঘাটিতে দুক্খ-লক্খণং যথাভূতং উপট্ঠাতি। নানাধাতুযো বিনিব্ভুজ্জিত্বা ঘনবিনিব্ভোগে কতে অনত্ত-লক্খণং উপট্ঠাতি। এত্থ চ অনিচ্চং অনিচ্চ-লক্খণং, দুক্খং দুক্খ-লক্খণং, অনত্তা অনত্ত-লক্খণন্তি অযং বিভাগো বেদিতব্বো। তত্থ অনিচ্চন্তি খন্ধপঞ্চকং।

যে, অনিত্য, দুঃখও অনাত্মভেদে ত্রিবিধ লক্ষণ উত্তমরূপে দর্শন না করিলে চলে না। পূর্ব্বে যোগাচারী উদয়-ব্যয়-জ্ঞানের দশবিধ উপক্লেশে উপক্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া ত্রিলক্ষণ যথার্থ ভাবে দর্শন করিতে পারেন নাই। এখন তাহা, উপক্লেশ-বিমুক্ত হইয়াছেন বলিয়া তিনি যথার্থ ভাবে ত্রিলক্ষণ দর্শন করিতে সমর্থ। পুনঃ প্রশ্ন হইতেছে :—উক্ত ত্রিলক্ষণ কি মনোনিবেশ না করিবার ফলে, এবং কিসের দ্বারা প্রতিচ্ছন্ন বলিয়া স্মৃতি-পথে উদিত হয় না? উদয়-ব্যয়ের প্রতি মনোনিবেশ না করায় এবং 'নাম-রূপ ধর্ম্ম' হেতুবশে উৎপন্ন হইয়া অতি শীঘ্র লয়প্রাপ্ত হইতেছে, পুনঃ সেই স্থানে অন্য নাম-রূপ উৎপন্ন হইয়া অতি শীঘ্র লয় প্রাপ্ত হইতেছে, এইরূপে ইহার উৎপত্তি, স্থিতি, লয় এত দ্রুত হইতেছে, তাহা সহজে জ্ঞাত হওয়া যায় না। এইরূপে একটির পর একটি আসা বা উৎপন্ন হওয়া, ইহার নাম সন্ততি বা প্রবাহ। এই প্রকার সন্ততিতে উদয়-ব্যয় প্রতিচ্ছন্ন থাকে বলিয়া অনিত্য-লক্ষণ সহজে জ্ঞানের গোচরীভূত হয় না। শরীরের নিত্য যন্ত্রণার প্রতি অমনোযোগহেতু এবং চতুর্ব্বিধ ঈর্য্যাপথের নিত্য পরিবর্ত্তনে দুঃখ-লক্ষণ প্রতিচ্ছন্ন থাকে বলিয়া তাহাও সহজে অনুভূত হয় না। এই শরীরে পঞ্চস্কন্ধের বিভাগের প্রতি

কস্মা ? উপ্পাদ-বয়ঞ্ঞথত্তভাবা হুত্বা অভাবতো, উপ্পাদ-বয়ঞ্ঞথত্তং হি অনিচ্চ-লক্খণং। হুত্বা অভাব-সংখাতো বা আকার-বিকারো। যদনিচ্চং তং দুক্খন্তি বচনতো পন তমেব খন্ধপঞ্চকং দুক্খং, কস্মা ? অভিহ্নপটিপীলনতো। অভিহ্নপটিপীলনাকারো দুক্খ-লক্খণং। যং দুক্খং তদনত্তা'তি পন বচনতো তমেব খন্ধপঞ্চকং অনত্তা। কস্মা ? অবসবত্তনতো, অবসবত্তনাকারো অনত্ত- লক্খণং। তং ইদং সব্বম্পি অযং যোগাবচরো উপক্কিলেস-বিমুত্তেন বীতিপটিপন্ন-বিপস্সনা সংখাতেন উদয-ব্বয-ঞাণেন যথাভূতং সল্লক্খেতি।

মনোনিবেশ না করায় এবং পঞ্চস্কন্ধের সমবায়কে শরীর বা জীব বলিয়া ধারণা করায় অনাত্ম-লক্ষণ জ্ঞানের গোচরীভূত হয় না। এই শরীরে আমি বা আমার যে ভ্রান্ত ধারণা, ইহাই আত্ম-দৃষ্টি বা সংকায়-দৃষ্টি। পারমার্থিক নিয়মে শরীরকে বিভাগ করিয়া দেখিলে তখন আমিত্ব বোধ আর থাকে না, কেবল সংস্কার-পুঞ্জ মাত্র পরিদৃষ্ট হয়। যেমন অন্ধকারে রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয় এবং আলোকের সাহায্যে দৃষ্টিপাত করিলে সেই ভ্রম অপসারিত হয়, রজ্জুতে রজ্জু-জ্ঞানই হয়, তেমন অবিদ্যান্ধকারেও এই শরীরে 'আমি' বা 'আমার' বলিয়া মিথ্যা ধারণা হয় এবং জ্ঞানরূপ আলোকের সাহায্যে লক্ষ্য করিলে সেই ভ্রম বা মিথ্যা ধারণা অন্তর্হিত হয়, কেবল সংস্কার-পুঞ্জ মাত্র পরিদৃষ্ট হয়। এই যে শরীরের প্রতি বিপরীত ধারণা, তাহারই নাম আত্ম-দৃষ্টি বা সংকায়-দৃষ্টি, এবং সেই ভ্রান্ত ধারণা অন্তর্হিত হইয়া সংস্কার-পুঞ্জ বলিয়া যে সত্য ধারণা বা যথার্থ-দর্শন (যথাভূত-দর্শন), তাহারই নাম অনাত্ম-দৃষ্টি। এস্থলে অনিত্য ও অনিত্য-লক্ষণ, দুঃখ ও দুঃখ-লক্ষণ এবং অনাত্মা ও অনাত্ম-লক্ষণ দর্শন করা কর্ত্তব্য। অনিত্য বলিতে পঞ্চ স্কন্ধকেই বুঝায়, পঞ্চ স্কন্ধের অতিরিক্ত কোনও স্কন্ধ বা সংস্কার ধর্ম্ম নাই। এই সংস্কার ধর্ম্ম সমূহ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, ইহাদের পরিবর্ত্তনশীলতাই অনিত্য-লক্ষণ। যাহা অনিত্য তাহাই দুঃখ। এই শরীর জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি আকারে নিত্য পরিবর্ত্তিত হওয়াতে নানা যন্ত্রণাই নিয়ত অনুভূত হয়, সুতরাং তাহা দুঃখ। নিত্য যন্ত্রণাকারে অনুভূত হওয়াই দুঃখ-লক্ষণ। যাহা দুঃখ তাহাই অনাত্মা। যাহা ইচ্ছার বশে থাকে না, অবশবর্ত্তিতাই অনাত্ম-লক্ষণ। যোগী উপক্লেশ-বিমুক্ত 'উদয়-ব্যয়-জ্ঞানে' এই লক্ষণত্রয় যথাসত্য দর্শন করেন।

---

(৩) ভঙ্গঞাণং

তঙ্গ এবং সল্লক্খেত্বা পুনপ্পুনং অনিচ্চং দুক্খং অনত্তা'তি রূপারূপ-ধম্মে তুলযতো তীরযতো তং উদয়-ব্বয-ঞাণং তিক্খং হুত্বা বহতি পবত্ততি। সংখার-ধম্মা লহুং উপট্ঠহন্তি। ঞাণে তিক্খে বহন্তে সংখারেসু লহুং উপট্ঠহন্তেসু উপ্পাদং বা ঠিতিং বা পবত্তং বা নিমিত্তং বা ন সম্পাপুনাতি। খয-বয-ভেদ-নিরোধে যেব সতি সন্তিট্ঠতি। তঙ্গ এবং উপ্পজ্জিত্বা এবং নাম সংখারগতং নিরুজ্ঝতী'তি পস্সতো এতস্মিং ঠানে ভঙ্গ-ঞাণং উপ্পজ্জতি। তথ যস্মা ভঙ্গো নাম অনিচ্চতায পরম-কোটি, তস্মা সো ভঙ্গানুপস্সকো যোগাবচরো সব্বং সংখারগতং অনিচ্চতো অনুপস্সতি নো নিচ্চতো, দুক্খতো অনুপস্সতি নো সুখতো, অনত্ততো অনুপস্সতি নো অত্ততো, অনুপস্সতী'তি অনু অনুপস্সতি, অনেকেহি আকারেহি পুনপ্পুনং পস্সতি। যস্মা পন যং অনিচ্চং দুক্খং অনত্তা, ন তং

---

(৩) ভঙ্গ-জ্ঞান।

নাম-রূপ ধর্ম্ম—অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম, এই প্রকারে জ্ঞানপূর্ব্বক বিচার করিবার ফলে যোগীর উদয়-ব্যয়-জ্ঞান তীক্ষ্ণতর হয়। সংস্কারধর্ম্মসমূহ তাঁহার স্মৃতি-পথে দ্রুত আবির্ভূত হইয়া দ্রুত লয়প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় তাঁহার স্মৃতি সংস্কার ধর্ম্ম সমূহের উৎপত্তি ও স্থিতি-ক্ষণে তিষ্ঠিতে পারে না, তাহা ভঙ্গ-ক্ষণেই অবস্থিত হয়। সংস্কারধর্ম্মসমূহ এইরূপে উৎপন্ন হইয়া এইরূপে বিনষ্ট হইতেছে, এইরূপে অবিরত দর্শন করিতে করিতে ক্রমে তাঁহার মধ্যে 'ভঙ্গ-জ্ঞান' উৎপন্ন হয়। অনিত্যতার শেষ পরিণতিই ভঙ্গ। ভঙ্গানুদর্শী ভিক্ষু সমস্ত সংস্কার ধর্ম্মকে অনিত্যের দিক হইতে সতত দর্শন করেন, নিত্যতার দিক্ হইতে নহে; দুঃখের দিক্ হইতে দর্শন করেন, সুখের দিক্ হইতে নহে, অনাত্মার দিক্ হইতে দর্শন করেন, আত্মার দিক্ হইতে নহে, যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ এবং যাহা দুঃখ তাহা অনাত্ম। সুতরাং যাহা অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম, তদ্বিষয়ে আনন্দিত হওয়ার কিছুই নাই এবং আসক্ত হইবারও কিছুই নাই। এইরূপে তিনি ভঙ্গ-জ্ঞান দর্শনের নিয়মে অনিত্য,

অভিনন্দিতব্বং, যং চ অনভিনন্দিতব্বং, ন তত্থ রজ্জিতব্বং। তস্মা তেন ভঙ্গ-ঞাণানুসারেন অনিচ্চং দুক্খং অনত্তা'তি দিট্ঠে সংখারগতে নিব্বিন্দতি নো নন্দতি, বিরজ্জতি নো রজ্জতি, সো এবং অরজ্জন্তো লোকিকেনেব তাব ঞাণেন রাগং নিরোধেতি নো সমুদেতি, সমুদয়ং ন করোতী'তি অত্থো। তস্স এবং ভঙ্গং অনুপস্সতো সংখারাব ভিজ্জন্তি, তেসং ভেদো মরণং, ন অঞ্ঞো কোচি অত্থী'তি সুঞ্ঞতো উপট্ঠানং ইজ্ঝতি।

তেনাহু পোরাণা :—

"খন্ধা নিরুজ্ঝন্তি ন চত্থি অঞ্ঞো
খন্ধানং ভেদো মরণন্তি বুচ্চতি।
তেসং খযং পস্সতি অপ্পমত্তো
মণিং'ব বিজ্ঝং বজিরেন যোনিসো'তি।"

সো অভিন্থমেব ভিজ্ঝতী'তি পবত্তমনসিকারো দুব্বলভাজনস্স বিয ভিজ্জমানস্স, সুকুম-রজস্স বিয বিপ্পকীরযমানস্স, তিলানং

দুঃখ ও অনাত্মা ভেদে সংস্কার ধর্ম্ম সমূহ পুনঃ পুনঃ দর্শন করেন। এইরূপ দর্শনের ফলে তাঁহার চিত্ত সংস্কারধর্ম্মের প্রতি আসক্ত হয় না, তদ্বিষয়ে তাঁহার বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, তিনি সতত উদাসীন হইয়া বিচরণ করেন। এইরূপে তিনি লৌকিক জ্ঞানে লোভের নিরোধ সাধন করেন। নাম-রূপের ভঙ্গ বা বিনাশ অবিরত দর্শন করিবার ফলে তাঁহার মনে হয়—সংস্কারধর্ম্ম-সমূহই ভগ্ন হইতেছে, ইহাদের ভেদ বা বিনাশই মরণ। অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম-ভাবাপন্ন সংস্কারধর্ম্ম জীবাত্মা নহে। সুতরাং জীব বলিয়া কেহ মরিতেছে না, সংস্কারধর্ম্ম মাত্র ভগ্ন হইতেছে। এইরূপে শূন্যতার দিক্ হইতে তাঁহার স্মৃতি উৎপন্ন হয়। এই কারণে প্রাচীনেরা বলিয়াছেন :—

খন্ধা নিরুজ্ঝন্তি ন চ'ত্থি অঞ্ঞো,
খন্ধানং ভেদো মরণন্তি বুচ্চতি।
তেসং খয়ং পস্সতি অপ্পমত্তো,
মণিং'ব বিজ্ঝং বজিরেন যোনিসোতি

"পঞ্চস্কন্ধই বিনষ্ট হইতেছে, কোন জীব বা মানুষ মরিতেছে না। পঞ্চ

বিয ভিজ্জমানানং সব্ব-সংখারানং উপ্পাদ-ঠিতি-পবত্ত-নিমিত্তং বিসজ্জেত্বা ভেদমেব পস্সতি। সো যথা নাম চক্খুমা পুরিসো পোক্খরণী-তীরে বা নদীতীরে বা ঠিতো থুল্লফুসিতকে দেবে বস্সন্তে উদক-পিট্ঠে মহন্ত-মহন্তানি উদক-বুব্বুলকানি উপ্পজ্জিত্বা উপ্পজ্জিত্বা সীঘং সীঘং ভিজ্জমানানি পস্সেয্য ; এবমেব সব্বে সংখারা ভিজ্জন্তি, ভিজ্জন্তী'তি পস্সতি। এবরূপং হি যোগাবচরং সন্ধায বুত্তং ভগবতা :—

যথা বুব্বুলকং পস্সে যথা পস্সে মরীচিকং
এবং লোকং অবেক্খন্তং মচ্চু-রাজা ন পস্সতী'তি।"

তস্স এবং সব্বে সংখারা ভিজ্জন্তি ভিজ্জন্তী'তি অভিণ্হং পস্সতো অট্ঠ-আনিংসংস-পরিবারং ভঙ্গ-ঞাণং বলপ্পত্তং হোতি। তত্রিমে

স্কন্ধের ভেদই মরণ বলিয়া কথিত হয়। হীরকের দ্বারা মণি বিদ্ধ করিবার ন্যায় অপ্রমত্ত ভিক্ষুও তীক্ষ্ণ জ্ঞানে পঞ্চস্কন্ধের ক্ষয় নিরীক্ষণ করেন।"

পঞ্চস্কন্ধের ধ্বংসের প্রতি মনোনিবেশ করিবার ফলে যোগীর মনে হয়—দুর্ব্বল মৃন্ময় পাত্র যেন ভগ্ন হইতেছে, সূক্ষ্ম ধূলিরাশি বায়ুমণ্ডলে যেন বিকীর্ণ হইতেছে, সেইরূপ সংস্কার-ধর্ম্ম সমূহও (নাম-রূপ) যেন অবিরত ভগ্ন হইতেছে, কেবল ভগ্ন হইতেছে। তখন তিনি সংস্কার-ধর্ম্মসমূহের উৎপত্তি ও স্থিতির প্রতি মনোনিবেশ না করিয়া কেবল ভঙ্গ-ক্ষণের দিকেই মনোনিবেশ করেন। যেমন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িবার সময় চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি পুকুরের পাড়ে কিংবা নদী-তীরে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিতে থাকেন—জল-বুদ্বুদসমূহ অতি শীঘ্র উৎপন্ন হইয়া অতি শীঘ্র লয় প্রাপ্ত হইতেছে, তেমন সংস্কার-ধর্ম্মসমূহও (নাম-রূপ) অবিরত ভাঙ্গিতেছে, কেবল ভাঙ্গিতেছে, এইরূপই তিনি দর্শন করেন। এই শ্রেণীর যোগাচারী ভিক্ষুর প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ভগবান বলিয়াছেন :—

যথা বুব্বুলকং পস্সে যথা পস্সে মরীচিকং।
এবং লোকং অবেক্খন্তং মচ্চু-রাজা ন পস্সতী'তি॥

"জল-বুদ্বুদ্ ও মরীচিকা দর্শনের ন্যায় যিনি পঞ্চস্কন্ধকে সম্যক্‌রূপে দর্শন করেন, মৃত্যুরাজ (যম) তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তিনি মৃত্যুঞ্জয়।"

সমস্ত সংস্কার-ধর্ম্ম ধ্বংসের অভিমুখে, এইরূপ দর্শনের ফলে তাঁহার অষ্টবিধ গুণযুক্ত 'ভঙ্গ-জ্ঞান' সুদৃঢ় হয়। অষ্টবিধ গুণ, যথা :—ভব-দৃষ্টি বর্জ্জন,

অট্ঠ-আনিসংসা :—ভব-দিট্ঠিপ্পহানং, জীবিত-নিকন্তি-পরিচ্চাগো, সদাযুত্তপযুত্ততা, বিসুদ্ধাজীবিতা, উস্সুক্ক-পহানং, বিগত-ভযতা, খন্তি-সোরচ্চপটিলাভো, অরতি-রতি-সহনতা'তি।

তেনাহু পোরাণা :—

"ইমানি অট্ঠগুণমত্তানি
দিস্বা তহিং সম্মসতি পুনপ্পুনং
আদিত্ত-সেলঙ্গিরসূপমো মুনি
ভঙ্গানুপস্সী অমতঞ্চ পত্তিযা'তি।"

———

জীবনের মায়া ত্যাগ, সততআত্ম-নিয়োগ, বিশুদ্ধজীবিকা, ঔৎসুক্য-পরিত্যাগ, নির্ভয়তা, ক্ষান্তি ও সৌহার্দ্দ লাভ এবং রতি ও অরতি সহনশীলতা। এই কারণে প্রাচীনেরা বলিয়াছেন :—

ইমানি অট্ঠগুণ মত্তানি
দিস্বা তহিং সম্মসতি পুনপ্পুনং।
আদিচ্চ-সেল-সিরসূপমো মুনি
ভঙ্গানুপস্সী অমতস্স পত্তিযা'তি।

"ভঙ্গ-জ্ঞানের এই অষ্টবিধ গুণ দেখিয়া ভঙ্গানুদর্শী উদয়-গিরি-শিখরোপম মুনি অমৃত মহানির্ব্বাণ লাভের জন্য সংস্কার-ধর্ম্মসমূহের 'ভঙ্গ-লক্ষণে' মনো-নিবেশ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ দর্শন করেন।"

———

(৪) ভয়-ঞাণং

তস্স এবং সব্ব-সংখারানং খয-বয-ভেদ-নিরোধ-আরম্মণং ভঙ্গানুপস্সনং আসেবন্তস্স ভাবেন্তস্স বহুলীকরোন্তস্স সব্ব-ভব-যোনি-গতি-ঠিতি-সত্ত-নিবাসেসু পভেদকা সংখারা সুখেন জীবিতু-কামস্স ভীরুকপুরিসস্স সীহ-ব্যগ্ঘ-দীপি-অচ্ছ-তরচ্ছ-যক্খ-রক্খস-ঘোরআসিবিসাদযো বিয মহাভযা হুত্বা উপট্ঠহন্তি। তস্স অতীতা সংখারা নিরুদ্ধা, পচ্চুপ্পন্না নিরুজ্ঝন্তি, অনাগতে নিব্বত্তনকা সংখারা পি এবমেব নিরুজ্ঝিস্সন্তী'তি পস্সতো এতস্মিং ঠানে ভয-ঞাণং উপ্পজ্জতি। তত্রাযং উপমা :—

একিস্সা কির ইত্থিযা তযো পুত্তা রাজাপরাধিকা, তেসং রাজা সীসচ্ছেদং আণাপেসি। সা ইত্থি পুত্তেহি সদ্ধিং আঘাতট্ঠানে অগমাসি। অথস্সা ইত্থিযা জেট্ঠপুত্তস্স সীসং ছিন্দিত্বা মজ্ঝিমস্স সীসং ছিন্দিতুং আরভিংসু। সা জেট্ঠস্স সীসং ছিন্নং, মজ্ঝিমস্স

---

(৪) ভয়-জ্ঞান।

সমস্ত সংস্কার-ধর্ম্মের ক্ষয় বা নিরোধকে অবলম্বনস্বরূপ করিয়া ভঙ্গ-জ্ঞান উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করিলে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-প্রিয় কাপুরুষের (ভীরু পুরুষের) পক্ষে সিংহ, ব্যাঘ্র, যক্ষ, রাক্ষস ও আশীবিষাদির আবির্ভাবে ভীতি দর্শনের ন্যায় ভয়-জ্ঞানে সাধকের স্মৃতি-পথে ত্রিলোকগত সংস্কারধর্ম্মসমূহ ভয়াবহরূপে আবির্ভূত হয়। তিনি সমস্ত ত্রিলোকই অনিত্য, অধ্রুব, পরিণামী বলিয়া অবধারণ করেন। অতীতে উৎপন্ন সংস্কারধর্ম্মসমূহ অতীতেই নিরুদ্ধ হইয়াছে, বর্ত্তমানে উৎপন্ন সংস্কার-ধর্ম্ম সমূহ বর্ত্তমানেই নিরুদ্ধ হইতেছে এবং অনাগতে যেই সংস্কার-ধর্ম্মসমূহ উৎপন্ন হইবে তাহা অনাগতেই নিরুদ্ধ হইবে। এইরূপে নিবিষ্টচিত্তে অবিরত দর্শন করিলে সাধকের মধ্যে ভয়-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এক স্ত্রীলোকের তিন পুত্র ছিল। তাহারা রাজার নিকট গুরুতর অপরাধে অপরাধী। রাজা তাহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। শোকাতুরা জননী পুত্রদের সহিত বধ্যস্থানে যাইয়া দেখিতেছেন—ঘাতক প্রথমে জ্যেষ্ঠপুত্রকে বধ করিল। তৎপরে সে মধ্যমপুত্রকে বধ করিবার

সীসং ছিজ্জমানং দিস্বা কনিট্ঠম্হি আলযং বিস্সজ্জি। অযম্পি পুত্তো এতেসং এব সদিসো ভবিস্সতী'তি। তত্থ তস্সা ইত্থিযা জেট্ঠপুত্তস্স ছিন্ন-সীস-দস্সনং বিয যোগিনো অতীতসংখারানং নিরোধ-দস্সনং। মজ্ঝিমপুত্তস্স ছিজ্জমান-সীস-দস্সনং বিয পচ্চুপ্পন্নানং সংখারানং নিরোধ-দস্সনং। অযম্পি পুত্তো এতেসং যেব সদিসো ভবিস্সতী'তি কনিট্ঠপুত্তম্হি আলয-বিস্সজ্জনং বিয অনাগতেপি নিব্বত্তনক-সংখারা ভিজ্জিস্সন্তী'তি অনাগতানং নিরোধ-দস্সনং, তস্স যোগিনো এবং পস্সতো এতস্মিং ঠানে ভয-ঞাণং নাম উপ্পজ্জতি। অপরাপি উপমা :—

একা কির পুতিপজা ইত্থি দস-দারকে বিজাযি, তেসু নব দারকা মতা, একো দারকো হত্থগতো মরতি, অপরো কুচ্ছিযং। সা নব-দারকে মতে দসম চ মীযমানং দিস্বা কুচ্ছিগতে দারকে পি আলযং বিস্সজ্জি, অযম্পি তেসং যেব সদিসো ভবিস্সতী'তি। তত্থ তস্সা ইত্থিযা নবন্নং দারকানং মরণানুস্সরনং বিয যোগিনো

উপক্রম করিতেছে। মাতা জ্যেষ্ঠপুত্রকে হত দেখিয়া, মধ্যমপুত্রকে হত্যা করিবার উপক্রমদর্শনে কনিষ্ঠপুত্রও তাহাদের ন্যায় হত হইবে ভাবিয়া তাহার জীবনের আশাও পরিত্যাগ করিলেন। এস্থলে উক্ত স্ত্রীলোকের মৃত জ্যেষ্ঠপুত্র দর্শনের ন্যায় সাধকের অতীত সংস্কারধর্ম্মসমূহের নিরোধ-দর্শন। মাতার ম্রিয়মান মধ্যমপুত্রকে দর্শন করিবার ন্যায় সাধকের বর্ত্তমান সংস্কার-ধর্ম্মসমূহের নিরোধ-দর্শন। কনিষ্ঠপুত্রও অগ্রজদের ন্যায় হত হইবে এই ভাবিয়া মাতার কনিষ্ঠপুত্রের জীবনের আশা বিসর্জ্জন করিবার ন্যায় সাধকের ভবিষ্যৎ সংস্কারধর্ম্মসমূহের নিরোধ-দর্শন। ত্রিকালগত সংস্কার-ধর্ম্ম সমূহের প্রতি যে সাধক এইরূপে দর্শন করেন, তাঁহার মধ্যে ঈদৃশ ভয়-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অপর এক স্ত্রীলোকের দশ পুত্র ছিল। তন্মধ্যে নয় পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, এক পুত্র মাতার ক্রোড়ে মরিতেছে এবং এক শিশু কুক্ষিতে আছে। সেই স্ত্রীলোক নয় পুত্রের মৃত্যুর পরে দশম পুত্রকেও ম্রিয়মান দেখিয়া জঠরগত শিশুটিও অন্যান্য পুত্রদের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে ভাবিয়া কুক্ষিগত সন্তানের জীবনের আশাও পরিত্যাগ করিলেন। এস্থলে উক্ত স্ত্রীলোকের নয় পুত্রের মরণানুস্মরণের ন্যায় সাধকের

অতীত-সংখারানং নিরোধ-দস্সনং। হত্থগত-দারকস্স মীযমান-ভাব-দস্সনং বিয যোগিনো পচ্চুপ্পন্নানং সংখারানং নিরোধ-দস্সনং। কুচ্ছিগতে দারকে আলয-বিস্সজ্জনং বিয অনাগতানং সংখারানং নিরোধ-দস্সনং। তস্স এবং পস্সতো এতস্মিং ঠানে উপ্পজ্জতি ভয-ঞাণং। ভয-ঞাণং পন ভাযতি উদাহু ন ভাযতী'তি? ন ভাযতি। তং হি অতীতা সংখারা নিরুদ্ধা, পচ্চুপ্পন্না নিরুজ্ঝন্তি, অনাগতা সংখারাপি নিরুজ্ঝিস্সন্তী'তি তীরণমত্তমেব হোতি। তস্স যথা নাম চক্খুমা পুরিসো নগরদ্বারে তিস্সো অঙ্গারকাসুযো ওলোকযমানো সযং ন ভাযতি কেবলং হি অস্স যে যে নিপতিস্সন্তি সব্বে অনপ্পকং দুক্খং অনুভবিস্সন্তি। এবং তীরণমত্তমেব হোতি। যথা বা পন চক্খুমা পুরিসো খদির-সূলং, অয-সূলং, সুবণ্ণ-সূলং ইতি পটিপাটিযা ঠপিতং সূলত্তযং ওলোকযমানো সযং ন ভাযতি। কেবলং হিস্স যে যে ইমেসু সূলেসু নিপতিস্সন্তি, সব্বে তে অনপ্পকং দুক্খং অনুভবিস্সন্তি ইতি তীরণমত্তমেব হোতি। এবমেব ভয-

---

অতীত সংস্কারধর্ম্মসমূহের নিরোধ-দর্শন। মাতার ক্রোড়স্থ পুত্রের ম্রিয়মাণ ভাব-দর্শনের ন্যায় সাধকের বর্ত্তমান সংস্কার-ধর্ম্মসমূহের নিরোধ-দর্শন। মাতার গর্ভস্থ সন্তানের জীবনের আশা পরিত্যাগের ন্যায় সাধকের ভবিষ্যৎ সংস্কারধর্ম্মসমূহের নিরোধ-দর্শন। এই অবস্থায় সাধকের ভয়-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সন্দেহ হইতে পারে—ভয়-জ্ঞান দ্বারা সাধক ভয় পান কিংবা ভয় পান না? তদ্দ্বারা অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান ভেদে ত্রিকালগত পরিণামশীল সংস্কার-ধর্ম্মসমূহের স্বভাব নিরূপণ করা হয় মাত্র। যেমন কোন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি নগরদ্বারে তিনটি প্রজ্জ্বলিত অঙ্গারপূর্ণ ভীষণ কূপ অবলোকন করিবার সময় নিজে ভয় করেন না, যাহারা এই কূপে পতিত হইবে, কেবল তাহারাই বহু দুঃখ ভোগ করিবে, এইরূপ চিন্তা করেন মাত্র, অথবা যেমন কোন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি ভূমিতে ক্রমান্বয়ে প্রোথিত খদির-শূল, লৌহ-শূল ও সুবর্ণ-শূল অবলোকন করিবার সময় স্বয়ং ভয় করেন না, যাহারা এই শূলে পতিত হইবে, কেবল তাহারাই বহু দুঃখ ভোগ করিবে, এইরূপ চিন্তা করেন মাত্র। তেমন ভয়-জ্ঞান দ্বারা সাধক স্বয়ং ভয় করেন না। উক্ত প্রজ্জ্বলিত অঙ্গারপূর্ণ কূপদ্বয় সদৃশ এবং শূলত্রয়সদৃশ কাম, রূপ ও অরূপ ভেদে ত্রিভবের মধ্যে অতীত সংস্কার-ধর্ম্ম-

ঞাণেন সো সযং ন ভাযতি, কেবলং হিঙ্গ অঙ্গারকাসুত্তয-সদিসেসু সূলত্তয-সদিসেসু চ তীসু ভবেসু "অতীতা সংখারা নিরুদ্ধা, পচ্চুপ্পন্না নিরুজ্ঝন্তি, অনাগতা নিরুজ্ঝিস্সন্তী'তি" তীরণমত্তমেব হোতি।

——0——

(৫) আদীনব-ঞাণং

তস্স তং ভয-ঞাণং আসেবন্তস্স ভাবেন্তস্স বহুলীকরোন্তস্স সব্ব ভব-যোনি-গতি-ঠিতি-সত্তাবাসেসু নেব তাণং, ন লেনং, ন গতি, ন পটিসরণং পঞ্ঞাযতি। সব্বভব-যোনি-গতি-ঠিতি-সত্তনিবাসেসু পবত্তসংখারেসু একসংখারেপি পত্থনা বা পরামাসো বা ন হোতি। তযো ভবা বীতচ্চিকঙ্গারপুন্না অঙ্গার-কাসুযো বিয, চত্তারো মহাভূতা ঘোরবিসা আসিবিসা বিয, পঞ্চক্খন্ধা উক্খিত্তাসিকবধকা বিয, ছ অজ্ঝত্তিকাযতনানি গাম-ঘাতক-চোরা বিয, সত্ত বিঞ্ঞাণ-ঠিতিযো নব চ সত্ত নিবাসা একাদসহি অগ্গীহি আদিত্তা

সমূহ অতীতেই নিরুদ্ধ হইয়াছে, বর্ত্তমান সংস্কারধর্ম্মসমূহ বর্ত্তমানেই নিরুদ্ধ হইতেছে এবং অনাগত সংস্কারধর্ম্মসমূহ অনাগতেই নিরুদ্ধ হইবে। এইরূপে ভয়-জ্ঞান দ্বারা ত্রিভবের ও ত্রিকালের অন্তর্গত সংস্কার-ধর্ম্মসমূহের (পঞ্চ স্কন্ধের) স্বভাব নিরূপণ করা হয় মাত্র।

———

(৫) আদীনব-জ্ঞান।

সাধক ভয়-জ্ঞান উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করিয়া ত্রিভবের মধ্যে কোথাও ত্রাণ বা সুখের আশ্রয় দেখিতে পান না। ত্রিভবের অন্তর্গত সংস্কার-ধর্ম্মসমূহের একটির প্রতিও তাঁহার আসক্তি হয় না। ত্রিভব প্রজ্জ্বলিত-অঙ্গারপূর্ণ কূপের ন্যায়, চতুর্ব্বিধ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ) আশীবিষসদৃশ, পঞ্চস্কন্ধ উত্তোলিত-অসি-হস্তে দণ্ডায়মান ঘাতকসদৃশ এবং নিজস্ব ষড়ায়তন গ্রাম-ঘাতক দস্যু সদৃশ প্রতীয়মান হয়। সমস্ত জীব-লোক এগার প্রকার অগ্নি দ্বারা সতত

সম্পজ্জলিতা সজোতিভূতা বিয চ, সব্বে সংখারা গণ্ডভূতা, রোগভূতা সল্লভূতা বিয চ, নিরস্সাদা নিরসা মহা আদীনবরাসীভূতা হুত্বা উপট্ঠহন্তি। কথং? সুখেন জীবিতুকামস্স ভীরুক-পুরিসস্স রমণীযাকার-সংঠিতম্পি সবালকমিব বনগহনং, সসদ্দূলা বিয গুহা, সগাহরক্খসং বিয উদকং, সমুস্সিত খগ্গা বিয পচ্চত্থিকা, সবিসং বিয ভোজনং, সচোরো বিয মগ্গো, আদিত্তমিব অগারং। যথা হি সো পুরিসো এতানি সবালক-বনগহনাদীনি আগম্ম ভীতো সংবিগ্গো লোমহট্ঠজাতো সমন্ততো আদীনবমেব পস্সতি; এবমেব অযং যোগাবচরো ভঙ্গানুপ্পস্সনাবসেন সব্বসংখারেসু ভযতো উপট্ঠিতেসু সমন্ততো নিরসং নিরস্সাদং আদীনবং যেব পস্সতি। তস্স এবং পস্সতো আদীনব-ঞাণং নাম উপ্পন্নং হোতি। ভযতুপট্ঠানেন আদীনবং দিস্বা উব্বিগ্গহদযানং যোগীনং অভযম্পি অত্থি খেমং নিব্বাণং নিরাদীনবন্তি।

প্রজ্জ্বলিত বলিয়া তাঁহার মনে হয়। সমস্ত সংস্কার-ধর্ম্ম গণ্ডসদৃশ, রোগসদৃশ, শূলসদৃশ, আস্বাদবিহীন, নীরস ও মহা আদীনবরাশিরূপে সাধকের স্মৃতি-পথে উদিত হয়। সুখে জীবন-ধারণের আশায় আশান্বিত ভীরুজনের পক্ষে হিংস্রজন্তুসমাকীর্ণ রমণীয় গহন বন দর্শনের ন্যায়, শার্দ্দূলাধিকৃত গুহাদর্শনের ন্যায়, রাক্ষস-পরিগৃহীত সরোবর দর্শনের ন্যায়, উৎক্ষিপ্ত অসি-হস্ত শত্রু দর্শনের ন্যায়, বিষ-মিশ্রিত ভোজন দর্শনের ন্যায়, দস্যু-অধিকৃত পথ দর্শনের ন্যায় এবং প্রজ্জ্বলিত গৃহ দর্শনের ন্যায়, সাধকের জ্ঞান-চক্ষে কাম, রূপ ও অরূপ ভেদে ত্রিভব (ত্রিলোক) ভীষণ-আকারে পরিদৃষ্ট হয়। যেমন সেই ভীরু পুরুষ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিবার আশায় হিংস্রজন্তু-সমাকীর্ণ গহন বনে উপস্থিত হইলে ভীত, উদ্বিগ্ন, রোমাঞ্চিত হইয়া চারিদিকে কেবল বিভীষিকাময় দোষ-রাশিই দেখিতে পায়, তেমন যোগী ভঙ্গ-জ্ঞানের বর্দ্ধনহেতু সমস্ত সংস্কার-ধর্ম্ম ভীতির আকারে তাঁহার স্মৃতি-পথে উদিত হইলে, তিনি চতুর্দ্দিকে কেবল বিভীষিকাময় দোষরাশিই দেখিতে পান। এইরূপে দর্শন করিবার ফলে ভয়-জ্ঞান হইতে তাঁহার মধ্যে আদীনব-জ্ঞান বা দোষ-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। আদীনব-জ্ঞানোদয়ে উদ্বিগ্নহৃদয় যোগিগণ দেখিতে পান—তাহাদের জন্য অভয়-পদও আছে, যাহা একান্ত নিরাপদ, আদীনবশূন্য, নির্ব্বাণ।

৬) নিব্বিদা-ঞাণং

সো যোগাবচরো এবং সব্ব সংখারে আদীনবতো পস্সন্তো সব্বভব-যোনি-গতি-বিঞ্ঞাণ-ঠিতি-সত্তাবাসে দিট্ঠাদীনবে সভেদকে সংখারগতে নিব্বিন্দতি উক্কণ্ঠতি নাভিরমতি। সেয্যথাপি নাম চিত্তকূট-পব্বত-পাদাভিরতো সুবণ্ণ-রাজহংসো অসুচিম্হি চণ্ডাল-গাম-দ্বারাবাটে নাভিরমতি, সত্তসু মহাসরেসুযেব অভিরমতি; এবমেব অযম্পি যোগী-রাজহংসো সুপরিদিট্ঠাদীনবে সভেদকে সংখারগতে নাভিরমতি, ভাবনারমতায পন ভাবনারতিযা সমন্না-গতত্তা সত্তসু অনুপস্সনাসু যেব রমতি। যথা চ পন সুবণ্ণপঞ্জরে পক্খিত্তো সীহো মিগরাজা নাভিরমতি, তিযোজন-সহস্স-বিত্থতে পন হিমবন্তেযেব রমতি; এবং অযং যোগী-সীহো তিবিধে সুগতি ভবেপি নাভিরমতি, তীসু পন অনুপস্সনাসু যেব রমতি, যথা চ পন সব্বসেতো সত্তপতিট্ঠো ইদ্ধিমা বেহাসঙ্গমো ছদ্দন্তো নাগরাজা নগরমজ্ঝে নাভিরমতি, হিমবতি ছদ্দন্ত-দহ-গহনেযেব অভিরমতি;

---

(৬) নির্ব্বেদ-জ্ঞান

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সমস্ত সংস্কার-ধর্ম্মকে আদীনবরূপে দর্শন করিবার ফলে সাধক ত্রিলোকের প্রতি উদাসীন ও উৎকণ্ঠিত হন; কোথায়ও তাঁহার চিত্ত রমিত হয় না। যেমন চিত্রকূট পর্ব্বতের পাদদেশে রমণীয় পবিত্র মহা-সরোবরে কেলি-রত সুবর্ণ রাজহংস চণ্ডাল-গ্রাম-দ্বারে দুর্গন্ধ অশুচিপূর্ণ ক্ষুদ্র জলাশয়ে রমিত হয় না, হিমালয়ের সপ্ত মহাসরোবরেই রমিত হয়, তেমন যোগীও ত্রিলোকগত অনিত্য সংস্কার-ধর্ম্মে রমিত হন না, ধ্যান-সুখে অভিরত বলিয়া বিদর্শনারামেই রমিত হন। যেমন সুবর্ণ-পিঞ্জরাবদ্ধ মৃগরাজ সিংহ সুবর্ণপিঞ্জরে রমিত হয় না, ত্রি-সহস্র-যোজন-বিস্তৃত হিমালয় পর্ব্বতেই রমিত হয়, তেমন যোগীও ত্রিবিধ সুগতি ভবে (কাম, রূপ ও অরূপ ভেদে সুগতিতে) রমিত হন না, ধ্যান-পরায়ণ বলিয়া তিনি বিদর্শন-ভাবনাতেই রমিত হন। অথবা যেমন সর্ব্ব-শ্বেতবর্ণ ঋদ্ধিমান আকাশগামী ষড়্দন্ত

এবং অযং যোগীবর-বারণো সব্বস্মিম্পি সংখারগতে নাভিরমতি, অনুপ্পাদো খেমং নিরাদীনবং নিব্বানং ইতি দিট্ঠে সন্তিপদেযেব রমতি। তন্নিন্ন-তপ্পোন-তপ্পত্তার-মানসো হোতি।

---

(৭) মুচ্চিতুকম্যতা-ঞাণং

তং পন এতং পুরিমেন ঞাণদ্বযেন অত্থতো একং। তেনাহু পোরাণা :—"ভযতুপট্ঠানং একমেব তীণি নামানি লভতি, সব্ব-সংখারে ভযতো অদ্দসা'তি ভযতুপট্ঠানং নাম জাতং, তেসু যেব সংখারেসু আদীনবং উপ্পাদেতী'তি আদীনবানুপস্সনা নাম জাতং, তেসু যেব সংখারেসু নিব্বিন্দমানং উপ্পন্নত্তি নিব্বিদানুপস্সনা নাম জাতং। ইমিনা পন নিব্বিদা-ঞাণেন ইমস্স কুলপুত্তস্স নিব্বিন্তস্স উক্কণ্ঠন্তস্স অনভিরমন্তস্স সব্ব-ভব-যোনি-গতি-বিঞ্ঞাণ-ঠিতি-সত্তা-বাসগতেসু সভেদকেসু সংখারেসু এক-সংখারেপি চিত্তং ন সজ্জতি

হস্তী যূথপতি জনাকীর্ণ নগর মধ্যে রমিত হয় না, হিমালয়ের গহন বনে মানস-সরোবরেই অভিরমিত হয়; তেমন যোগীও কোন প্রকার সংস্কার ধর্ম্মে রমিত হন না, শান্তি-পদ নির্ব্বাণেই তাঁহার চিত্ত রমিত হয়, নির্ব্বাণাভিমুখী চিত্ত সতত নির্ব্বাণের প্রতিই ধাবিত হয়।

---

(৭) মুমুক্ষা-জ্ঞান

পূর্ব্বোক্ত ভয়-জ্ঞান, আদীনব-জ্ঞান ও নির্ব্বেদ-জ্ঞান অর্থত একই। এই কারণে প্রাচীনেরা বলিয়াছেন,—"একমাত্র ভয়-জ্ঞানেরই ত্রিবিধ নামকরণ হইয়াছে। সমস্ত সংস্কারধর্ম্মকে ভয়ের দিক্ হইতে দর্শন করিলে তাহা ভয়-জ্ঞান, আদীনবের (উপদ্রবের) দিক্ হইতে দেখিলে আদীনব-জ্ঞান এবং সংস্কারধর্ম্মসমূহের প্রতি উদাসীনতা উৎপাদন করিলে নির্ব্বেদ-জ্ঞান নামে অভিহিত হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ জ্ঞান অর্থবিচারে এক।

নির্ব্বেদ-জ্ঞান উদিত হইবার ফলে কুলপুত্র ভিক্ষু উদাসীন ও উৎকণ্ঠিত

ন বজ্জতি। সব্বসংখারতো মুচ্চিতুকামং নিস্সরিতুকামং হোতি। যথা নাম জালন্তরগতো মচ্ছো, সপ্পমুখগতো মণ্ডুকো, পঞ্জর-পরিখিত্তো বন-কুক্কুটো, সপত্তপরিবারিতো পুরিসো'তি এবমাদযো ততো ততো মুচ্চিতুকামা নিস্সরিতুকামা হোন্তি। এবং তস্স যোগিনো চিত্তম্পি সব্বস্মা সংখারগততো মুচ্চিতুকামং নিস্সরিতুকামং হোতি। অথস্স এবং সব্ব-সংখারেসু বিগতালযস্স সব্বস্মা সংখারগতা মুচ্চিতুকামস্স উপ্পজ্জতি মুচ্চিতুকম্যতা-ঞাণং'তি।

---

(৮) পটিসংখা-ঞাণং

সো এবং সব্ব-ভব-যোনি-গতি-ঠিতি-সত্তনিবাসগতেহি সভেদ-কেহি সংখারেহি মুচ্চিতুকামো সব্বস্মা সংখারগতা মুচ্চিতুং পুন তে যেব সংখারে পটিসংখা-ঞাণেন তিলক্খণং আরোপেত্বা

হইলে ত্রিভবের অন্তর্গত কোনও সংস্কারধর্ম্মের প্রতি তাঁহার চিত্ত আসক্ত হয় না। পরমার্থ-জগতে প্রবেশ করিলে যোগীবর পরমার্থভাবাপন্ন হন, কাজেই তাঁহার চিত্ত বহির্জগতের কোনও কাম্যবস্তুতে মুগ্ধ হয় না। সমস্ত সংস্কারধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহার মধ্যে চিত্ত উৎপন্ন হয়। যেমন জাল-বদ্ধ মৎস্য, সর্প-মুখগত মণ্ডুক, পিঞ্জরাবদ্ধ বন-কুক্কুট এবং শত্রু-পরি-বেষ্টিত পুরুষ সেই সেই বিপদ হইতে মুক্ত হইবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হয়; তেমন যোগীর চিত্তও সমস্ত সংস্কারধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবার জন্য ব্যগ্র হয়। চিত্তের ঈদৃশ অবস্থায় সংস্কার ধর্ম্মের প্রতি তৃষ্ণাহীন এবং মুক্তিকামী সাধকের মধ্যে মুক্তিকাম্যতা-জ্ঞান বা মুমুক্ষা-জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

---

(৮) প্রতিসংখ্যা-জ্ঞান

ত্রিভবের অন্তর্গত সমস্ত সংস্কারধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবার জন্য যোগীবর মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি সমস্ত সংস্কারধর্ম্মে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম লক্ষণ আরোপ করিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক চিন্তা করেন। নিত্য নহে,

পরিগণ্হতি। সো সব্বসংখারে অনিচ্চতো, তাবকালিকতো, উপ্পাদ-বয-পরিচ্ছেদতো, পলোকতো, চলতো, অদ্ধুবতো, পভঙ্গুতো, বিপরিনাম-ধম্মতো, মরণ-ধম্মতো'তি আদীহি কারণেহি অনিচ্চা'তি পস্সতি। অভিণ্হ-পটিপীলনতো, দুক্খতো, দুক্খ-বত্থুতো, রোগতো, গণ্ডতো, সল্লতো, আবাধতো, উপদ্দবতো, ভযতো, অতাণতো, অলেনতো, অসরণতো, আদীনবতো, বধকতো, জাতি-ধম্মতো, জরা-ধম্মতো'তি আদীহি কারণেহি দুক্খা'তি পস্সতি। দুগ্গন্ধতো, জেগুচ্ছতো, পটিকূলতো, বিরূপতো, বীভচ্ছতো'তি আদীহি কারণেহি দুক্খ-লক্খণস্স পরিবারভূততো অসুভা'তি পস্সতি। পরতো, রিত্ততো, তুচ্ছতো, সুঞ্ঞতো, অস্সামিকতো, অবসবত্তিতো'তি আদীহি কারণেহি অনত্তা'তি পস্সতি। এবং হি পস্সতা তেন তিলক্খণং আরোপেত্বা সংখারা পরিগ্গহিতা নাম হোন্তি। কস্মা পনাযং এতে এবং পরিগণ্হতী'তি? মুঞ্চনস্স উপাযসম্পাদনত্থং। তত্রাযং উপমা :—একো কির পুরিসো মচ্ছে গহেস্সামী'তি মচ্ছ-খিপং গহেত্বা উদকে ওড্ডাপেসি। সো খিপমুখেন হত্থং ওতারেত্বা অন্তোদকে সপ্পং গীবায গহেত্বা মচ্ছো মে গহিতো'তি অত্তমনো

ক্ষণস্থায়ী, উদয়-ব্যয়দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, ধ্বংসশীল, চঞ্চল, অধ্রুব, ক্ষণভঙ্গুর, পরি-বর্ত্তনশীল, মরণশীল, ইত্যাদি অর্থে সংস্কারধর্ম্মসমূহ অনিত্য। নিত্য যন্ত্রণাকর, দুঃসহ, দুঃখের নিবাস, রোগ, গণ্ড, শূল, ব্যাধি, উপদ্রব, ভয়, অশরণ, আদীনব, বধক, জন্ম ও জরাযুক্ত ইত্যাদি অর্থে সংস্কারধর্ম্ম দুঃখ। দুর্গন্ধ, অশুচি, কুৎসিত, কদাকার, বীভৎস, বিকৃত, ঘৃণিত, জুগুপ্সিত, ইত্যাদি অর্থে সংস্কারধর্ম্ম অশুভ (অশুচি)। নিজস্ব নহে, রিক্ত, শূন্য, স্বামিত্বহীন, অবশবর্ত্তী, ইত্যাদি কারণে সংস্কারধর্ম্ম অনাত্ম। মুক্তির উপায় নিরূপণের জন্য অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম এই ত্রিলক্ষণ সংস্কারধর্ম্মে আরোপ করিয়া বিশদভাবে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিলে সংস্কারধর্ম্মসমূহের স্বভাব বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এই প্রকারে জ্ঞানপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ চিন্তা করাই মুক্তির উপায়রূপে নির্দ্ধারিত। কোন এক ব্যক্তি মাছ ধরিবার জন্য একটা 'পলো' লইয়া জলে চাপ দিল। 'পলো'র ভিতর হাত দেওয়া মাত্র সে মৎস্যভ্রমে এক বিষধর সর্পের গ্রীবা শক্ত করিয়া ধরিল।

অহোসি। সো মহা বত মযা মচ্ছো লদ্ধো'তি উক্খিপিতা পঙ্গন্তো সোবখিকত্তযদস্সনেন সপ্পো'তি সংজানিত্বা ভীতো আদীনবং দিস্বা গহনে নিব্বিন্দন্তো মুঞ্চিতুকামো হুত্বা মুঞ্চনস্স উপাযং করোন্তো অগ্গনস্সুট্ঠিতো পট্ঠায হত্থং নিব্বেঠেত্বা বাহুং উক্খিপিত্বা উপরি-সীসে দ্বে তযো বারে আবিঞ্ছিত্বা সপ্পং দুব্বলং কত্বা "গচ্ছ দুট্ঠ সপ্পো'তি" বিস্সজ্জিত্বা বেগেন তলাকপালিং আরুযহ মহন্তস্স বত ভো সপ্পস্স মুখতো মুত্তোম্হি'তি আগত-মগ্গং ওলোকযমানো অট্ঠাসি। তত্থ তস্স পুরিসস্স মচ্ছো'তি সপ্পং গীবায গহেত্বা তুট্ঠকালো বিয ইমস্স পি যোগিনো আদিতো ব অত্তভাবং পটিলভিত্বা তুট্ঠকালো, তস্স খিপ-মুখতো সীসং নীহরিত্বা সোবখিকত্তযদস্সনং বিয ইমস্স যোগিনো ঘনবিনিব্ভোগং কত্বা সংখারেসু তিলক্খণ-দস্সনং তস্স ভীতকালো বিয ইমস্স যোগিনো ভযতুপট্ঠান-ঞাণং ততো আদীনব-দস্সনং বিয আদীনব-ঞাণং, গহনে নিব্বিন্দনং বিয

সে মনে করিল যেন সে একটি বড় মাছ ধরিয়াছে। ইহাতে তাহার আনন্দের সীমা রহিল না; কিন্তু পরে সে তাহা উপরে তুলিয়া দেখিল যে, ত্রিবক্র এক সাপ তাহার হাত বেষ্টন করিয়া আছে। সর্পের ত্রিবক্র লক্ষণ দর্শনেই তাহার মৎস্যভ্রম দূরীভূত হইল এবং তাহা যে মাছ না হইয়া সাপ তাহা যথার্থ জানিতে পারিল। অমনি সে অত্যন্ত ভীত হইয়া ইহাতে প্রমাদ গণিল। সাপ্ ধারণের প্রতি ঔদাসীন্য উৎপাদন করিয়া সে তাহা হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছায় মুক্তির উপায় ঠিক্ করিল। সে সাপের লেজের নীচের দিক্ হইতে ক্রমে বেষ্টন খুলিয়া এবং সাপের মাথায় দুই তিন বার আঘাত করিয়া এবং সাপকে দুর্ব্বল করিয়া "দুষ্ট আততায়ি,! দূর হও" বলিয়া সাপকে পরিহার করিল। সে দ্রুতবেগে জলাশয়ের তীরে উঠিয়া—"অহো! কত বড় বিষধর সাপের দংশন হইতে রক্ষা পাইলাম!" মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহার আসিবার পথের দিকে তাকাইয়া অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। এস্থলে ঐ ব্যক্তির মৎস্যভ্রমে সর্পের গ্রীবায় ধরিয়া আনন্দিত হইবার ন্যায় পূর্ব্বে অজ্ঞান-অবস্থায় যোগীপুরুষের পক্ষে নিজের দেহের প্রতি মায়াবশে আসক্ত হওয়া। 'পলো' হইতে সাপ বাহির করিয়া উহার ত্রিবক্র লক্ষণ দেখিবার ন্যায় নিজের দেহকেও পরমার্থের দিক হইতে পঞ্চস্কন্ধ বশে বিভাগ

যোগিনো নিব্বিদা-ঞাণং সপ্পং মুচ্চিতুকামতা বিয যোগিনো মুচ্চিতুকম্যতা-ঞাণং, মুঞ্চনস্স উপায-করণং বিয তস্স যোগিনো পটিসংখা-ঞাণেন সংখারেসু তিলক্খণারোপনং, যথা হি সো পুরিসো সপ্পং আবিঞ্ঞিত্বা দুব্বলং কত্বা নিবত্তিত্বা ডংসিতুং অসমত্থভাবং পাপেত্বা সুমুত্তং মুঞ্চতি ; এবং অযং যোগাবচরো তিলক্খণারোপনেন সংখারে আবিঞ্ঞিত্বা দুব্বলে কত্বা পুন নিচ্চ-সুখ-সুভ-অত্তাকারেন উপট্ঠাতুং অসমত্থভাবং পাপেত্বা সুমুত্তং মুঞ্চতি। তেন বুত্তং "মুঞ্চনস্স উপাযসম্পাদনত্থং এবং পরিগণ্হতী'তি। এত্তাবতা তস্স যোগিনো উপ্পন্নং হোতি পটিসংখা-ঞাণং।

করিয়া তাহাতে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম লক্ষণ দেখা। সর্পদর্শনে ভীত হইবার ন্যায় পঞ্চস্কন্ধের অনিত্যলক্ষণাদি দর্শনে যোগীর মধ্যে ভয়-জ্ঞান। সর্পেতে দোষদর্শনের ন্যায় যোগীর আদীনব-জ্ঞান। সর্পধারণের প্রতি উদাসীনতার ন্যায় যোগীর নির্ব্বেদ-জ্ঞান। সর্প হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছার ন্যায় যোগীর মুক্তি-কাম্যতা বা মুমুক্ষা-জ্ঞান। সর্প হইতে মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণ করিবার ন্যায় যোগীর সংস্কারধর্ম্মসমূহে নিত্যাদি ত্রিলক্ষণ নিরূপণ করা। যাহাতে সাপ দংশন করিতে না পারে সেই জন্য যেমন উক্ত ব্যক্তি দুই তিন আঘাতে সাপকে দুর্ব্বল করিয়া পরিত্যাগ করে এবং নিজেকে মুক্ত করে, সেইরূপ যোগীপুরুষও অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম এই ত্রিলক্ষণ নিরূপণ দ্বারা সংস্কারধর্ম্মসমূহকে প্রহত করিয়া, যাহাতে তাহা পুনরায় 'নিত্য, সুখ, শুচি ও আত্মা' আকারে স্মৃতি-পথে আবির্ভূত হইতে না পারে, সেইজন্য তৎসমস্ত দুর্ব্বল করিয়া পরিত্যাগ করেন এবং নিজেকেও মুক্ত করেন। এইরূপে সংস্কারধর্ম্মসমূহ হইতে মুক্ত হইবার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া যোগীর মধ্যে প্রতিসংখ্যা-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। প্রতিসংখ্যা অর্থে মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণ বা কৌশল-উদ্ভাবন।

(৯) সংখারুপেক্খা-ঞাণং

সো এবং পটিসংখা-ঞাণেন সব্বে সংখারা নিচ্চ-সুখ-সুভ-অত্ত-সারানং অভাবতো সুঞ্ঞা'তি পরিগণ্হতি। সো এবং মনসি করোতি ঃ—রূপং হি ন সত্তো, ন জীবো, ন নরো, ন মানবো, ন ইত্থি, ন পুরিসো, ন অত্তা, নাহং, ন মম, ন অঞ্ঞস্স, ন কস্সচি। এবং বেদনা-সঞ্ঞা-সংখারা-বিঞ্ঞানেসু পি সুঞ্ঞতো মনসি করোতি। সো এবং সুঞ্ঞতো দিস্বা তিলক্খণং আরোপেত্বা সংখারে পরিগণ্হন্তো ভযং চ নন্দিং চ পহায সংখারেসু উদাসিনো হোতি মজ্ঝত্তো। সো উদাসিনো হুত্বা "অহং ইতি বা মমং ইতি বা ন গণ্হতি। বিস্সট্ঠ-ভরিযো বিয পুরিসো। যথা নাম পুরিসস্স ভরিযা ভবেযা ইট্ঠা কন্তা মনাপা; সো তায বিনা মুহুত্তম্পি অধিবাসেতুং ন সক্কুনেয্য, অতিবিয তং মমাযেয্য। সো তং ইত্থিং অঞ্ঞেন পুরিসেন সদ্ধিং ঠিতং বা নিসিন্নং বা কথেন্তিং বা হসন্তিং বা দিস্বা কুপিতো অনত্তমনো ভবেয্য। সো অপরেন সমযেন তস্স ইত্থিযা দোসং

---

(৯) সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞান

প্রতিসংখ্যা-জ্ঞানদ্বারা যোগী নির্দ্ধারণ করেন—সমস্ত সংস্কারধর্ম্মে নিত্য, সুখ, শুচি ও আত্মা বলিয়া কোন সার পদার্থ নাই, এই অর্থে তাহা শূন্য। সুতরাং সমস্ত সংস্কারধর্ম্ম অনিত্য, দুঃখ, অশুচি ও অনাত্ম। তিনি এইরূপ চিন্তা করেন—রূপস্কন্ধ সত্ত্ব নহে, জীব নহে, নর নহে, স্ত্রী নহে, পুরুষ নহে, আত্মা নহে, 'আমি' নহে, 'আমার' নহে, অন্যের নহে এবং কাহারও নহে, এই অর্থে রূপস্কন্ধ শূন্য। এইরূপে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানস্কন্ধও শূন্যের দিক হইতে দেখিতে হয়। এইরূপে সংস্কারধর্ম্মসমূহকে শূন্যের দিক্ হইতে দর্শন করায় তিনি ভয় ও আনন্দ পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত সংস্কার-ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন হন। তিনি সংস্কারধর্ম্মকে 'আমি' বা 'আমার' বলিয়া আর মনে করেন না। যেমন পরিত্যক্ত ভার্য্যার প্রতি স্বামী উদাসীন হন, তেমন যোগীও কাম্যবস্তুর প্রতি অনাসক্ত হন। কোনও পুরুষ বাঞ্ছিত সুন্দরী স্ত্রী লাভ করিয়া তৎপ্রতি মুগ্ধ হয়, প্রিয়াকে না দেখিলে

দিস্বা মুঞ্চিতুকামো হুত্বা তং বিস্সজ্জেয্য, ন তং মমা'তি গণ্হতি। ততো পট্ঠায তং যেন কেনচি সদ্ধিং যং কিঞ্চি কুরুমানং দিস্বাপি নেব কুপ্পেয্য ন দোমনস্সং উপ্পাদেয্য, অথ খো উদাসিনোব ভবেয্য মজ্ঝত্তো। এবমেব অযম্পি যোগাবচরো তেভূমকসংখারেহি মুঞ্চিতুকামো হুত্বা পটিসংখা-ঞাণেন সংখারে পরিগণ্হন্তো "অহং মমা'তি" গহেতব্বং অদিস্বা ভযং চ নন্দিং চ পহায সব্ব-সংখারেসু উদাসিনো হোতি মজ্ঝত্তো। তস্স এবং জানতো এবং পস্সতো তীসু ভবেসু চতূসু যোনীসু, পঞ্চসু গতীসু, সত্তসু বিঞ্ঞাণ-ট্ঠিতীসু, নবসু সত্তাবাসেসু চিত্তং পতিলীযতি পতিকুট্টতি পতিবট্টতি ন সম্পসারিযতি, উপেক্খা বা পটিকুল্যতা বা সংঠাতি। এত্তাবতা তস্স যোগিনো সংখারুপেক্খা-ঞাণং নাম উপ্পন্নং হোতি। তং পন ঞাণং পুরিমেন ঞাণদ্বয়েন অখতো একং। তেনাহু পোরাণা :— "ইদং সংখারুপেক্খা-ঞাণং একমেব তীনি নামানি লভতি। হেট্ঠা মুচ্চিতুকম্যতা-ঞাণং নাম জাতং, মজ্ঝে পটিসংখানুপস্সনা-ঞাণং

সে এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না; সেই প্রিয়পত্নীকে পরপুরুষের সহিত হাস্যালাপ করিতে দেখিয়া স্ত্রীর প্রতি যেমন সে অসন্তুষ্ট হয় এবং অন্য সময়ে সেই স্ত্রীর অমার্জ্জনীয় দোষ দেখিয়া চিরতরে তাহাকে বিসর্জ্জন করে, এবং তখন হইতে সে পরিত্যক্ত ভার্য্যাকে আপনার বলিয়া আর মনে করে না, ঐ স্ত্রীর প্রতি তাহার উদাসীনতাই উৎপন্ন হয়; যোগীও তেমন জগতের ভোগ্যবস্তুর প্রতি অনাসক্ত হন। ত্রিলোকের অন্তর্গত সমস্ত সংস্কার-ধর্ম্মে তাঁহার ভয়ও নাই, আনন্দও নাই, তিনি উদাসীন। ত্রিভবের মধ্যে 'আমি' বা 'আমার' বলিবার কিছুই নাই। সর্ব্বত্র শূন্য—কেবল শূন্য, সংস্কারপুঞ্জ মাত্র, অনিত্য, অধ্রুব, কেবল দুঃখরাশি, অনাত্ম, আত্মাশূন্য, কিছুই নাই, আছে মাত্র শূন্য, শূন্যই কেবল, ইহাই নিত্য, ধ্রুব, সুখ, অব্যক্ত সুখ, শান্তি, কেবল শান্তি, অব্যক্ত শান্তি, এই ভাবে ভাবাপন্ন হইয়া তিনি ত্রিভবের সংস্কারপুঞ্জের প্রতি উদাসীন হন এবং শান্তিপদের দিকে তাঁহার চিত্ত ধাবিত হয়। এই অবস্থায় যোগীর সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞান পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ জ্ঞানের সহিত অর্থত এক। এই কারণে প্রাচীনেরা বলিয়াছেন :—এই সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞান ত্রিবিধ নামে কথিত হয়। প্রথম,

নাম জাতং, অস্তে চ সিখাপ্পত্তং সংখারুপেক্খা-ঞাণং নাম জাতং।" এবং অধিগত-সংখারুপেক্খস্স পন ইমস্স যোগিনো বিপস্সনা সিখাপ্পত্তা বুট্ঠানগামিনী হোতি। সিখাপ্পত্তা বিপস্সনা'তি বা বুট্ঠানগামিনী'তি সংখারুপেক্খা-ঞাণ-দ্বয়স্স এব এতং নামং। সা হি সিখং উত্তমভাবং পত্তত্তা সিখাপ্পত্তা বুট্ঠানং গচ্ছতী'তি বুট্ঠানগামিনী'তি বুচ্চতি। বুট্ঠানন্তি মগ্গো, তং গচ্ছতী'তি বুট্ঠানগামিনী। মগ্গেন সন্ধিং ঘটীযতী'তি অত্থো। ইদানি পন পুরিম-পচ্ছিম-ঞাণেহি সন্ধিং ইমিস্সা বুট্ঠানগামিনিযা বিপস্সনায আবিভাবত্থং অযং উপমা :—একা কির বয়্হলী এত্থ পুপ্ফং বা ফলং বা লভিস্সামী'তি পঞ্চসাখে মধুকরুক্খে নিলীযিত্বা একং সাখং পরামসিত্বা ন তত্থ কিঞ্চি পুপ্ফং বা ফলং বা গযহূপগং অদ্দস। যথা চ একং এবং দুতিযং, ততিযং, চতুত্থং, পঞ্চমম্পি সাখং পরামসিত্বা ন কিঞ্চি অদ্দস। সা বয়্হলী "অফলো বতাযং রুক্খো নত্থেত্থ কিঞ্চি গযহূপগন্তি" তস্মিং রুক্খে আলযং বিস্সজ্জেত্বা উজুকায সাখায আরুযহ বিটপন্তরেন সীসং নীহরিত্বা উদ্ধং উল্লোকেত্বা আকাসে উপ্পতিত্বা

মুক্তি-কামাতা বা মুমুক্ষা-জ্ঞান ; দ্বিতীয়, প্রতিসংখ্যা-জ্ঞান এবং তৃতীয়, সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞান। এই ত্রিবিধ জ্ঞান অর্থত এক। সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে সাধকের বিদর্শন-প্রজ্ঞা শিখাপ্রাপ্ত (উজ্জ্বল) ও উত্থানগামী হয়। শিখাপ্রাপ্ত বিদর্শন-প্রজ্ঞা ও উত্থানগামিনী বিদর্শন-প্রজ্ঞা সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞানের নামান্তর মাত্র। এই জ্ঞান বিদর্শন-জ্ঞানের চরম। উত্থানগামিনী অর্থে স্রোতাপত্তি-মার্গগামিনী। এস্থলে উত্থান অর্থে মার্গ। এক বাদুড় ফল খাওয়ার আশায় পঞ্চশাখাবিশিষ্ট মধুক বৃক্ষের (মহুয়া গাছের) এক শাখায় গিয়া বসিল। সে প্রথম শাখা অনুসন্ধান করিয়া একটি ফলও না পাইয়া দ্বিতীয় শাখায় বসিল। সে দ্বিতীয় শাখায়ও খাদ্য কিছু না পাইয়া, ক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম শাখা অন্বেষণ করিয়া একটি ফলও পাইল না। সে নিরাশ হইয়া ভাবিল—"বৃক্ষটি নিশ্চয় ফলশূন্য।" বাদুড় শেষে উক্ত বৃক্ষে ফলের আশা ত্যাগ করিয়া মূল ঋজু শাখার উপর গিয়া বসিল। সে উপর দিকে চাহিল এবং লাফ দিয়া অন্য এক ফলবান বৃক্ষে বসিল।

অঞ্ঞস্মিং ফলরুক্খে নিলীযতি। তত্থ বগ্গুলী বিয যোগাবচরো দট্ঠব্বো, পঞ্চসাখো মধুকরুক্খো বিয পঞ্চুপাদানক্খন্ধা, তত্থ বগ্গুলিযা নিলীযনং বিয যোগিনো খন্ধপঞ্চকে অভিনিবেসো, তস্স একং সাখং পরামসিত্বা কিঞ্চি গযূপগং অদিস্বা অবসেস-সাখা পরামসনং বিয যোগিনো রূপক্খন্ধং সম্মসিত্বা তত্থ কিঞ্চি গযূপগং অদিস্বা অবসেস-খন্ধ-সম্মসনং, তস্স। "অফলো বতাযং রুক্খো'তি" রুক্খে আলয-বিস্সজ্জনং বিয যোগিনো পঞ্চসুপি খন্ধেসু অনিচ্চ-লক্খণাদিবসেন নিব্বিন্দন্তস্স মুচ্চিতুকম্যতাদি-ঞাণত্তযং, তস্স। উজুকায সাখায উপরি আরোহণং বিয যোগিনো অনুলোম-ঞাণং, সীসং নীহরিত্বা উদ্ধং ওলোকনং বিয গোত্রভূ-ঞাণং, আকাসে উপ্পতনং বিয সোতাপত্তিমগ্গ-ঞাণং, অঞ্ঞস্মিং ফলরুক্খে নিলীযনং বিয যোগিনো সোতাপত্তিফল-ঞাণং-দট্ঠব্বন্তি।

———

বাদুড় সদৃশ যোগাচারী এবং পঞ্চশাখাবিশিষ্ট মধুকবৃক্ষসদৃশ পঞ্চস্কন্ধ। বাদুড়ের বসিবার ন্যায় পঞ্চস্কন্ধে যোগীর পক্ষে জ্ঞানপূর্ব্বক মনোনিবেশ করা। বাদুড়ের প্রথম শাখা অনুসন্ধান করিয়া একটি ফলও না পাইয়া অবশিষ্ট শাখাগুলি অনুসন্ধান করিবার ন্যায় যোগীর পক্ষে প্রথমে রূপস্কন্ধ যথাভূত-জ্ঞানে দর্শন করিয়া তন্মধ্যে কিছুমাত্র নিত্য, সুখ, শুচি ও আত্মা সার না পাইয়া ক্রমে অবশিষ্ট স্কন্ধগুলিও দর্শন করা। বৃক্ষটি ফল শূন্য দেখিয়া উহার প্রতি বাদুড়ের আশা ত্যাগ করিবার ন্যায় পঞ্চস্কন্ধের প্রতি অনিত্য লক্ষণাদি বশে উদাসীন-ভাব উৎপাদন করিয়া যোগীর মধ্যে মুমুক্ষাদি ত্রিবিধ জ্ঞান। বৃক্ষের মূল ঋজু শাখার অগ্রভাগে বাদুড়ের বসিবার ন্যায় যোগীর মধ্যে অনুলোম জ্ঞান। উক্ত শাখার উপরিভাগে বসিয়া বাদুড়ের উর্দ্ধাবলোকনের ন্যায় যোগীর মধ্যে গোত্রভূ-জ্ঞান। বাদুড়ের আকাশে উড়িয়া যাইবার ন্যায় যোগীর মধ্যে স্রোতাপত্তি-মার্গ-জ্ঞান। বাদুড়ের অন্য ফলবান বৃক্ষে বসিবার ন্যায় যোগীর মধ্যে স্রোতাপত্তি-ফল-জ্ঞান।

———

(১০) অনুলোম-ঞাণং

তস্স তং সংখারুপেক্খা-ঞাণং আসেবন্তস্স ভাবেন্তস্স বহুলী-করোন্তস্স যোগিনো অধিমোক্খ-সদ্ধা বলবতরা নিব্বত্ততি, বিরিযং সুপগ্গহিতং হোতি, সতি সুপট্ঠিতা হোতি, চিত্তং সুসমাহিতং হোতি, তিক্খতরা সংখারুপেক্খা উপ্পজ্জতি। তস্স ইদানি মগ্গো উপ্পজ্জিস্সতী'তি সংখারুপেক্খা সংখারে অনিচ্চা'তি বা দুক্খা'তি বা অনত্তা'তি বা আরম্মণং কুরুমানং উপ্পজ্জতি মনোদ্বারাবজ্জনং ততো ভবঙ্গং আবট্টেত্বা উপ্পন্নস্স তস্স ক্রিযা-চিত্তস্স অনন্তরং অবীচিকং চিত্তসন্ততিং অনুবন্ধমানং তথেব সংখারে আরম্মণং কত্বা উপ্পজ্জতি পঠমং জবন-চিত্তং যং পরিকম্মন্তি বুচ্চতি। তদনন্তরং তথেব সংখারে আরম্মণং কত্বা উপ্পজ্জতি দুতিযং জবন-চিত্তং যং উপচারন্তি বুচ্চতি। তদনন্তরং তথেব সংখারে আরম্মণং কত্বা উপ্পজ্জতি ততিযং জবন-চিত্তং যং অনুলোমন্তি বুচ্চতি। ইদং তেসং পাটিযেক্কং নামং। অবিসেসেন পন তিবিধম্পি এতং আসেবনন্তিপি, পরিকম্মন্তিপি, উপচারন্তিপি, অনুলোমন্তিপি, বত্তুং

---

(১০) অনুলোম-জ্ঞান।

অনুলোম অর্থে যাহা আনুপূর্ব্বিক, পূর্ব্বাপর অনুকূল। যাহা মধ্যে স্থিত হইয়া পূর্ব্বায়ত্ত সম্মর্শন-জ্ঞান ব্যতীত ভঙ্গ, ভয় ইত্যাদি ক্রমে অবশিষ্ট আট প্রকার বিদর্শন-জ্ঞানের স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনে এবং পরে সপ্তত্রিংশ বোধি-পক্ষীয়ধর্ম্ম হৃদয়ঙ্গমকরা-বিষয়েও অনুকূল, তাহাই অনুলোম-জ্ঞান। যে প্রকার চিত্তে এই জ্ঞান সম্ভব হয়, তাহার নাম অনুলোম-চিত্ত। এই কারণে অনুলোম-চিত্ত অনুলোম-জ্ঞান বলিয়াও কথিত হয়। অনুলোম-চিত্ত জবন-চিত্তেরই তৃতীয় স্তর। জবন-চিত্তের সপ্ত স্তর। প্রথম স্তরে ইহার নাম পরিকর্ম্ম-চিত্ত, দ্বিতীয় স্তরে উপচার-চিত্ত এবং তৃতীয় স্তরে অনুলোম-চিত্ত। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইলেও, নির্ব্বিশেষে এই ত্রিবিধ জবনচিত্তের প্রত্যেকটিকে আসেবন-চিত্ত, পরিকর্ম্ম-চিত্ত, উপচার-চিত্ত কিংবা অনুলোম-

বট্টতি। কিঞ্চ অনুলোমং? পুরিমভাগ-পচ্ছিমভাগানং। তং হি পুরিমানং অট্ঠন্নং বিপস্সনা-ঞাণানং তথাকিচ্চতায অনুলোমেতি, উপরি চ সত্ততিংসায বোধিপক্খিযধম্মানং অনুলোমেতি। যথা হি ধম্মিকো রাজা বিনিচ্ছযট্ঠানে নিসিন্নো বোহারিক-মহামত্তানং বিনিচ্ছযং সুত্বা অগতিগমনং পহায মজ্ঝত্তো হুত্বা "এবং হোতু'তি" অনুমোদমানো তেসং চ বিনিচ্ছযঞ্চ অনুলোমেতি, পোরাণঞ্চ চ রাজধম্মঞ্চ। এবং সম্পদমিদং বেদিতব্বং। তত্থ রাজা বিয অনুলোম-ঞাণং, অট্ঠবোহারিক-মহামত্তা বিয অট্ঠ ঞাণানি, পোরাণো রাজধম্মো বিয সত্ততিংস-বোধিপক্খিযধম্মা, তত্থ যথা রাজা "এবং হোতু'তি" বদমানো বোহারিকানং চ বিনিচ্ছযঞ্চ রাজধম্মঞ্চ চ অনুলোমেতি। এবমিদং অনিচ্চাদিবসেন সংখারে আরত্ত

চিত্ত বলা যাইতে পারে। একই চিত্ত-বীথিতে (চিত্তসন্ততিতে) প্রথম মনোদ্বারে আবর্জ্জন-চিত্ত (চিত্তের আবর্ত্তন), তদনন্তর ভবাঙ্গ-চিত্ত আলোড়িত করিয়া চিত্ত-ক্রিয়ার উৎপত্তি, তদনন্তর তরঙ্গহীন, শান্ত স্থির চিত্ত-সন্ততিতে যে চিত্ত-প্রবাহে যে জবন-চিত্ত উৎপন্ন হয়, তাহারই প্রথম স্তরে পরিকর্ম্ম-চিত্ত দ্বিতীয় স্তরে উপচার-চিত্ত এবং তৃতীয় স্তরে অনুলোম-চিত্ত উৎপন্ন হয়।

সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞান সাধনাদ্বারা ক্রমশ বর্দ্ধিত করিলে যোগীর শ্রদ্ধা বলবতী হয়, বীর্য্য সুদৃঢ় হয়, স্মৃতি সুস্থির হয়, চিত্ত সমাহিত হয় এবং সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞানও তীক্ষ্ণতর হয়। ঈদৃশ অবস্থায় তাঁহার মধ্যে স্রোতাপত্তি-মার্গ-জ্ঞান উৎপন্ন হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়। সংস্কারধর্ম্মের অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম এই ত্রিলক্ষণের যে কোন লক্ষণকে আলম্বন স্বরূপ করিয়া সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, সেই একই আলম্বনে যে চিত্ত-বীথি উৎপন্ন হয়—তাহারই প্রথমে মনোদ্বারে আবর্জ্জন-চিত্ত, তদনন্তর ভবাঙ্গ-চিত্ত আলোড়িত করিয়া ক্রিয়া-চিত্তের উৎপত্তি, তদনন্তর নিস্তরঙ্গ চিত্ত-সন্ততিতে জবন-চিত্ত উৎপন্ন হয় এবং এই জবন-চিত্তেরই প্রথম স্তরের নাম পরিকর্ম্ম, দ্বিতীয় স্তরের নাম উপচার এবং তৃতীয় স্তরের নাম অনুলোম।

ধার্ম্মিক রাজা বিচারাসনে বসিয়া নিরপেক্ষভাবে মন্ত্রিগণের সুপরামর্শও শ্রবণ করেন, প্রাচীন রাজনীতিশাস্ত্রও দেখেন এবং উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া স্বীয় অভিমত প্রকাশ করেন। এস্থলে রাজাসদৃশ অনুলোম-

উপ্পজ্জমানানং অট্ঠন্নং চ ঞাণানং তথাকিচ্চতায অনুলোমেতি, উপরি চ সত্ততিংস বোধিপক্খিয-ধম্মানং। তেন হি এতং সচ্চানু-লোমিক-ঞাণন্তি বুচ্চতি। তমিদং পন অনুলোম-ঞাণং সংখারা-রম্মণায বুট্ঠানগামিনিযা বিপস্সনায পরিযোসানং হোতি। সব্বেন সব্বং পন গোত্রভূঞাণং বুট্ঠানগামিনিযা বিপস্সনায পরিযোসানং হোতি।

ইতি'নেকেহি নামেহি কিত্তিতা যা মহেসিনা
বুট্ঠানগামিনী সন্তা পরিসুদ্ধা বিপস্সনা।
বুট্ঠাতুকামো সংসার-দুক্খ-পঙ্কা মহত্তযা
করেযা সততং তত্থ যোগং পণ্ডিতজাতিকো'তি।

জ্ঞান, অষ্টমন্ত্রীসদৃশ অষ্টবিধ বিদর্শন-জ্ঞান এবং পুরাতন রাজনীতিশাস্ত্র-সদৃশ সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয়ধর্ম্ম। রাজা যেমন মন্ত্রিগণের সুপরামর্শেরও অনুকূলে থাকেন, পুরাতন রাজনীতিরও অনুকূলে থাকেন এবং উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেন, অনুলোম-জ্ঞানও অষ্টবিধ বিদর্শন-জ্ঞানের অনুকূলে এবং সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয়ধর্ম্মেরও অনুকূলে এবং উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ও রক্ষা করে। এই অনুলোম-জ্ঞান সংস্কারধর্ম্মকে আলম্বনস্বরূপ করিয়া উত্থিত বিদর্শন-জ্ঞানের চরম পরিণতি। গোত্রভূ-জ্ঞান অনুলোম-জ্ঞানেরও উপর, এবং এই গোত্রভূ-জ্ঞানই সর্ব্বপ্রকার বিদর্শন-জ্ঞানের চরম বা সর্ব্বোচ্চ স্তর।

ইতি'নেকেহি নামেহি কিত্তিতা যা মহেসিনা,
বুট্ঠান-গামিনী সন্তা পরিসুদ্ধা বিপস্সনা।
বুট্ঠাতুকামো সংসার-দুক্খ-পঙ্কা মহত্তযা,
করেযা সততং তত্থ যোগং পণ্ডিতজাতিকো'তি।

"মহর্ষী বুদ্ধ কর্ত্তৃক বিবিধ নামে কীর্ত্তিত যেই উত্থান-গামী শান্ত পরিশুদ্ধ বিদর্শন, তাহাতে সতত মনোনিবেশ করা সংসারের দুঃখ-পঙ্ক ও মহাভয় হইতে উত্থানকামী জ্ঞানী ভিক্ষুর পক্ষে কর্ত্তব্য।"

---

(৬)

ঞাণদস্সন-বিসুদ্ধি

ইতো পরং গোত্রভূঞাণং হোতি। তং মগ্গস্স আবজ্জন-ট্ঠানত্তা নেব পটিপদা-ঞাণ-দস্সন-বিসুদ্ধিং ন ঞাণ-দস্সন-বিসুদ্ধিং ভজতি। অন্তরা অব্বোহারিকমেব হোতি। বিপস্সনা সোতে পতিতত্তা পন বিপস্সনাতি সংখং গচ্ছতি। সোতাপত্তি-মগ্গো, সকদাগামী-মগ্গো, অনাগামী-মগ্গো, অরহত্ত-মগ্গো'তি ইমেসু চতূসু মগ্গেসু ঞাণং ঞাণ-দস্সণ-বিসুদ্ধি নাম। অনুলোম-ঞাণানন্তরমেব গোত্রভূ-ঞাণং নিব্বানং আলম্বিত্বা পুথুজ্জনগোত্তং অভিভবন্তং অরিযগোত্তং অভিসম্ভোন্তং চ পবত্ততি। তস্স অনন্তরমেব মগ্গচিত্তং দুক্খ-সচ্চং পরিজানন্তং সমুদয-সচ্চং পজহন্তং নিরোধ-সচ্চং সচ্ছিকরোন্তং মগ্গ-সচ্চং ভাবনাবসেন অপ্পনাবীথিং ওতরতি। ততো পরং দ্বে তীনি

জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি

অনুলোম-জ্ঞানের পর গোত্রভূ-জ্ঞান। ইহা প্রতিপদ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধির মধ্যেও গণ্য নহে এবং জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধির মধ্যেও গণ্য নহে। উভয়ের মধ্যবর্ত্তী জ্ঞান বিশেষ। তথাপি বিদর্শনস্রোতের অনুগত বলিয়া তাহা বিদর্শন নামে কথিত হয়।

স্রোতাপত্তি-মার্গ, সকৃতাগামী-মার্গ, অনাগামী-মার্গ ও অর্হৎ-মার্গ এই চতুর্ব্বিধ মার্গস্থ জ্ঞানকে জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি বলে। অনুলোম-জ্ঞানের পরেই গোত্রভূ-জ্ঞান নির্ব্বাণকে আলম্বন স্বরূপ করিয়া উৎপন্ন হয়। উৎপত্তি-ক্ষণে গোত্রভূ-জ্ঞান যেমন একদিকে নিম্ন সাধন-স্তরকে অতিক্রম করে, তেমন অন্য দিকে আর্য্য বা উন্নততর সাধন স্তর উৎপাদন করে। গোত্রভূ-জ্ঞানের উৎপত্তির পরেই স্রোতাপত্তি-মার্গ-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহার উৎপত্তি-ক্ষণে দুঃখের সম্যক্ অবগতি, দুঃখোৎপত্তির হেতু পরিত্যাগ, নিরোধ সাক্ষাৎকার এবং ভাবনা বশে সমাধি-বীথিতে আর্য্য মার্গে অবতরণ, এই চতুর্ব্বিধ আর্য্যসত্যের কার্য্য এক সঙ্গেই সম্পন্ন হয়। স্রোতাপত্তি-মার্গ-জ্ঞানের উৎপত্তির পরেই স্রোতাপত্তি-

ফলচিত্তানি পবত্তিত্বা ভবঙ্গপাতো'ব হোতি। পুন ভবঙ্গং বোচ্ছিন্দিত্বা পচ্চবেক্খন-ঞাণানি পবত্তন্তি। এত্তাবতা সো যোগাবচরো ভিক্খু সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠিতো নাম হোতি। তথ অনুলোম-ঞাণং সচ্চপটিচ্ছাদকং কিলেসতমং বিনোদেতুং সক্কোতি ন নিব্বানারম্মণং কাতুং। গোত্রভূ-ঞাণং নিব্বানমেব আরম্মণং কাতুং সক্কোতি। তত্রাযং উপমা :—একো কির চক্খুমা পুরিসো নক্খত্তযোগং জানিস্সামী'তি রত্তিভাগে নিক্খমিত্বা চন্দং পস্সিতুং উদ্ধং উল্লোকেসি। তস্স বলাহকেহি পটিচ্ছন্নত্তা চন্দো ন পঞ্ঞাযিত্থ। অথ একো বাতো উট্ঠহিত্বা থূল-থূলে বলাহকে বিদ্ধংসেতি। ততো সো পুরিসো বিগত-বলাহকে নভে চন্দং দিস্বা নক্খত্তযোগং অঞ্ঞাসি। তত্থ তযো বলাহকা বিয সচ্চপটিচ্ছাদক-থূল-মজ্ঝিম-সুখুমং কিলেসন্ধকারং। তযো বাতা বিয তীনি অনুলোম চিত্তানি। চক্খুমা পুরিসো বিয গোত্রভূ-ঞাণং। চন্দো

ফল-জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তৎপর ভবাঙ্গপাত হয়। এক চিত্ত-বীথিতে সপ্ত জবন-চিত্তের প্রথম স্তরে পরিকর্ম্ম, দ্বিতীয় স্তরে উপচার, তৃতীয় স্তরে অনুলোম, চতুর্থ স্তরে গোত্রভূ, পঞ্চম স্তরে স্রোতাপত্তি-মার্গ এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তরে স্রোতাপত্তি-ফল-চিত্ত উৎপন্ন হয়। তাহার পর ভবাঙ্গপাত হয়। পুন ভবাঙ্গ অবচ্ছিন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যোগী পর্য্যবেক্ষণ-জ্ঞানে তাঁহার রাগ, দ্বেষ, মোহাদি দশবিধ ক্লেশের মধ্যে কতটা ক্লেশ মূলত উচ্ছিন্ন হইল, কতটা অবশিষ্ট রহিল, ইত্যাদি দর্শন করেন। স্রোতাপত্তি-মার্গ-জ্ঞানের উৎপত্তি ক্ষণেই শাশ্বত ও উচ্ছেদ দৃষ্টির অন্তর্গত ৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি বা বিপরীত জ্ঞান সমূলে উচ্ছিন্ন হয়। অনুলোম-জ্ঞান আর্য্য-সত্য-প্রতিচ্ছাদক ক্লেশ-অন্ধকার অপনোদন করিতে সমর্থ, কিন্তু নির্ব্বানকে আলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করিতে অসমর্থ। গোত্রভূ-জ্ঞান নির্ব্বানকে আলম্বনস্বরূপে গ্রহণ করিতে মাত্র সমর্থ। জনৈক চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি নক্ষত্র-যোগ জানিবার উদ্দেশ্যে উপর দিকে চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন মেঘ দ্বারা চন্দ্র আচ্ছন্ন বলিয়া চন্দ্র তাঁহার দৃষ্টি-গোচর হইল না। পরে বাতাস বড় বড় মেঘগুলি অপসারিত করিল, তাহার পর আর এক বাতাস মধ্যম রকমের মেঘগুলি এবং অপর এক বাতাস ছোট মেঘগুলিও অপসারিত করিল। তখন তিনি নির্ম্মল

বিয নিব্বানং একেকস্স বাতস্স যথাক্কমেন বলাহক-বিদ্ধংসনং বিয একেকস্স অনুলোম-চিত্তস্স সচ্চপটিচ্ছাদক-তমবিনোদনং। বিগত্ত বলাহকে নভে তস্স পুরিসস্স বিসুদ্ধ-চন্দ-দস্সনং বিয বিগতে সচ্চপটিচ্ছাদকে তমে গোত্রভূ-ঞাণস্স বিসুদ্ধ-নিব্বান-দস্সনং। যথা হি তযো বাতা চন্দপটিচ্ছাদকে বলাহকে যেব বিদ্ধংসেতুং সক্কোন্তি ন চন্দং দট্ঠুং, এবং অনুলোম-চিত্তানি সচ্চপটিচ্ছাদকং তমমেব বিনোদেতুং সক্কোন্তি ন নিব্বানং দট্ঠুং। যথা সো পুরিসো চন্দমেব দট্ঠুং সক্কোতি ন বলাহকে বিদ্ধংসেতুং এবং গোত্রভূ-ঞাণং নিব্বানমেব দট্ঠুং সক্কোতি ন কিলেস-তমং বিনোদেতুন্তি।

আকাশে চন্দ্র দর্শন করিয়া নক্ষত্র-যোগ জানিতে পারিলেন। উক্ত তিন প্রকার মেঘ-সদৃশ আর্য্য-সত্য-প্রতিচ্ছাদক বড়, মধ্যম ও ছোট এই তিন প্রকার ক্লেশ-অন্ধকার। উক্ত তিন রকম বায়ু-সদৃশ পরিকর্ম্ম, উপচার ও অনুলোম ভেদে ত্রিবিধ অনুলোম-জ্ঞান। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি-সদৃশ গোত্রভূ-জ্ঞান এবং চন্দ্র-সদৃশ নির্ব্বাণ। এক এক বাতাসে ক্রমান্বয়ে মেঘগুলি অপসারিত করিবার ন্যায় এক একটি অনুলোম-জ্ঞান দ্বারা সত্য-প্রতিচ্ছাদক ক্লেশ-অন্ধকার দূরীভূত করা। নির্ম্মল আকাশে উক্ত ব্যক্তির বিশুদ্ধ চন্দ্রদর্শনের ন্যায় সত্য-প্রতিচ্ছাদক ক্লেশ-অন্ধকার দূরীকরণে গোত্রভূ-জ্ঞানে বিশুদ্ধ নির্ব্বাণ দর্শন। যেমন উক্ত ত্রিবিধ বায়ু চন্দ্র-প্রতিচ্ছাদক মেঘগুলি অপসারিত করিতে সমর্থ বটে, কিন্তু চন্দ্র দর্শন করিতে অসমর্থ, তেমন ত্রিবিধ অনুলোম-জ্ঞানও সত্য-প্রতিচ্ছাদক ক্লেশ-তম দূরীভূত করিতে সমর্থ, কিন্তু নির্ব্বাণ দর্শন করিতে অসমর্থ। যেমন উক্ত পুরুষ চন্দ্র মাত্র দেখিতে সমর্থ, কিন্তু মেঘগুলি অপসারিত করিতে অসমর্থ, তেমন গোত্রভূ-জ্ঞানও নির্ব্বাণ মাত্র দর্শন করিতে সমর্থ, কিন্তু ক্লেশ-তম দূরীভূত করিতে অসমর্থ।

সকদাগামী-মগ্‌গ-ফলাদীনি

তস্স এবং পটিপন্নস্স সোতাপন্নপুগ্গলস্স বুত্তনযেনেব সংখা-রুপেক্খা-ঞাণাবসানে একাবজ্জনেন অনুলোম-গোত্রভূ-ঞাণেসু উপ্পন্নেসু গোত্রভূ-ঞাণ-অনন্তরং সকাদাগামী-চিত্তং উপ্পজ্জতি। তদনন্তরং দ্বে তীনি ফলচিত্তানি, সকং হেট্ঠা বুত্ত সদিসং। অনাগামী-অরহত্ত-মগ্গ-ফলেসু পি এসে'ব নযো বেদিতব্বো'তি।

ভাবেতব্বা পনিচ্চেবং পঞ্ঞা-ভাবনা সাধুকং
পটিপত্তি-রসস্সাদং পত্থযন্তেন সাসনে'তি।

॥ সমত্তোযং বিপস্সনা-কম্মট্ঠান-নযো ॥

সকৃদাগামী-মার্গ-ফলাদি

স্রোতাপত্তি-ফলপ্রাপ্ত যোগীর পূর্ব্বোক্ত নিয়মে সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞানের পরেই এক চিত্ত-বীথিতে অনুলোম-জ্ঞান ও গোত্রভূ-জ্ঞান উৎপন্ন এবং নিরুদ্ধ হইবার পরেই সকৃদাগামী-মার্গ-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহার নিরোধে দুই তিনটি ফল-জ্ঞান বা ফল-চিত্ত উৎপন্ন হয়। তাহার পর যাহা যাহা ঘটে তাহা পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বুঝিতে হইবে। অনাগামী-মার্গ-ফল এবং অর্হত্ব-মার্গ-ফল সম্বন্ধেও এইরূপ।

ভাবেতব্বা পনিচ্চেবং পঞ্ঞা-ভাবনা সাধুকং,
পটিপত্তি-রসস্সাদং পত্থযন্তেন সাসনে'তি।

"যিনি বৌদ্ধ শাসনে সাধনা-লব্ধ ধর্ম্ম-রস আস্বাদন করিতে অভিলাষী, তাঁহার পক্ষে উত্তমরূপে প্রজ্ঞা-ভাবনা করা কর্ত্তব্য।"

সমাপ্ত